মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২৩তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০২০

আল্লাহ বলেন, যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ চান, তবে তার অনুগ্রহকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশী তিনি তা দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান *(আন'আম ৬/১৭)*।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة أدبيـــة ودينيـــة
جلد : ٢٣، عدد : ٩، شوال وذوالقعدة ١٤٤١هـ/ يونيو ٢٠٢٠م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : ৭০ শতাংশ মুসলিম অধুষ্যিত দেশ কাজাখস্তানের ঐতিহাসিক নগরী তুর্কিস্তানে অবস্থিত আহমাদ ইয়াসেভী জামে মসজিদ।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهريـــة ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 400/00 & Tk. 200/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road, Am Chattar), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK, which has been running since September 1997 from the city of Rajshahi, Bangladesh. It is an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh, which has been calling Mankind to Salafi Path, based on pure Tawheed and Saheeh Sunnah following the explanations of the honoured Sahaba & Salaf-i- Saleheen. This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are : 1. Editorial 2. Dars-i-Quran 3. Dars-i-Hadeeth 4. Research Articles. 5. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 6. Economics 7. Wonder of Science 8. Health 9. Agriculture 10. News : Home & Abroad & Muslim world 11. Pages for Women 12. Children 13. Poetry 14. Fatawa and 15. Other contemporary subjects.

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪১ ॥ খ্রিষ্টাব্দ ২০২০ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৭

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ জুন	০৮ শাওয়াল	১৮ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	৩ : ৪৫	৫ : ১১	১১ : ৫৬	৩ : ১৬	৬ : ৪৩	৮ : ০৭
০৫ ”	১২ ”	২২ ”	শুক্রবার	৩ : ৪৪	৫ : ১১	১১ : ৫৭	৩ : ১৬	৬ : ৪৪	৮ : ১০
১০ ”	১৭ ”	২৭ ”	বুধবার	৩ : ৪৩	৫ : ১০	১১ : ৫৮	৩ : ১৭	৬ : ৪৬	৮ : ১২
১৫ ”	২২ ”	০১ আষাঢ়	সোমবার	৩ : ৪৩	৫ : ১১	১১ : ৫৯	৩ : ১৭	৬ : ৪৭	৮ : ১৪
২০ ”	২৭ ”	০৬ ”	শনিবার	৩ : ৪৪	৫ : ১২	১২ : ০০	৩ : ১৮	৬ : ৪৯	৮ : ১৬
২৫ ”	০৩ যিলক্বদ	১১ ”	বৃহস্পতি	৩ : ৪৫	৫ : ১৩	১২ : ০১	৩ : ১৯	৬ : ৫০	৮ : ১৭
০১ জুলাই	০৯ যিলক্বদ	১৭ আষাঢ়	বুধবার	৩ : ৪৭	৫ : ১৫	১২ : ০২	৩ : ২১	৬ : ৫১	৮ : ১৭
০৫ ”	১৩ ”	২১ ”	রবিবার	৩ : ৪৯	৫ : ১৬	১২ : ০৩	৩ : ২২	৬ : ৫১	৮ : ১৭
১০ ”	১৮ ”	২৬ ”	শুক্রবার	৩ : ৫২	৫ : ১৮	১২ : ০৪	৩ : ২৪	৬ : ৫০	৮ : ১৬
১৫ ”	২৩ ”	৩১ ”	বুধবার	৩ : ৫৫	৫ : ২০	১২ : ০৪	৩ : ২৫	৬ : ৪৯	৮ : ১৪
২০ ”	২৮ ”	০৫ শ্রাবণ	সোমবার	৩ : ৫৭	৫ : ২২	১২ : ০৫	৩ : ২৬	৬ : ৪৭	৮ : ১২
২৫ ”	০৩ যিলহজ্জ	১০ ”	শনিবার	৪ : ০১	৫ : ২৪	১২ : ০৫	৩ : ২৭	৬ : ৪৫	৮ : ০৯

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), **গণনা পদ্ধতি :** University of Islamic Sciences, Karachi

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৩তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
শাওয়াল-যিলক্বদ ১৪৪১ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৭ বাং
জুন ২০২০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ :

♦ দাওয়াতের ক্ষেত্র ও আধুনিক মাধ্যম সমূহ *(মার্চ'২০ সংখ্যার পর)* ০৩
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

♦ ওযূর আদব সমূহ ০৮
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ শিক্ষকের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিশুর পাঠদান পদ্ধতি ও শিখনফল নির্ণয় ১২
-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

♦ জিহাদের ন্যায় ফযীলতপূর্ণ আমল সমূহ ১৭
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

♦ মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব ২৩
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ :

♦ করোনার চিকিৎসা ও টিকা বিনামূল্যে সবার জন্য চাই ২৭
-কামাল আহমেদ

◈ ভ্রমণ স্মৃতি : ♦ সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ায় পাঁচদিন *(শেষ কিস্তি)* ২৯
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

◈ হাদীছের গল্প :

♦ আসমা বিনতু আবী বকর (রাঃ)-এর সীমাহীন দৃঢ়তা ৩৩
-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার

◈ অমরবাণী : *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৪

◈ হকের পথে যত বাধা :

♦ কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি সমাজে তাওহীদের চারাগাছ রোপিত হ'ল যেভাবে *-মুহাম্মাদ বেলাল বিন ক্বাসেম* ৩৬

◈ চিকিৎসা জগৎ :

♦ বাড়ীতে বসে করোনা ভাইরাস চিকিৎসায় যে ছয়টি বিষয় মনে রাখতে হবে ৪০

◈ কবিতা : ৪১

♦ মুক্তির পথে! ♦ উলঙ্গ নেকাব
♦ মাযার ♦ ভুলের মাঝে ডুবে আছে

◈ সোনামণিদের পাতা ৪২
◈ স্বদেশ-বিদেশ ৪৩
◈ মুসলিম জাহান ৪৫
◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৫
◈ সংগঠন সংবাদ ৪৬
◈ প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

www.at-tahreek.com

বর্ণবাদী আমেরিকার মুক্তির পথ

আমেরিকার এক কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক জর্জ ফ্লয়েড (৪৬)-কে এক ঠুনকো কারণে গত ২৫শে মে সোমবার প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তায় উপুড় করে ফেলে জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তা ৮ মিঃ ৫৬ সেঃ তার গলা মাটিতে চেপে ধরে হত্যা করল। সাথী বাকী তিন পুলিশ তাতে নীরব সমর্থন দিল। সে নাকি এক দোকান থেকে জাল ডলার দিয়ে মাল কিনেছিল। তাই দোকানদারের ফোন পেয়ে সাথে সাথে পুলিশ এসে দোকানের অনতিদূরেই তাকে হত্যা করে। ছোট দুই সন্তানের পিতা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বার বার বলেছে, আমি শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে গেলাম। আমাকে ছাড়ুন'। কিন্তু নিষ্ঠুর ঐ পুলিশ কর্মকর্তার চেহারায় কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায়নি। কারণ তারা অঘোষিতভাবে নিজেদেরকে কৃষ্ণাঙ্গ হত্যায় দায়মুক্ত মনে করে। মোবাইলে যখন এই মর্মান্তিক দৃশ্য ভাইরাল হয়, তখন স্বভাবতই মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। করোনা ভীতি, লকডাউন, কারফিউ, টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট কোন কিছুই মানুষের আক্রোশকে দমাতে পারেনি। এমনকি বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের When looting, then shooting 'যখনই লুট, তখনই গুলি' এই কড়া নির্দেশকে উপেক্ষা করে বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল যখন দুর্ভেদ্য হোয়াইট হাউজের দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত, তখন এই বীরপুঙ্গব প্রেসিডেন্ট ভয়ে হোয়াইট হাউসের অভ্যন্তরে ভূগর্ভস্থ বাংকারে গিয়ে এক ঘণ্টা লুকিয়ে থাকেন।

হ্যাঁ গণতন্ত্রের মুখোশধারী সভ্যতাগর্বী আমেরিকার এ বর্ণবাদী চরিত্র নতুন নয়। সেদেশের কর্তৃত্ববাদী শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট সাংবাদিকতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে যেসব বর্ণবাদী খবর বিশ্বে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত ছিলেন, কৃষ্ণাঙ্গদের মানবাধিকার রক্ষায় লড়াকু সৈনিক আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানবাধিকার কর্মী মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র (১৯২৯-১৯৬৮)। ১৯৬৪ সালে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের ক্ষোভ তাতে আরও জ্বলে ওঠে। ১৯৬৮ সালের এক সকালে হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নির্মল বায়ু সেবন করা অবস্থায় এক উগ্রপন্থী শ্বেতাঙ্গের গুলিতে তিনি প্রাণ হারান। সেসময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন লিণ্ডন বি জনসন (১৯৬৩-১৯৬৯)। অতঃপর আরেকজন প্রসিদ্ধ ছিলেন, কৃষ্ণাঙ্গ মুষ্টিযোদ্ধা ক্যাসিয়াস ক্লে (১৯৪২-২০১৬)। যিনি ১৯৬০ সালে বক্সিংয়ে বিশ্ব অলিম্পিকে সোনা জিতেও কেবল কৃষ্ণাঙ্গ বলে একটি রেস্তোঁরায় কাজ করার সুযোগ পাননি। রেস্তোঁরা মালিক তার মুখের উপর বলে দেয় যে, এখানে কেবল শ্বেতাঙ্গরাই কাজ পাবে'। সেদিন মনের দুঃখে তিনি তার স্বর্ণপদক আমেরিকার ওহাইয়ো নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। শুধু কি তাই! ভিয়েতনাম যুদ্ধে যোগদানের অন্যায় আদেশ উপেক্ষা করায় ১৯৬৭ সালে তার অতি মূল্যবান বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন খেতাব পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়া হয়। হ্যাঁ তাতেও তাকে দমানো যায়নি। পরপর তিনবার প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে তিনি তার হারানো খেতাব পুনরুদ্ধার করেন এবং ১৯৭৪ সালে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা' হওয়ার বিশ্ব খেতাব অর্জন করেন। ইতিমধ্যে তিনি ইসলাম কবুল করে মোহাম্মাদ আলী ক্লে নাম ধারণ করেন ও নিজেকে মানবতার সেবায় উৎসর্গ করেন। ২০১৬ সালে তাঁর ৭৪ বছরের সংগ্রামী জীবনের অবসান হয়। তিনি আমেরিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নোবেল জয়ী বারাক হোসেন ওবামাকে দেখে যেতে পেরেছেন। কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে সব নাগরিকের মুখে সমানাধিকার ভোগের হাসি দেখে যেতে পারেননি। ৮ বছরের ওবামা শাসন (২০০৯-২০১৭) কৃষ্ণাঙ্গদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি পুলিশের মত একটা পেশাদারী প্রতিষ্ঠানের হাতে কৃষ্ণাঙ্গরা বিনা বিচারে নিহত হচ্ছে সর্বদা সর্বত্র।

এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, কেবল সরকারী ক্ষমতা দিয়ে সমাজ পরিবর্তন হয় না। বরং সে পরিবর্তনের জন্য চাই তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক নৈতিক শিক্ষা। যা মানুষের জীবন পরিবর্তন করে দেয়। সেই নৈতিক তথা ধর্মীয় শিক্ষা না থাকায় খোদ কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট ওবামার আমলে অসংখ্য বর্ণবাদী নৃশংসতার ঘটনা ঘটেছে। আর বর্তমান শ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তো স্পষ্টভাবেই একজন বর্ণবাদী। তার কাছে রাজনীতির অর্থ হ'ল কেবলই ভোটে জেতার খেলা। অতএব সংখ্যাগুরু শ্বেতাঙ্গদের খুশী করাই তার রাজনীতি। যেভাবে ভারতে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের খুশী করাই বিজেপির রাজনীতি। সেখানে চলছে ধর্মীয় বর্ণবাদ। একইভাবে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়াসহ অন্যত্র চলছে মুসলিম বিনাশের নোংরা বর্ণবাদ।

মানবতা বিধ্বংসী বিশ্বপরিস্থিতি পরিবর্তন করে এ পৃথিবীকে মনুষ্য বাসোপযোগী করার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেকে ছিলেন গোত্রীয় নবী। কিন্তু শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন বিশ্বনবী। তাইতো তাঁর লক্ষ্য ছিল বিশ্ব পরিবর্তন। আর তার আহ্বান ছিল বিশ্ব সমাজের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি...' *(সাবা ৩৪/২৮)*।

ফলে ক্ষিপ্ত হ'লেন আরব নেতারা। কিন্তু কোনই তোয়াক্কা করলেন না তিনি। মুসলিম হওয়ার জন্য তিনি সাথীদের কাছ থেকে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার তথা বায়'আত নিলেন। শুরু করলেন অল্প সংখ্যক আল্লাহপ্রাণ সাথী নিয়ে বৃহত্তর সমাজের বিরুদ্ধে আপোষহীন দাওয়াতী অভিযান। নেতারা তাঁকে বাধা দিয়েছে সর্বাত্মকভাবে। কিন্তু সব বাধাই তিনি অতিক্রম করেছেন আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে। ফলে যে কৃষ্ণাঙ্গ বেলাল ভেবেছিল শ্বেতাঙ্গ কুরায়েশ মনিবের নির্যাতন ভোগ করা তার নিয়তি, সে স্বাধীন মানুষের মর্যাদা পেয়ে মুক্তির হাসিতে উচ্ছ্বল হল। যে নারী এতদিন ক্রীতদাসী ছিল। সে এখন স্বাধীন হওয়ার সুযোগ পেল। যে নারী ছিল অধিকারহীন, সে এখন পিতা, স্বামী ও সন্তানের সম্পদের উত্তরাধিকারী হ'ল। এমনকি অত্যাচারী স্বামী থেকে

[বাকী অংশ ৭ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

দাওয়াতের ক্ষেত্র ও আধুনিক মাধ্যম সমূহ

*-ড মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন**

(মার্চ'২০ সংখ্যার পর)

৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাওয়াত :

কোন জাতি বা গোষ্ঠীকে সুষ্ঠু-সুন্দর ও ন্যায়নিষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ার (Voltaire)-এর ভাষায় Education is the backbone of a nation 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'। শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি অগ্রগতি লাভ করতে পারে না। আমরা বলব, শুধু শিক্ষা নয় বরং সুশিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। নিঃসন্দেহে নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা সুশিক্ষা নয়। কেননা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হ'ল মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলা। মহান আল্লাহ বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ-

'পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হ'তে। পড়! আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না' *('আলাক্ব ৯৬/১-৫)*।

জ্ঞানার্জনের জন্য আবশ্যিক অনুষঙ্গ হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যদিও বর্তমানের ন্যায় বিগত শতাব্দীগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক পাঠদান ব্যবস্থা ছিল না। সে সময়ে ওসতায বা শিক্ষক নির্ভর পাঠদান হ'ত। অর্থাৎ ছাত্ররা শিক্ষকগণের বাড়ীতে গিয়ে তাদের দরস-তাদরীসে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইলমের মণি-মাণিক্য আহরণ করতেন। সভ্যতার উৎকর্ষতার সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন এসেছে। পর্যায়ক্রমে আধুনিক থেকে আধুনিকতর হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা। ওসতায নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা রূপ লাভ করেছে পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানে। আর প্রতিষ্ঠান নির্ভর এ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই দাওয়াতের এক একটি বড় এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কেননা শিক্ষার্থীদের মন-মগজে দ্বীনী শিক্ষা গেঁথে দিতে পারলে তাতে ফল হবে দৃঢ় ও স্থায়ী। শিক্ষার্থীদের কোমল হৃদয়ে তা অতি সহজেই বদ্ধমূল হয়ে যাবে। এজন্য প্রত্যেক ক্লাসের সিলেবাসে ইসলামী শিক্ষার কোর্স থাকা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে ইসলামী শিক্ষার কোন বালাই নেই। ফলে আমাদের সন্তানরা সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে চূড়ান্ত ডিগ্রী অর্জন করেও ইসলাম সম্পর্কে থেকে যায় অজ্ঞ। অথচ স্বভাবগত কারণেই প্রত্যেক মুসলিমের ইসলামের প্রতি আন্তরিক টান থাকে। তাদের নিকটে সঠিকভাবে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো সম্ভব হ'লে এরাই আগামী দিনে ইসলামের পুনর্জাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দাওয়াতের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।-

প্রথমত: শিক্ষকগণ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে দিতে পারেন প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা। ইসলামের মৌলিক বিষয় যেমন তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কে জ্ঞান দান এবং সেই সাথে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম, আদব-আখলাক, বিশুদ্ধ আক্বীদা ও অশুদ্ধ আক্বীদা, আমলে ছালেহ বা সৎকর্ম এবং জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করতে পারেন। মিথ্যা ও অসততার ভয়াবহতা ও মাতা-পিতার অবাধ্যতার পরিণতিও তুলে ধরতে পারেন তাদের নিকটে। জানাতে পারেন শিরক-বিদ'আতের পরিণাম সম্পর্কে। প্রত্যেক সন্তান যেহেতু পিতা-মাতার পর উসতায বা শিক্ষকের কথা মেনে নেয় অকপটে, সেকারণ এটিকে মোক্ষম সুযোগ মনে করে কাজে লাগালে আগামী দিনে এরাই সুসন্তান ও আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে এবং অবদান রাখবে দেশ ও জাতির কল্যাণে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষককে অবশ্যই আদর্শবান ও ধর্মীয় বিষয়ে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হ'তে হবে।

দ্বিতীয়ত: শিক্ষকদের পাশাপাশি ছাত্রদের মধ্য থেকেও একাধিক দাওয়াতী টীম শিক্ষাঙ্গনে দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিতে পারে। ছাত্রবন্ধুদের মাঝে পৌঁছে দিতে পারে ইসলামের নির্মল ও নিষ্কলুষ আদর্শ। টিফিনের সময়, ক্লাসের ফাঁকে, বাড়ি ফেরার সময়গুলো হ'তে পারে দাওয়াতের সুযোগ। তাছাড়া এক্ষেত্রে বড় ছুটিগুলো কাজে লাগানো যায়। ছুটিতে পড়াশুনার চাপ কিছুটা কম থাকে। সেকারণ এই সময়টা বন্ধুদের সামনে ইসলামের স্বচ্ছ বিধান তুলে ধরার কাজে ব্যয় করতে পারে। পর্নোগ্রাফি, মাদক ও নেশার মরণছোবলের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে প্রচারণা চালানো যায়। শিরক-বিদ'আত ও প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার এবং সমসাময়িক বিষয় নিয়ে করা যায় সেমিনার-সিম্পোজিয়াম। ইসলামিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচনা বা বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। বিজয়ীদের জন্য থাকতে পারে আকর্ষণীয় পুরস্কার। এছাড়াও বিভিন্ন দাওয়াতী লিফলেট, বই-পুস্তক, ইসলামী ম্যাগাজিন বিতরণ করা যায় বিভিন্ন উপলক্ষে। ঈমানী জাযবাসূচক বিভিন্ন অনুষ্ঠানও করা যেতে পারে ক্যাম্পাসে। যেখানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করবেন। আর শিক্ষার্থীরা উন্মুক্ত প্রশ্ন করার সুযোগ পাবে। এছাড়া বিভিন্ন দাওয়াতী সংগঠনের পক্ষ থেকেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দাওয়াতী কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে এবং ছাত্র সংগঠনগুলোও হ'তে পারে একেকটি দাওয়াতী প্লাটফর্ম।

তৃতীয়ত: প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীকে দ্বীনী বই-পুস্তক দ্বারা সমৃদ্ধ করাও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে। লাইব্রেরীতে অন্যান্য বই-পুস্তকের পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নির্ভরযোগ্য লেখকের ছহীহ দলীলভিত্তিক রচিত বিভিন্ন

বই-পুস্তক রাখতে হবে। কুরআন, হাদীছ, তাফসীর, সীরাত, ইতিহাস ও আক্বীদা সংক্রান্ত মৌলিক ও সমকালীন গ্রন্থাবলীর বেশ ভাল রকম সন্নিবেশ থাকবে সেখানে। প্রয়োজনে ইসলামিক বই-পুস্তকের পৃথক র‍্যাক/আলমারী বা কর্ণার করা যেতে পারে। যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা আলো গ্রহণ করবে। তবে আক্বীদা বিধ্বংসী কোন বই-পুস্তক রাখা যাবে না, যা যুবচরিত্র ধ্বংসে ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে লাইব্রেরী ওয়ার্ক করার জন্য শ্রেণীশিক্ষকগণ উদ্বুদ্ধ করবেন। বিখ্যাত মনীষীগণের পড়াশুনার দৃষ্টান্ত তাদের সামনে তুলে ধরবেন। যা শ্রবণে শিক্ষার্থীরা উৎসাহ বোধ করবে এবং সময়ের অপচয় না করে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এ সময়গুলো জ্ঞানার্জনের জন্য কঠিন অধ্যবসায়ে ব্যয় করবে। উদাহরণ স্বরূপ- হাদীছ শাস্ত্রের অন্যতম দিকপাল আধুনিক যুগের খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর দৃষ্টান্ত। যিনি দামেশকের যাহেরিয়া লাইব্রেরীতে নিয়মিত দৈনিক ৬/৮ ঘণ্টা পড়াশুনা করতেন। কখনো কখনো ১২ ঘণ্টা অবধি চলত তাঁর নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা। অনেক সময় লাইব্রেরীর সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অধ্যয়নে কেটে যেত। কর্তৃপক্ষ তাঁর পড়ার জন্য লাইব্রেরীর একটি কক্ষ বরাদ্দ করেন এবং সার্বক্ষণিক উপকৃত হওয়ার জন্য লাইব্রেরীর একটি চাবি তাঁকে প্রদান করেন।[১] অনুরূপভাবে সমকালীন বিখ্যাত আলেম শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায, শায়েখ উছায়মীন, শায়েখ মুখতার শানক্বীতী, শায়েখ ফাওযান এবং পূববর্তী মনীষীগণের মধ্যে কুতুবুস সিত্তার ইমামগণসহ ইমাম ইবনে তায়মিয়া ও হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) প্রমুখের জীবনেতিহাস তুল ধরে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন।

৬. কর্মস্থলে দাওয়াত :

দাওয়াতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে পেশাগত কর্মস্থল। কর্মস্থল এমন একটি জায়গা, যেখানে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন আক্বীদা ও আমলের বহু মানুষের সমাগম হয়। বহু মায়ের সন্তান কর্মস্থলে একত্রিত হন কর্মের কারণে। দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকার কারণে তাদের পরস্পরের মধ্যে গড়ে উঠে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। প্রগাঢ় হয় পারস্পরিক মুহাব্বত। বিশেষ করে প্রবাস জীবনে এই বাস্তবতা ব্যাপকভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তারা এক পরিবারের ন্যায় এমনকি সহোদর ভাইয়ের ন্যায় পরস্পরে মিলেমিশে বসবাস করে। একের আনন্দে যেমন আনন্দিত হন সকলে তেমনি একজনের ব্যথায়ও ব্যথিত হন সকলে। আনন্দ ও কষ্ট ভাগাভাগি করেই এগিয়ে চলে তাদের জীবন তরি।

নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যথার্থই বলেছেন যে, تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَ تَوَادِّهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَ اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى– 'মুমিনদেরকে তুমি পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। যখন দেহের কোন অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সমস্ত শরীর তজ্জন্য বিনিদ্রতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়'।[২] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ– 'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাসাদ স্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় রাখে। অতঃপর তিনি তাঁর এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন'।[৩]

সুতরাং কর্মস্থলের এই সুন্দর পরিবেশ ও সুযোগকে কাজে লাগানো যায় দাওয়াতের মাধ্যমে। সহকর্মীদেরকে আখেরাতমুখী করার কোশেশ করা তথা ছহীহ দ্বীনের দাওয়াত তাদের নিকটে পৌঁছে দিতে হবে ঈমানী দায়িত্ববোধ থেকে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً 'আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হ'লেও পৌঁছে দাও'।[৪]

৭. অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে দাওয়াত :

প্রত্যেক বিভাগেই উর্ধ্বতন ব্যক্তি তার অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، فَالإِمَامُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِه وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِه وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِه وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه–

'সাবধান তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং শাসক জনগণের দায়িত্বশীল। ক্বিয়ামতের দিন তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসার এবং সন্তানের উপর দায়িত্বশীল। ক্বিয়ামতের দিন তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এমনকি দাস-দাসীও তার মালিকের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সেদিন তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব মনে রেখো, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেককেই ক্বিয়ামতের দিন এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে'।[৫]

আর এই দায়িত্বশীলতার কারণে তার জবাবদিহীতাও বেশী। বিষয়টি যেমন দুনিয়াবী ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি ধর্মীয়

১. *ইমাম আলবানী হায়াতুহু, দাওয়াতুহু ওয়া জুহূদুহু ২৩-২৫ পৃঃ।*

২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৩; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৭৩৬।*
৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৫; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৭৩৮।*
৪. *বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮।*
৫. *বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।*

ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা অধীনস্থদের নিকটে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির দায়িত্ব। দ্বীনী কর্মের সুযোগ না দিয়ে কর্মচারীদের নিকট থেকে শুধু দুনিয়াবী ফায়েদা হাছিল করা মোটেই সমীচীন নয়। অথচ এটিই ঘটছে আমাদের সমাজে অহরহ। অনেক কর্তৃপক্ষ তার অধঃস্তন কর্মচারীদের ছালাতের সময়টুকুও দিতে রাযী নন। আবার অনেক কর্তৃপক্ষের তরফে অধীনস্থদের জন্য ছালাতের সময়ে কর্মবিরতি থাকলেও কর্মচারীদের গাফেলতী পরিদৃষ্ট হয়। এক্ষেত্রে উভয় অবস্থাতেই নছীহত তথা দাওয়াত যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الدِّيْنُ النَّصِيحَةُ 'দ্বীন হ'ল নছীহত'।[৬] প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব পরস্পরকে হক-এর উপদেশ দেওয়া *(আছর ১০৩/৩)*। দাওয়াতের ক্ষেত্রে বরং এটি বিশেষ সুযোগ যে, অধীনস্থরা সাধারণত অনুগত হয়, উদ্ধত হয় না। আর এই আনুগত্যের সুযোগে তাদের নিকটে ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরা যায় সহজে। যেমন কাউকে শিরক কিংবা বিদ'আত করতে দেখলে বা কোন ফরয কাজে গাফেলতি দেখলে তাকে বলবে, শিরক বর্জন কর। কেননা শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলুম। তওবা ব্যতীত যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না। অনুরূপভাবে বিদ'আত হচ্ছে শরী'আতে নতুন সৃষ্টি, যা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। বিদ'আতী আমল করে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে কাউকে কোন অন্যায় করতে দেখলে বলবে, হে ভাই! আল্লাহকে ভয় কর! অন্যায় থেকে বিরত হও।

প্রিয় পাঠক! এতক্ষণ আমরা দাওয়াতের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আমরা প্রত্যেকেই 'দাঈ ইলাল্লাহ' বা আল্লাহ্র পথের দাঈ। সমাজের সকল স্তর ও বিভাগে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব। তবে দাওয়াত গ্রহণে বাধ্য করা আমাদের দায়িত্ব নয়। দাওয়াত কবুলের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ্র হাতে। আর বিনা কারণে দাওয়াত থেকে বিরত থাকলে গোনাহগার হ'তে হবে। কাজেই ঠুনকো অজুহাতে কেউ দাওয়াত দেওয়া থেকে বিরত থাকবে না। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে আমরা দাওয়াতের আধুনিক কিছু মাধ্যম সম্পর্কে আলোকপাত করব। যার মাধ্যমে অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষের নিকটে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো সম্ভব হয়।-

দাওয়াতের আধুনিক মাধ্যম সমূহ

বিজ্ঞানের উন্নয়নের সাথে মানুষের জীবনচিত্রও বদলেছে। আগের দিনের মানুষে হারিকেনের আলোতে লেখাপড়া করত আর এখন বিদ্যুত বিনে কল্পনাও করা যায় না। পানি জাহাযে করে মাসাধিককাল সময় সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে যেত হজ্জ করতে। আর এখন মাত্র ৬ ঘন্টায় উড়াল জাহাযে চড়ে পৌঁছে যায় পবিত্র নগরী মক্কায় মহান রবের সান্নিধ্যে। আগে টেলিগ্রামের মাধ্যমে যরূরী বার্তা প্রেরণ করা হ'ত, আর এখন বাটন চাপলেই মুহূর্তে কথা হয় হাযার হাযার মাইল দূরে থাকা স্বজনের সাথে। আগে মানুষ রানারের পথপানে তাকিয়ে থাকত গভীর আগ্রহ নিয়ে, কখন আসবে স্বজনের চিঠি, জানবে সব বৃত্তান্ত। আর এখন এসএমএস, ম্যাসেঞ্জার, ই-মেইল, ফেইসবুক ও টুইটারের মাধ্যমে সেকেন্ডেই হচ্ছে সংবাদ আদান-প্রদান। এক কথায়, সারা পৃথিবী এখন একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে 'গ্লোবাল ভিলেজ' বলা হয়। বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষতার যুগে দ্বীনের দাওয়াতের মাধ্যমেও পরিবর্তন এসেছে বেশ। আগে যেখানে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে বা অন্য কোন যানবাহনে চড়ে গিয়ে দাওয়াত দিতে হ'ত। এখন সেখানে ঘরে বসেই কম সময়ে আরো অধিক সংখ্যক লোকের নিকটে দাওয়াত পৌঁছানো যায় সহজে। মহান আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতে আজ অসম্ভব যেন সম্ভব হচ্ছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। এ পর্যায়ে আমরা দাওয়াতের কিছু আধুনিক মাধ্যম সম্পর্কে আলোকপাত করব।-

ইন্টারনেট :

ইন্টারনেট (Internet) অর্থ- আন্তর্জাল। এ মাধ্যমটি নেট বা জালের মত গোটা পৃথিবীকে এক সূতায় গেঁথে দিয়েছে। এর ফলে বিশ্বের এক প্রান্তে কোন ঘটনা ঘটলে সেকেন্ডের মধ্যে তা পৃথিবীর অপর প্রান্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে এখানে কোন ভিডিও বা লেখনী পোস্ট করা হ'লে পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে তা দেখা সম্ভব হচ্ছে।

ফলে আধুনিক যুগে বিশুদ্ধ দাওয়াত প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট। এতে থাকা বিভিন্ন মাধ্যম যেমন ওয়েবসাইট, ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ সাইট ইত্যাদির মধ্যমে খুব স্বল্প সময়ে, অল্প কষ্টে অসংখ্য মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত প্রচার করা যায়। নিম্নে এমনই কিছু মাধ্যম সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

১. ওয়েবসাইট (website) :

নিজের তথ্যকে অন্যের নিকটে তুলে ধরার অত্যন্ত সহজ ও জনপ্রিয় মাধ্যম হচ্ছে ওয়েবসাইট। ওয়েবসাইটকে একটি গৃহের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যেখানে নানা ধরনের আসবাবপত্র পরিপাটি করে সাজানো থাকে। ওয়েবসাইটও ঠিক তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্য সেখানে সংরক্ষিত থাকে।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে ওয়েবসাইট অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ইসলামিক এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে, যা শত শত প্রবন্ধ-নিবন্ধ, প্রশ্নোত্তর, ইসলামিক বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা দ্বারা সমৃদ্ধ। সাম্প্রতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়েও লেখা থাকে সেখানে। এসব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দ্বীনের পথে উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং আখেরাত নির্ভর জীবন গঠনে উৎসাহিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, ভাল-মন্দ দুই ধরনের ওয়েবসাইটই আছে ইন্টারনেটে। আমাদেরকে অবশ্যই ভালটা গ্রহণ করতে হবে এবং মন্দ সাইট থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আবার ভাল-র

৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৬।

মধ্যেও কিছু সাইট আছে, যেখানে শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত দাওয়াত দেওয়া হয়। সেগুলো থেকেও বেঁচে থাকা যরূরী।

২. ইউটিউব : বর্তমান ইন্টারনেট জগতের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ভিডিও শেয়ারিং সাইট হচ্ছে ইউটিউব। ২০০৫ সালে ইউটিউবের যাত্রা শুরু হয়। ইউটিউবের রয়েছে নানাবিধ সুবিধা। এর মাধ্যমে একটি একাউন্ট খুলে যে কোন ভিডিও আপলোড করা যায়। ভিডিও এডিট করার সুবিধাও রয়েছে ইউটিউবে। কত মানুষ ভিডিওটি দেখছে তার হিসাবও ইউটিউব করে দেয়। ফলে সহজেই জানা যায় আপলোডকৃত ভিডিউটির জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে। সেই সাথে দর্শক-শ্রোতারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন ভিডিউটির বা বক্তব্যটির ভাল-মন্দ দিক, দিতে পারেন পরামর্শও। পরবর্তী ভিডিও তৈরীর ক্ষেত্রে যা গাইড হিসাবে কাজ করে। তবে এ ক্ষেত্রে মন্দ দিক হচ্ছে ভিন্ন মতের কারো ভাল কথা, নছীহত বা উপদেশকেও নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা ও বাজে মন্তব্য করা। যা মোটেই সমীচীন নয়।

জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে ইউটিউব টেলিভিশনকেও ছাড়িয়ে গেছে। বলা চলে এখন টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে ইউটিউব চ্যানেল। কেননা ইউটিউব সহজলভ্য একটি ইন্টারনেট সাইট। টেলিভিশনের চেয়ে বহুগুণ বেশী সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এখানে। ইচ্ছা করলে যখন তখন ঢুকে কাঙ্ক্ষিত ভিডিও দেখা যায়, পসন্দের আলোচকের আলোচনা শ্রবণ করা যায়। তাছাড়া ইউটিউব চ্যানেল খুব সহজেই খোলা যায়। এখানে সরকারী অনুমতিরও প্রয়োজন হয় না। ধরনা দিতে হয় না মন্ত্রণালয়ের দুয়ারে দুয়ারে। ব্যয় করতে হয় না মোটা অংকের অর্থ।

দাওয়াতের একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে ইউটিউব। ঘরে বসে যে কোন বিষয়ে দ্বীনী নছীহত ভিডিও করে আপলোড করে দিলে অথবা কোন ইসলামী মজলিসের বক্তব্য বা জুম'আর খুৎবা ইউটিউবে প্রচার করলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেটি দেখতে পায়। তাছাড়া লাইভ ভিডিওতে গিয়ে দর্শক-শ্রোতাদের দ্বীন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। এভাবে ইউটিউবের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত অতি সহজেই মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

৩. ফেইসবুক :

দাওয়াতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক মাধ্যম হচ্ছে ফেইসবুক (Facebook)। ফেইসবুক হচ্ছে বিশ্ব সামাজিক আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থার সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি ওয়েবসাইট। বর্তমান শতাব্দীর পূর্বে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। এ রকম আধুনিক সামাজিক যোগাযোগ সাইট তৈরী হবে মানুষ হয়ত কল্পনাও করেনি। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে ফেইসবুক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জনৈক আমেরিকান মার্ক জাকারবার্গ হচ্ছেন এর প্রতিষ্ঠাতা।

বর্তমানে সব বয়সের মানুষই এ মাধ্যমটি ব্যবহার করে থাকেন। পৃথিবীর তিনভাগের একভাগ তথা ২৬০ কোটি মানুষ বর্তমানের এ মাধ্যমটির গ্রাহক। এর মাধ্যমে যেকোন রচনা, ছবি, ভিডিও এমনটি লাইভ ভিডিও খুব সহজেই অন্যের সাথে বিনিময় করা যায়। ফলে দাওয়াতের ক্ষেত্রে এটি এখন গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে।

ফেইসবুকে খুব সহজেই নিজস্ব পেজ অথবা গ্রুপ খুলে বা কোন ইসলামী গ্রুপে যুক্ত হয়ে দ্বীনী বিষয়ে বিভিন্ন পোস্ট করা যায়।

৪. এ্যাপস :

'এ্যাপ' হচ্ছে 'অ্যাপ্লিকেশন' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি এক ধরনের সফটওয়্যার, যা পৃথক পৃথক প্লাটফর্মে চলতে পারে। যেমন- মোবাইল এ্যাপ, ডেস্কটপ এ্যাপ ও ওয়েব এ্যাপ। এর মধ্যে মোবাইল এ্যাপ সবচেয়ে জনপ্রিয় ও পরিচালনায় সহজ। কল করা, ছবি তোলা, ভিডিও করা, যোগাযোগ করা, হিসাব করা, গেমস খেলা ইত্যাদি বহু কাজে ব্যবহৃত হয় এ্যাপ।

অনুরূপভাবে দাওয়াতী কাজেও এ্যাপের ব্যবহার কম নয়। ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ের রয়েছে এ্যাপ। যেমন কুরআন এ্যাপ, হাদীছ এ্যাপ, অডিও-ভিডিও-র এ্যাপ, বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ও সংস্থা বা ইসলামিক পত্রিকার এ্যাপ, ফৎওয়া এ্যাপ ইত্যাদি।

৫. মেসেঞ্জার, হোয়াটসএ্যাপ, টেলিগ্রাম প্রভৃতি : এগুলো জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত এ্যাপস। দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই এ্যাপসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই এ্যাপসমূহে গ্রুপভিত্তিক দাওয়াতী কাজ করা যায়। অডিও-ভিডিও আপলোড করা, টেক্সট মেসেজ বা ভয়েস মেসেজের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া যায়।

৬. ভিডিও কনফারেন্স : ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শ্রোতাকে সংযুক্ত করে সরাসরি দাওয়াত দেওয়া যায়। এর মাধ্যমে শ্রোতারা যেমন বক্তাকে দেখতে পান, তেমনি বক্তাও শ্রোতাদের দেখতে পান। এতে শ্রোতারা সরাসরি প্রশ্নও করতে পারেন।

অনলাইনে দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে সতর্কতা :

অনলাইনে দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। যেমন-

(১) কোন বিষয় উপস্থাপনের পূর্বে তা বিশুদ্ধ আক্বীদা ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক কি-না তা যাচাই করতে হবে। কারণ এই পোস্টের ফলে একজন মানুষও যদি শরী'আত বিরোধী কোন আক্বীদা বা আমলে অভ্যস্ত হয়, তবুও সে পাপের বোঝা পোস্টদাতার আমলনামায় যুক্ত হবে।[৭]

(২) কারু মিথ্যাচার, প্রোপাগাণ্ডা বা কটূ কথার জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বদা মধ্যমপন্থা বজায় রাখবে, ইসলামী আদব রক্ষা করবে। কখনোই মন্দের প্রতিবাদ মন্দ দিয়ে করা

৭. *মুসলিম হা/২৬৭৪।*

যাবে না। এতে আল্লাহ্র রহমত হবে ও দাওয়াতের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

(৩) ফেইসবুক, ইউটিউবসহ অনলাইন দাওয়াতের মাধ্যমগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন, ছবি ও ভিডিও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। সেকারণ এসব থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা রাখতে হবে। যেমন ব্রাউজার-এ এ্যাড ব্লক সফটওয়্যার ব্যবহার, ইউটিউবের জন্য restricted mode অপশন চালু রাখা ইত্যাদি।

দাওয়াতের প্রচার-প্রসারে সহযোগিতা করা :

অনেক ভাই আছেন, বিশুদ্ধ দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে যাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। সেক্ষেত্রে তারা অন্য কারো দাওয়াতকে সমাজের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে একই নেকী লাভ করতে পারেন। যেমন-

বিশুদ্ধ আক্বীদা-আমল সমৃদ্ধ বক্তব্য সংগ্রহ করে বা এরূপ বই-পত্র স্ক্যান করে অনলাইনে বা মেমোরী কার্ডের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া।

অনেকের অধ্যয়নের অভ্যাস বা সক্ষমতা না থাকায় তারা অডিও-ভিডিওর উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল থাকে। তাদের জন্য ইসলামী বই সমূহের অডিও বুক তৈরী করে প্রচার করা।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী বিদ্বানদের বই-পত্র ও বক্তব্যসমূহ অনুবাদ বা ডাবিং করার মাধ্যমে নিজ ভাষাভাষী মানুষের মাঝে তা ছড়িয়ে দেয়া।

উপসংহার : পৃথিবীতে আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য দাওয়াতের কোন বিকল্প নেই। আর এজন্য কুরআন ও হাদীছে বার বার দাওয়াতের প্রতি তাকীদ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, একটি আয়াত হ'লেও পৌঁছে দিতে। আলোচ্য নিবন্ধে দাওয়াতের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র এবং দাওয়াতী কাজে ব্যবহৃত আধুনিক কিছু মাধ্যম তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি উক্ত আলোচনা থেকে পাঠকহৃদয়ে নতুন করে দাওয়াতের প্রতি দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত হবে এবং স্ব স্ব অবস্থান থেকে সকলে সাধ্যমত দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের জন্য খালেছভাবে কাজ করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

'খোলা'-র মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হবার সুযোগ পেল। যে বৃদ্ধ পিতা-মাতা এতদিন পরিবারের বোঝা ছিল, তাদের পায়ের তলে সন্তানের জান্নাত বলে ঘোষণা করা হ'ল। যে কন্যা সন্তানকে মা নিজ হাতে প্রসবের পরেই খুঁড়ে রাখা গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করত। সেই অবহেলিত কন্যা সন্তান প্রতিপালন করাকেই জাহান্নাম থেকে বাঁচার পর্দা হিসাবে সর্বোচ্চ সম্মান ঘোষণা করা হ'ল *(বুখারী হা/১৪১৮)*। ফলে সারা আরবে এক সামাজিক কম্পন শুরু হয়ে গেল। মানবতার এই মুক্তির আওয়ায পৌঁছে গেল বিশ্বের সর্বত্র। ইসলাম কবুল করল সুদূর পারস্য থেকে আগত সালমান ফারেসী, হাবশার বেলাল, রোমের ছোহায়েব। অথচ ব্যর্থ হ'ল আবু জাহল, আবু লাহাব প্রমুখ কুরায়েশ নেতারা। বর্তমান বিশ্বের শ্বেতাঙ্গ নেতারা একইভাবে ব্যর্থ হয়েছেন সুপথ পেতে। কে না জানে যে, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ সৃষ্টিতে মানুষের কোন হাত নেই। সবকিছুই আল্লাহ করেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে দাম্ভিক মানুষ তা বুঝতে চায় না।

১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে উপস্থিত লক্ষাধিক জনতার সম্মুখে প্রদত্ত ভাষণে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'হে জনগণ! নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও মাত্র একজন। মনে রেখ! আরবের জন্য অনারবের উপর, অনারবের জন্য আরবের উপর, লালের জন্য কালোর উপর এবং কালোর জন্য লালের উপর কোনরূপ প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত'। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিলাম? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, অতএব উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দেয়'। ইতিপূর্বে ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'হে জনগণ! আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের অংশ ও পূর্ব পুরুষের অহংকার দূরীভূত করে দিয়েছেন। মানুষ দু'প্রকারের : মুমিন আল্লাহভীরু অথবা পাপাচারী হতভাগা। তোমরা আদম সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী' (অতএব মাটির কোন অহংকার নেই)। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন, 'হে মানবজাতি! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ'তে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যিনি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং তিনি সবকিছুর খবর রাখেন' *(হুজুরাত ৪৯/১৩; ছহীহাহ হা/২৭০০; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭২৩, ৫৩৮ পৃ.)*।

অতএব এ যুগে যদি কোন সমাজ দরদী বর্ণবাদ দূর করতে চান, তবে তাকে ফিরে আসতে হবে ইসলামের কাছে। আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই, আমেরিকা সহ সারা বিশ্বের মুক্তির পথ- ইসলাম। অন্য কোন তন্ত্র-মন্ত্র কখনোই নয়। এজন্য পরিবর্তন পিয়াসী ও সংস্কারবাদী একদল মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার পরিবর্তনের চাইতে সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে আল্লাহ্র নামে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! *(স.স.)*।

ওযূর আদব সমূহ

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ওযূ হচ্ছে পবিত্র পানি দ্বারা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। যার মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গের পাপ সমূহ মুছে যায়। ছালাত আদায়ের জন্য ওযূ হচ্ছে শর্ত। ওযূ ব্যতীত ছালাত কবুল হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، 'পবিত্রতা (ওযূ) ব্যতীত ছালাত কবুল হয় না'।[১] এজন্য ছালাত আদায়ের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা ওযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হবে, তখন (ওযূ করার জন্য) তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই সমেত ধৌত কর এবং মাথা মাসাহ কর ও পদযুগল টাখনু সমেত ধৌত কর' *(মায়েদাহ ৫/৬)*। আলোচ্য নিবন্ধে ওযূর গুরুত্বসহ ওযূর আদব সমূহ তুলে ধরা হ'ল।-

ওযূর গুরুত্ব :

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র জনৈক বান্দাকে কবরে একশত কশাঘাতের আদেশ দেওয়া হ'ল। তখন সে তা কমানোর জন্য বার বার আবেদন-নিবেদন করতে থাকল। শেষ পর্যন্ত একটি কশাঘাত অবশিষ্ট থাকল। তাকে একটি মাত্র কশাঘাতই করা হ'ল। তাতেই তার কবর আগুনে ভরে গেল। তারপর যখন আঘাতের প্রভাব দূর হ'ল এবং সে হুঁশ ফিরে পেল তখন বলল, তোমরা আমাকে কেন কশাঘাত করলে? তারা বলল, তুমি এক ওয়াক্ত ছালাত বিনা ওযূতে আদায় করেছিলে আর এক মযলূম বান্দার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলে। কিন্তু তাকে তুমি সাহায্য করনি'।[২]

জনৈক বিদ্বান বলেন, জেনে রাখ যে, যখন তুমি ওযূ করছ, তখন তুমি শীঘ্রই তোমার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে। সুতরাং তোমার উপরে আবশ্যক হ'ল যে, তুমি তওবা করে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। কেননা আল্লাহ পানি দ্বারা ধৌত করাকে গোনাহ থেকে ধুয়ে-মুছে পবিত্র হওয়ার জন্য সূচনা স্বরূপ করেছেন। অতএব যখন তুমি কুলি করবে তখন তোমার জিহ্বাকে মিথ্যা কথা, গীবত-তোহমত, চোগলখুরী ইত্যাদি থেকে পবিত্র কর। কারণ তোমার জিহ্বাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আল্লাহ্র যিকর, কুরআন তেলাওয়াত, সৃষ্টিকে সঠিক পথ প্রদর্শন এবং নিজের দুনিয়াবী ও দ্বীনী প্রয়োজন প্রকাশ করার জন্য। আর যখন তুমি একে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পরিপন্থী কাজে ব্যবহার করলে তখন তুমি নে'মতকে অস্বীকার করলে। কেননা তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নে'মত। আর আল্লাহ্র নে'মতকে তাঁর অবাধ্যতায় ব্যবহার চূড়ান্ত কুফরী।

যখন তুমি নাকে পানি দিবে তখন হারাম ঘ্রাণ শোকা থেকে তুমি তোমার নাককে পবিত্র রাখবে। যখন তুমি মুখমণ্ডল ধৌত করবে তখন তুমি তোমার দৃষ্টিকে তিনটি বিষয় থেকে পবিত্র করবে। নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি তাকাবে না, ঘৃণা বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে কোন মুসলমানের প্রতি তাকাবে না এবং কারো দোষ-ত্রুটির দিকে তাকাবে না। কেননা চক্ষুদ্বয়কে সৃষ্টি করা হয়েছে অন্ধকারে তোমার পথ দেখার জন্য, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তার দ্বারা সাহায্য নেওয়ার জন্য এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিসমূহ দেখে তা থেকে শিক্ষা লাভের জন্য। আর যখন তুমি তোমার দু'টি হাত পানি দ্বারা পবিত্র করবে তখন তুমি সেই দু'টিকে পবিত্র করবে মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া থেকে, হারাম সম্পদ গ্রহণ করা থেকে অথবা এমন বিষয় লেখা থেকে, যা বৈধ নয়। কেননা কলম ভাব ও ভাষা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। সুতরাং যেসব জিনিস থেকে জিহ্বাকে হেফাযত করতে হয়, কলমকেও সেসব বিষয় থেকে হেফাযত করা যরূরী। যখন তুমি তোমার মাথা মাসাহ করবে, তখন জানবে যে, এই মাসাহ করা আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতিপালন এবং তাঁর বড়ত্বের প্রতি বিনয় প্রকাশ, তাঁর সামনে নম্রতা প্রকাশ এবং তাঁর সম্মানের প্রকাশ। আর যখন তুমি তোমার পদদ্বয়কে ধৌত করবে, তখন তুমি হারামের দিকে পদচারণা থেকে তোমার পা কে পবিত্র করবে। এটাই হবে উত্তম ওযূ। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ، 'যে ব্যক্তি ওযূ করে এবং উত্তমভাবে ওযূ করে, তার শরীর হ'তে তার সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নীচ হ'তেও তা বের হয়ে যায়'।[৩]

গুরুত্বপূর্ণ এই আমলটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য কিছু আদব রয়েছে, সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. বিসমিল্লাহ বলে ওযূ শুরু করা :

ওযূর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ. 'ঐ ব্যক্তির ওযূ হয় না যে তাতে আল্লাহ্র নাম নেয় না'।[৪] অর্থাৎ ওযূর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে।

২. মিসওয়াক করা :

ওযূ করার পূর্বে মিসওয়াক করা মুস্তাহাব। কেননা এটা মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। রাসূল

১. *মুসলিম হা/২২৪; মিশকাত হা/৩০১।*
২. *শারহু মুশকিলিল আছার হা/৩১৮৫,২৬৯০; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২২৩৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৭৪।*
৩. *মুসলিম হা/২৪৫; মিশকাত হা/২৮৪।*
৪. *আবূদাঊদ হা/১০১; তিরমিযী হা/২৫; মিশকাত হা/৪০২; ছহীহুল জামে' হা/৭৫১৪।*

(ছাঃ) বলেন, السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ 'মেসওয়াক মুখের পবিত্রতা অর্জনের উপায় ও আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের মাধ্যম'।[৫] তিনি আরো বলেছেন, لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ 'আমার উম্মাতের উপর কষ্টকর না হ'লে অবশ্যই আমি তাদেরকে প্রত্যেক ছালাতের পূর্বে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'।[৬]

৩. পূর্ণরূপে ওযূ করা :

সঠিকভাবে ও পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ করা যরূরী। কেননা ওযূর উপরেই ছালাত নির্ভর করে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِى الْعَضُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِى الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِى السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِى السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ. وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ.

নু'আয়ম ইবনু আব্দুল্লাহ আল-মুজমির (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-কে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এবং উত্তমরূপে ওযূ করলেন। এরপর তিনি ডান হাত বাহুর কিছু অংশ সহ ধৌত করলেন। পরে বাম হাত ও বাহুর কিছু অংশসহ ধৌত করলেন। এরপর মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর ডান পায়ের নলার কিছু অংশসহ ধৌত করলেন, এরপর বাম পায়ের নলার কিছু অংশসহ ধৌত করলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এভাবে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ করার কারণে ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের মুখমণ্ডল, হাত ও পায়ের ওযূর স্থান সমূহ উজ্জ্বল হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা সক্ষম তারা যেন নিজ নিজ মুখমণ্ডল, হাত ও পায়ের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে নেয়'।[৭]

তিনি আরো বলেন, أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ– 'আমি কি তোমাদেরকে বলব না, আল্লাহ তা'আলা কি দিয়ে গুনাহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দেন? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! হ্যাঁ (বলে দিন)। তিনি বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও ভালভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী যাতায়াত করা এবং এক ছালাত শেষ করে পরবর্তী ছালাতের জন্য অপেক্ষায় থাকা। আর এটাই হ'ল 'রিবাত (প্রস্তুতি)'।[৮]

৪. পানি অপচয় না করা :

ওযূ করার জন্য প্রয়োজনীয় পানি ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি তাঁর পুত্রকে দো'আ করতে শুনলেন,

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا. فَقَالَ أَىْ بُنَىَّ سَلِ اللهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ به مِنَ النَّارِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِى هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِى الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ،

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জান্নাতের ডান দিকের সাদা অট্টালিকা প্রার্থনা করি, যখন আমি তাতে প্রবেশ করব। (একথা শুনে) আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হে বৎস! আল্লাহ্র নিকট জান্নাত প্রার্থনা কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাও। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, শিঘ্রই এই উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা পবিত্রতা অর্জন (ওযূ) ও দো'আর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে'।[৯]

আনাস (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، 'নবী করীম (ছাঃ) সাধারণতঃ এক 'মুদ্দ' বা ৬২৫ গ্রাম পানি দিয়ে ওযূ করতেন'।[১০] অন্য হাদীছে পানি অপচয় করতে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ. فَقَالَ أَفِى الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ،

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সা'দ (রাঃ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ওযূ করছিলেন। তিনি বলেন, এই অপচয় কেন? সা'দ (রাঃ)

৫. *নাসাঈ হা/৫; মিশকাত হা/৩৮১; ছহীহুল জামে' হা/৩৬৯৫।*
৬. *আবূদাঊদ হা/৪৭; তিরমিযী হা/২২; ইবনে মাজাহ হা/২৮৭; মিশকাত হা/৩৯০; ছহীহুল জামে' হা/৫৩১৫।*
৭. *মুসলিম হা/২৪৬।*
৮. *মুসলিম হা/২৫১; ইবনু মাজাহ হা/৪২৮।*
৯. *আবূদাঊদ হা/৯৬; মিশকাত হা/৪১৮।*
১০. *মুসলিম হা/৩২৫; ইবনু মাজাহ হা/২৬৭; মিশকাত হা/৪৩৯ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'গোসল' অনুচ্ছেদ।*

বলেন, ওযূতেও কি অপচয় আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ যদিও তুমি প্রবহমান নদীতে থাক'।[১১]

৫. কব্জিসহ দু'হাত ধৌত করা :

ওযূর পূর্বে দু'হাত কব্জিসহ ধৌত করা সুন্নাত। আমর ইবনু আবূ হাসান (রহঃ) হ'তে বর্ণিত,

سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوْءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوْءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا،

'তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ (রাঃ)-কে নবী করীম (ছাঃ)-এর ওযূ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি এক পাত্র পানি আনলেন এবং তাঁদের (দেখাবার) জন্য নবী করীম (ছাঃ)-এর মত ওযূ করলেন। তিনি পাত্র থেকে দু'হাতে পানি ঢাললেন। তা দিয়ে হাত দু'টি তিনবার ধৌত করলেন'।[১২]

৬. এক হাতে পানি নিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া :

এক কোষ পানি নিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর ওযূ সম্পর্কে বলেন, ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ، 'অতঃপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তিন কোষ পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন'।[১৩] তবে প্রয়োজনে নতুন পানি নিয়ে নাকে দিয়ে বাম হাতে ভালভাবে নাক ঝাড়া যাবে।[১৪]

৭. হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলি খিলাল করা :

হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলি খিলাল করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الأَصَابِعَ 'যখন তুমি ওযূ করবে তখন আঙ্গুলগুলো খিলাল করবে'।[১৫] অন্যত্র তিনি বলেন, إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ، 'যখন তুমি ওযূ করবে, তখন তোমার হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করবে'।[১৬]

৮. নাকে পূর্ণরূপে পানি পৌঁছানো :

ওযূ করার সময় নাকে পূর্ণরূপে পানি প্রবেশ করানো সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا، 'ভালোভাবে ওযূ কর, আঙ্গুলগুলোর মাঝে খিলাল কর এবং ছিয়ামপালনকারী না হ'লে নাকের গভীরে পানি পৌঁছাও'।[১৭]

৯. ঘন দাড়ি খিলাল করা :

কারো দাড়ি ঘন থাকলে খিলাল করে সেখানে পানি প্রবেশ করানো যরূরী। আনাস (রাঃ) বলেন, كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওযূ করার সময় হাতে এক কোষ পানি নিতেন। তারপর ঐ পানি চোয়ালের নিম্নদেশে (থুতনির নীচে) লাগিয়ে দাড়ি খিলাল করতেন এবং বলতেন, আমার মহান প্রতিপালক আমাকে এরূপ করারই নির্দেশ দিয়েছেন'।[১৮] ওছমান (রাঃ) বলেন, كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ 'নবী করীম (ছাঃ) দাড়ি খিলাল করতেন'।[১৯]

১০. ওযূ শেষে লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটানো :

ওযূ করার পরে লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব। হাকাম অথবা ইবনু হাকাম হ'তে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ. 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেশাব করলেন। অতঃপর ওযূ করে স্বীয় লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দিলেন'।[২০]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَاهُ فِى أَوَّلِ مَا أُوحِىَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ. 'অহী নাযিলের প্রাথমিক পর্যায়ে জিবরীল (আঃ) আসলেন। তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে ওযূ ও ছালাত শিক্ষা দিলেন। আর তিনি ওযূ শেষ করে এককোষ পানি (হাতে উঠিয়ে) নিলেন এবং স্বীয় লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দিলেন।[২১]

১১. ওযূর হেফাযত করা :

পরিপূর্ণরূপে ওযূ করার মাধ্যমে ওযূর হেফাযত করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اسْتَقِيمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ. 'তোমরা (দ্বীনের উপর) অবিচল থাকো, যদিও তোমরা আয়ত্তে রাখতে পারবে না। জেনে রাখো, তোমাদের আমল সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল ছালাত। কেবল মুমিন ব্যক্তিই যত্ন সহকারে ওযূ করে'।[২২]

---

১১. *আহমাদ হা/৭০৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫; ছহীহাহ হা/৩২৯২; মিশকাত হা/৪২৭।*
১২. *বুখারী হা/১৮৬।*
১৩. *বুখারী হা/১৮৬।*
১৪. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪, ৪১১; মিরক্বাত ২/১৪ পৃঃ; মাজমূ' ফাতাওয়া উছায়মীন ১২/২৫৭ পৃঃ।*
১৫. *তিরমিযী হা/৩৮; ইবনু মাজাহ হা/৪৪৮; ছহীহুল জামে' হা/৪৫৩।*
১৬. *তিরমিযী হা/৩৯; মিশকাত হা/৪০৬; ছহীহাহ হা/১৩০৬।*
১৭. *তিরমিযী হা/৭৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০৭; মিশকাত হা/৪০৫।*
১৮. *আবূদাঊদ হা/১৪৫; মিশকাত হা/৪০৮; ছহীহুল জামে' হা/৪৬৯৬।*
১৯. *তিরমিযী হা/৩১; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০; মিশকাত হা/৪০৯।*
২০. *আবূদাঊদ হা/১৬৮; নাসাঈ হা/১৩৫; মিশকাত হা/৩৬১।*
২১. *আহমাদ হা/২১৮১৯; মিশকাত হা/৩৬৬; ছহীহাহ হা/৮৪১।*
২২. *ইবনু মাজাহ হা/২৭৭; মিশকাত হা/২৯২।*

১২. ওযূর পরে দো'আ করা :

ওযূ করার পরে দো'আ করা সুন্নাত। ওযূর পরে দো'আ করলে জান্নাতের আটটি দরজার যে কোনটি দিয়ে প্রবেশ করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. 'পরিপূর্ণরূপে ওযূ করে যে ব্যক্তি এই দো'আ পাঠ করবে, 'আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'। অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে'।[২৩] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. 'যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযূ করার পর বলে, *'আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকা লাহূ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহু। আল্লা-হুম্মাজ'আল্নী মিনাত্ তাউয়াবীনা ওয়াজ'আল্নী মিনাল মুতাত্বাহ্হিরীন'*। অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই; আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে'।[২৪]

১৩. ওযূর পরে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা :

ওযূ করার পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব।[২৫] রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ– 'যে কোন মুসলিম যখনই সুন্দরভাবে ওযূ করে দাঁড়িয়ে একাগ্রতার সাথে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়'।[২৬]

২৩. *মুসলিম হা/২৩৪; ইবনু মাজাহ হা/৪৭০; ইরওয়া হা/৯৬; মিশকাত হা/২৮৯।*
২৪. *তিরমিযী হা/৫৫; ইবনু মাজাহ হা/৪৭০; ছহীহুল জামে' হা/৬১৬৭।*
২৫. *নববী, আল-মাজমূ' ৩/৫৪৫; ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩৪৫।*
২৬. *মুসলিম হা/২৩৪; আবু দাঊদ হা/৯০৬; তিরমিযী হা/১০৫৯।*

এ ছালাতের ফযীলত সম্পর্কে আরো এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) একদা ফজর ছালাতের পর বেলাল (রাঃ)-কে বললেন,

يَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِيْ الإِسْلاَمِ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ أَنِّيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ–

'হে বেলাল! বল দেখি তুমি মুসলমান হওয়ার পর এমন কি আমল কর, যার নেকীর আশা তুমি অধিক পরিমাণে কর? কেননা আমি জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ আমার সম্মুখে শুনতে পেয়েছি। তখন বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি এছাড়া কোন আমল করি না যা আমার নিকট অধিক নেকীর কারণ হ'তে পারে। আমি রাতে বা দিনে যখনই ওযূ করি তখনই সে ওযূ দ্বারা (দু'রাক'আত) ছালাত আদায় করি, যা আদায় করার তাওফীক আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন'।[২৭]

পরিশেষে বলব, উত্তমরূপে ওযূ করে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সবাইকে পাপমুক্ত হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

২৭. *বুখারী হা/১১৪৯; মুসলিম হা/২৪৫৮; মিশকাত হা/১৩২২।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং আত-তাহরীক টিভির বক্তব্যসমূহের অডিও-ভিডিও সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রমের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
অফিসিয়াল Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
At-tahreekTV চ্যানেল
www.youtube.com/channel/UCc6cxJCSSaLxd4JE_GHxsEA
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek
HFB bangla Islamic lectures (Mobile app)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hfb.audio&hl=en

সার্বিক যোগাযোগ
আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২০০৫৯৪৪২।

শিক্ষকের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিশুর পাঠদান পদ্ধতি ও শিখনফল নির্ণয়

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

সূচনা : করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। প্রশংসার মালিক কেবলই তিনি। অনুকম্পা ও শান্তি বর্ষিত হোক তার রাসূল, মানবজাতির মহান শিক্ষক মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং তাঁর পরিবার ও ছাহাবীদের উপর। শিক্ষকতাকে একটি মহৎ ও মানবিক পেশা হিসাবে গণ্য করা হ'লেও শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া অনেক জটিল কাজ। শিক্ষকের অর্জিত বিদ্যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাঙ্খিত মান অনুযায়ী সঞ্চারিত করা খুব সহজ কথা নয়। এজন্য শিক্ষককে যেমন দায়িত্ব সচেতন হ'তে হবে তেমনি শিক্ষার্থীদেরও শিক্ষাগ্রহণে যথাসম্ভব আগ্রহী করে তুলতে হবে। যেসব শিক্ষার্থী নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটাতে আপনা থেকেই প্রয়াসী তাদের মেধা দ্রুতই বিকশিত হয়। কিন্তু যাদের মাঝে শিক্ষাগ্রহণে অনাগ্রহ পরিলক্ষিত হয় তাদের মাঝে প্রেষণা সৃষ্টিতে শিক্ষকের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাই শিক্ষককে তার নিজের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন জানা দরকার, তেমনি শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠদানের ফলপ্রসূ পদ্ধতিও জানা দরকার।

শিক্ষণ-শিখনকে অধিকতর ফলপ্রসূ করতে পাঠের আচরণিক উদ্দেশ্য ও শিখনফল সামনে রেখে পাঠদান করা কর্তব্য বলে বর্তমান শিক্ষাবিদরা মনে করেন। ঈপ্সিত শিখনফল শিক্ষার্থীদের মাঝে ফুটিয়ে তুলতে পারলে শিক্ষকের পাঠদান আশানুরূপ হচ্ছে বলে আশা করা যায়। প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চায় মানসম্মত পাঠদানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষার্থীদের সার্বিক মানের অগ্রগতি। তারা যাতে দ্বীনদার ও চরিত্রবান হয়ে গড়ে ওঠে এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে দক্ষতার সাথে নিজেদের অভিযোজিত করতে পারে এবং কর্মক্ষেত্রে নিজেদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী মেধার স্বাক্ষর রাখতে পারে সেটাই থাকে একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠান স্বভাবতই শিক্ষককদের উপর বেশী নির্ভর করে। তাই শিক্ষায় নিজের ও শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নে শিক্ষককে প্রশিক্ষণসহ শিক্ষার নানাদিক আয়ত্ব করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হয়। এ লক্ষ্যে আলোচ্য নিবন্ধে শিক্ষকের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিশুর পাঠদান পদ্ধতি ও শিখনফল নির্ণয়ের কিছু দিক তুলে ধরা হ'ল।

শিক্ষকের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য : শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের প্রাণ। তাকে ঘিরেই পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া আবর্তিত হয়। তাই তার দায়িত্ব-কর্তব্যও অনেক। এসব দায়িত্বের কিছু ব্যক্তিগত, কিছু প্রতিষ্ঠান-প্রশাসন কেন্দ্রিক, কিছু শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক এবং কিছু সহকর্মী কেন্দ্রিক। শিক্ষকের মৌলিক কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য এখানে তুলে ধরা হ'ল-

* ঝিনাইদহ।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব-কর্তব্য :

১. শিক্ষক সময়নিষ্ঠ হবেন। সময় মত প্রতিষ্ঠানে হাযির হবেন এবং ছুটির পর প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করবেন।
২. পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ নিবেন এবং গৃহীত প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে পাঠদান করবেন।
৩. শিক্ষা সংক্রান্ত আধুনিক কলাকৌশল যেমন আই.সি.টি. ইত্যাদিতে পারদর্শিতা অর্জন করবেন।
৪. মাল্টিমিডিয়া ক্লাস গ্রহণে দক্ষতা অর্জন করবেন।
৫. পাঠটিকা প্রণয়ন করবেন এবং তদনুসারে ক্লাস নিবেন।
৬. সকল শিক্ষাগত ও অভিজ্ঞতার সনদপত্র যত্ন সহকারে ফাইলে সংরক্ষণ করবেন।
৭. নিজের চাকুরির নিয়োগপত্র, যোগদানপত্র, চাকুরিবহি, বদলি অর্ডারপত্র, অব্যাহতিপত্র, বদলিকৃত প্রতিষ্ঠানের যোগদানপত্র, প্রশিক্ষণ সনদ, স্কেল পরিবর্তনের কাগজ, এককথায় চাকুরির ধারাবাহিক সকল রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করবেন।
৮. তিনি হবেন একজন পড়ুয়া। সব রকম জ্ঞান অর্জনে তিনি সদা সচেষ্ট থাকবেন।
৯. পারিবারিক, সামাজিক ও দ্বীনী ক্ষেত্রে সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করবেন।
১০. মানুষ ও অন্যান্য জীবের অধিকার ক্ষুণ্ণ করবেন না।
১১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য হবে তার জীবনের ব্রত।

প্রতিষ্ঠান-প্রশাসন কেন্দ্রিক দায়িত্ব-কর্তব্য :

১. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করবেন।
২. কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থল ত্যাগ করবেন না এবং কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকবেন না।
৩. নৈমিত্তিক ছুটিসহ যে কোন ছুটির জন্য কর্তৃপক্ষকে আগেভাগে জানাবেন এবং ছুটি মঞ্জুর করে নিবেন।
৪. চাকুরি সংক্রান্ত নিজের প্রয়োজন ও সুবিধা-অসুবিধার কথা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে জানাবেন।
৫. প্রতিষ্ঠান প্রধান, ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন। কোন কারণে মনোমালিন্য হ'লে তা মিটিয়ে ফেলতে চেষ্টা করবেন।
৬. বেতন বিল সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করবেন এবং সময় মত তা গ্রহণ করবেন।
৭. হাযিরা বহি থাকলে তাতে যথাসময়ে স্বাক্ষর করবেন এবং ডিজিটাল হাযিরা থাকলে তাতে টিপ দিবেন।
৮. প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যখন যে নির্দেশ দিবেন তখন সেই নির্দেশ পালন করবেন।
৯. মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষাবোর্ডের নির্দেশনা মেনে চলবেন।
১০. অফিস থেকে তার কাছে কোন কাগজপত্র পূরণ করে দিতে বললে তা যথারীতি পূরণ করে দিবেন।

১১. প্রতিষ্ঠানের অফিসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন এবং প্রতিষ্ঠানে এসে প্রধানের সঙ্গে দেখা করবেন; যাওয়ার সময় বলে যাবেন।

১২. সময় মত এ.সি.আর. পূরণ করে অফিসে জমা দিবেন। (সরকারী চাকুরীজীবিদের ক্ষেত্রে)

শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক দায়িত্ব-কর্তব্য :

১. ক্লাস রুটিন অনুযায়ী সময় মত শ্রেণীকক্ষে হাযির হবেন এবং নির্ধারিত সময়ে শ্রেণীর কার্যক্রম শেষ করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের নাম হাযিরা করবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর ডায়েরিতে লিখে নিবেন।

৪. পাঠ দানের বিষয় নিজ ডায়রীতে লিখে রাখবেন। যেন পাঠদান করতে গিয়ে কোথায় পড়া তা শিক্ষার্থীদের কাছে জিজ্ঞেস করতে না হয় এবং পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই পাঠদান করা না হয়।

৫. বিএড/এমএড প্রশিক্ষণ থেকে লব্ধ জ্ঞান অনুযায়ী শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পাঠদান করবেন। যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ গ্রহণে সবসময় সক্রিয় থাকে।

৬. শিখনফল অর্জিত হচ্ছে কি-না তা মূল্যায়ন করবেন।

৭. তার ক্লাসগ্রহণ যেন আনন্দঘন হয়,যান্ত্রিক না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

৮. পাঠ আয়ত্ব করার কৌশল শিখাবেন।

৯. শিক্ষার্থীদের কারও প্রতি বিদ্বেষ এবং কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবেন না।

১০. পরীক্ষার উত্তরপত্র যথাসময়ে মূল্যায়ন করে পরীক্ষার ফলাফল তৈরি করবেন।

১১. মূল্যায়নকালে তিনি নৈর্ব্যক্তিক থাকবেন। কাউকে কম এবং কাউকে বেশী নম্বর দিবেন না।

১২. পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার কৌশল শিখাবেন।

১৩. শিক্ষার্থীদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবেন, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবেন না।

১৪. শিক্ষার্থীর অসদাচরণ কিংবা পড়া না পারার জন্য দৈহিক ও মানসিক শাস্তি দিবেন না। ভালোবেসে সংশোধনের চেষ্টা করবেন।

১৫. শিক্ষার্থীদের জ্ঞানস্পৃহা বাড়াতে তাকে প্রশ্ন করতে দিবেন এবং তিনি উত্তর দিতে চেষ্টা করবেন।

১৬. তাদের বিভিন্ন ভাষা শিখতে অভিধান ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করবেন।

১৭. শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবেন।

১৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করবেন।

১৯. পঠন-পাঠনে তাদের যথাযথ পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করবেন।

২০. তাদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবেন।

২১. শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আত্মিক বিকাশে কাজ করবেন।

২২. তাদের দ্বীন-ধর্ম পালন ও চরিত্র গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন।

২৩. তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবেন।

২৪. তাদের সুখ-দুঃখ, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাদি জানা ও সমাধানের চেষ্টা করবেন।

২৫. ছোটদের স্নেহ, বড়দের সম্মান ও সমবয়সীদের সঙ্গে করণীয় আচরণ শিখাবেন।

২৬. শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, দ্বীনী ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে সচেতন করবেন।

২৭. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য একজন অনুকরণীয় আদর্শ মানুষ হবেন।

সহকর্মী কেন্দ্রিক দায়িত্ব-কর্তব্য :

১. সিনিয়রদের সম্মান, জুনিয়রদের স্নেহ এবং সমবয়সীদের ভালোবাসা জানাবেন।

২. তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করবেন।

৩. শিক্ষণ-শিখন বিষয়ে পারদর্শিতা ও দক্ষতা অর্জনে তাদের পরামর্শ নিবেন।

৪. প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখবেন।

৫. সকলের সুখে-দুখে সহমর্মিতা জানাবেন এবং যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন।

৬. প্রতিষ্ঠানের সকলে মিলে এক পরিবার হয়ে থাকবেন।

শিক্ষক তার এসব দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করলে ইনশাআল্লাহ তিনি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সমাজের মাঝে একজন গ্রহণযোগ্য ও প্রিয়ভাজন মানুষ হিসাবে বরিত হবেন। তার দ্বারা শিক্ষার্থীবৃন্দ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আশানুরূপ উপকৃত হবে।

শিশুর পাঠদান পদ্ধতি : যে কোন শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের সঙ্গে যেমন প্রত্যক্ষভাবে পাঠ্যবিষয়/পাঠ্যবই, শ্রেণীকার্যক্রম, পাঠটীকা যুক্ত তেমনি পরোক্ষভাবে পাঠ্যক্রম ও পাঠপরিকল্পনার প্রয়োজন। শিশুর পাঠদান তথা শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের সঙ্গেও বিষয়গুলো সমানভাবে জড়িত। নিম্নে এসব বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

শিশুর পরিচয় : হাদীছ অনুসারে একজন মানুষ চন্দ্রবর্ষ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত শিশু। তারপর সে প্রাপ্তবয়স্ক। ইবনু ওমর (রাঃ) ১৪ বছর বয়সে অপ্রাপ্ত বয়স্কতার কারণে ওহোদ যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তীতে ১৫ বছর বয়সে তিনি খন্দক যুদ্ধে যোগদান করেন *(ছহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, আহযাব যুদ্ধ আলহাদীছ এপস হা/৪০৯৭)*। সাধারণত এ বয়সে শিশু শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করা যায়। তবে অধিকাংশ দেশে ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত শিশু গণ্য করা হয়। সে হিসাবে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাও শিশু। কাজেই শিশুর পাঠদান পদ্ধতির আওতায় শিশু শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শামিল হ'তে পারে।

শিশুর পাঠদান : শিশুদের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের অপর

নাম শিশুর পাঠদান। শিশুকে কীভাবে পড়ালে পাঠদান ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদরা অনেক গবেষণা করেছেন, করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। এ ক্ষেত্রে রুশো, পেস্তালৎসি, ফ্রয়েবল, হার্বার্ট, মন্তেসরী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এরা সবাই পাশ্চাত্যের মানুষ। আমরা তাদের শিক্ষানীতি ধার করে এনে নিজেদের দেশে চালু করি। অথচ দরকার এই মাটির সন্তানদের দ্বীন, চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির আলোকে এ মাটির সন্তানদের দ্বারা গবেষণা ও উদ্ভাবন। হ্যাঁ, তাদের পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া যাবে। কিন্তু মূল কাজ আমাদের মতো করে আমাদেরই করতে হবে।

যাহোক আমরা যে শিশুদের পড়াই বয়স ও শ্রেণীভেদে তাদের বই সরকারী পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অথবা সংস্থা/ব্যক্তি বিশেষের লেখা। শিক্ষক হিসাবে বই নির্বাচনের দায় হ'তে শিক্ষকগণ এক প্রকার মুক্ত। তবে পাঠদান শ্রেণীশিক্ষককেই করতে হয়। আমরা জানি, পাঠদান ও পাঠগ্রহণ একটি সম্মিলিত কাজ বা টিম ওয়ার্ক। এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং পরোক্ষভাবে আছেন অভিভাবক, সমাজ ও সরকার। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কাছে আমানত। তাদের যোগ্য মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা তাদের দায়িত্ব। মুসলিম হিসাবে প্রত্যেক শিক্ষকের তার শিক্ষার্থীকে আল্লাহ ও তার রাসূলের পথের পথিক করে গড়ে তোলা এই আমানতদারির অংশ। শুধু পড়ানো নয়, বরং তাদের ঈমান-আকীদা ও ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহর আদেশ ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী ছহীহ-শুদ্ধভাবে হচ্ছে কি-না তা শিক্ষকগণ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিবেন। তারা যাতে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে ইসলাম চর্চা করে, ইসলামের দাওয়াত দেয় সেভাবে তাদের গড়ে তুলবেন।

পাঠটীকা প্রণয়ন : শিশুর পাঠদান পদ্ধতির একটা অংশ পাঠটীকা প্রণয়ন। একজন শিক্ষকের প্রতিদিন প্রায় ৫-৬টা ক্লাস থাকে। ক্লাসের বাইরেও তাকে শ্রেণীপরীক্ষা মূল্যায়ন ও বাড়ির কাজ দেখতে হয়। তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক কাজও থাকে। কাজেই তার পক্ষে প্রতিটি বিষয়ের পাঠটীকা করা কষ্টকর। এজন্য তিনি একটা ডায়েরি বা নোটবুক রাখবেন। তাতে প্রয়োজনীয় নোট রাখবেন। তাতে উল্লেখ থাকবে- ১. তারিখ ২. শ্রেণী+বিষয়+প্রদত্ত পাঠ্যাংশ ৩. শিখনফল ৪. উপকরণ ৫. মূল্যায়নের প্রশ্ন ৬. ব্যবহারিক/প্রদর্শন কার্য (যদি থাকে)। পাঠটীকা অনুযায়ী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত কিছু কাজ করতে হয়। যেমন- যে শ্রেণীর ক্লাসই হোক না কেন, শিক্ষক পড়ানোর জন্য পূর্বপ্রস্তুতি নিবেন। শিক্ষার্থীদেরও পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়ার জন্য জোর তাগিদ দিবেন। বিগত পাঠ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ডায়েরিতে লেখা থাকবে। তদনুসারে সামনের পাঠের প্রস্তুতি নিবেন।

শিক্ষার্থীদের বুঝানোর জন্য পাঠদানের পূর্বেই শিক্ষক পাঠ্য অংশ কয়েকবার পড়ে দুর্বোধ্য অংশ ভালোভাবে বুঝবেন। প্রয়োজনীয় শিখনবস্তু, শিখনকার্য ও শিখনফল নির্ণয় করবেন এবং মূল্যায়ন মূলক কিছু প্রশ্ন তৈরি করবেন।

পাঠটীকার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠদান শেষ করা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হবেন। বাড়ির কাজ যেমন হাতের লেখা, রচনা, সৃজনশীল প্রশ্ন ইত্যাদির কোন একটি শিশুদের অবশ্যই দিবেন। এতে শিশুরা লেখা ও গঠনমূলক কাজে অভ্যস্ত হবে। তাদের হাতের লেখা সুন্দর হবে এবং বানান শুদ্ধ হবে। শিক্ষার্থীও আগামী ক্লাসের প্রস্তুতি আগেভাগে নিলে সে নিজ থেকে পাঠ্যাংশের অনেকখানি বুঝতে পারবে। সে নিজ সামর্থের উপর শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে। বাকী যেটুকু বুঝতে পারবে না তা তার হিসাবে থাকবে। শিক্ষকের পাঠদানের সময় সে তার না বুঝা স্থানে শিক্ষক কী বলেন তা বুঝতে চেষ্টা করবে। বুঝতে পারলে আর প্রশ্নের দরকার নেই। নচেৎ প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারবে। এভাবে তার পড়া পূর্ণাঙ্গতা পাবে। শিক্ষক তার প্রস্তুতকৃত পাঠটীকা অনুযায়ী শ্রেণীকার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

শ্রেণী শিখন কার্যক্রম : শ্রেণীশিখন কার্যক্রম শিক্ষকের মূল কাজ। এজন্য শিক্ষক নিম্নোক্ত কাজগুলো করবেন।-

শিক্ষক সালাম দিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করবেন। শিক্ষার্থীরা সালামের জবাব দিবে। সুন্নাহ অনুসারে কম মানুষ বেশী মানুষকে সালাম দিবে। তবে 'ছোটরা বড়দের সালাম দিবে' এ হাদীছ অনুযায়ী ছাত্ররাও সালাম দিতে পারে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ঠিকমত বসার ব্যবস্থা করবেন। মেধাবী, মধ্য মেধাবী ও স্বল্প মেধাবীদের একত্রে এক বেঞ্চে বসাবেন। হাযিরা খাতায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিবেন। ক্লাস ক্যাপটেন আগেই বাড়ির কাজ তুলে রাখবে। তিনি ক্লাসেই অথবা ক্লাসের বাইরে তা দেখবেন। মূল্যায়ন করে নম্বর দিবেন। ভুল থাকলে সংশোধন করবেন। ভুল এড়ানোর কৌশল শিখাবেন।

এরপর শিক্ষক বোর্ডে পাঠশিরোনাম লিখবেন এবং শিখন কাজের সময় বিভাজন করে পাঠটীকা অনুসারে পড়ান শুরু করবেন। ক্ষেত্রমত তিনি উপকরণ ব্যবহার করবেন। ভাষা শিক্ষা ক্লাসে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা যাতে বাড়ে সেভাবে শিক্ষার্থীদের প্রেষণা যোগাবেন। গ্রামার, কাওয়ায়েদ ও ব্যাকরণের ক্ষেত্রে বেশী বেশী উদাহরণ দিবেন। শিক্ষার্থীদের দিয়ে উদাহরণ তৈরি করাবেন। তারা উদাহরণ থেকে যাতে ব্যাকরণের সূত্র বা কায়দা-কানুন ধরতে পারে সে লক্ষ্যে তাদের দিয়ে অনুশীলন করাবেন।

প্রদর্শনযোগ্য বিষয় হ'লে ক্লাসের ভিতরে কিংবা বাইরে তার সঠিক নিয়ম করে দেখাবেন এবং ভুল নিয়ম পরিহার করতে বলবেন। যেমন, ওযু, ছলাত, জানাযা, কবর খনন, কাফন কাটা, বিবাহ পড়ান ইত্যাদি বাস্তবে করে দেখাবেন।

শিক্ষার্থীদের পড়ার ও কাজের সুযোগ দিবেন। ৪/৫ মিনিট তারা নীরবে পড়ে বুঝার চেষ্টা করবে এবং না বুঝলে কিংবা অধিকতর জানার জন্য তাদের প্রশ্ন করার সময় দিবেন। জিজ্ঞাসা বিদ্যার অর্ধেক। সুতরাং শিক্ষার্থীকে এ ক্ষেত্রে

নিরুৎসাহিত না করে বরং আগ্রহী করবেন। গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় অনুশীলনের সাথে ব্যবহারিক ক্লাসও করাবেন। শিখনফল অর্জিত হয়েছে কি-না তা যাচাইয়ের জন্য পুরো শিখনবস্তুর উপর প্রতিফলন ঘটে এমন কিছু প্রশ্ন করবেন। শিখনফলগুলো প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপান্তর করলেই এ জাতীয় প্রশ্ন হয়ে যাবে। সৃজনশীল প্রশ্নের আলোকে স্মরণ, অনুধাবন, প্রয়োগ, উচ্চতর দক্ষতা (বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত প্রদান) মূলক প্রশ্ন করবেন। বহুনির্বাচনী প্রশ্নে অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বহুপদি সমাপ্তি সূচক ও অভিন্ন তথ্য ভিত্তিক প্রশ্ন করবেন। বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন ও সেগুলোর উত্তর লেখার কৌশল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারনা দিবেন, যেন তারা প্রতিযোগিতামূলক ও বোর্ড পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে পারে।

শিক্ষার্থীরা সঠিক উত্তর দিলে উদ্দীপনামূলক শব্দে তাদের ধন্যবাদ জানাবেন। যেমন বলবেন, 'ভালো', 'খুব ভালো করেছ', 'এগিয়ে যাও', 'খায়ের' 'জাইয়্যেদ জিদ্দান' 'good', very good' ইত্যাদি। এতে শিক্ষার্থী তার কাজের স্বীকৃতি পাবে এবং শিক্ষার প্রতি অনুপ্রাণিত হবে। না পারলে কাউকে হতাশামূলক ও নেতিবাচক কথা বলবেন না। বরং আরও চেষ্টা করো', 'আগামীতে অবশ্যই ভালো হবে' ইত্যাদি বলে প্রেষণা যোগাবেন। শিক্ষার্থীদের অপারগতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্যের জন্যই তো শিক্ষক।

সর্বশেষে বাড়ির কাজ হিসাবে এমন কিছু দিবেন যা শিক্ষার্থী স্বল্প সময়ে সানন্দে করতে পারবে। তারপর শুকরিয়া জানিয়ে পাঠদান শেষ করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের মাঝে পঠিত অংশের পুনরালোচনা করবে। আরবীতে একে 'তাকরার' করা বলে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যবিষয়ে বোধগম্যতা তৈরি, পারঙ্গম ক্ষমতা সৃষ্টি এবং তাদের শিক্ষণীয় বিষয়ে পারদর্শী করে গড়ে তোলা শিক্ষকের মূল কাজ। সুতরাং সেভাবে সকল কিংবা অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে গড়ে তুলতে পারলে আদর্শ পাঠদান হচ্ছে বলে মনে করা যাবে।

শিশুর পাঠ্যক্রম : পাঠ্যক্রমের অপর নাম শিক্ষাক্রম। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ curriculum এবং আরবী প্রতিশব্দ 'আলমানহাজুদ-দিরাসিয়্যাহ'। পাঠ্যক্রম মূলত শিখন পরিকল্পনা। এতে থাকে শিক্ষার একটি বিশেষ স্তরের (যেমন- প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ইত্যাদি) শিক্ষণীয় বিষয়ের সমষ্টি বা পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। জাতীয় দর্শন, রাষ্ট্রীয় নীতি, জাতীয় ও বৈশ্বিক চাহিদা ও উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তার আলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এটি রচিত হয়। পাঠ্যক্রম সাধারণত সরকারীভাবে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড রচনা করে থাকে। তবে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা সংস্থা এমনকি ব্যক্তি বিশেষও পাঠ্যক্রম রচনা করতে পারেন এবং করে থাকেন। পাঠ্যক্রম একটি ব্যাপক বিষয়। পাঠ্যবিষয় বা সূচী তার এক একটি অংশ। কোন শ্রেণীতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কী কী বিষয়বস্তু পড়ানো হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা বা তালিকা হ'ল পাঠ্যসূচী। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ সিলেবাস।

পাঠ্যক্রমে শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শ্রেণী ভিত্তিক বিষয়গুলোর প্রতিটি অধ্যায় এবং পাঠের সাধারণ ও আচরণিক উদ্দেশ্য লেখা থাকে। সেই সাথে থাকে অর্জনযোগ্য শিখনফলের উল্লেখ এবং মূল্যায়ন কৌশল। শিক্ষার্থীরা কী কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবে তার বর্ণনাও পাঠ্যক্রমে তুলে ধরা হয়। একজন শিক্ষক পাঠ্যক্রম অনুযায়ী তার প্রদেয় পাঠের আচরণিক উদ্দেশ্য ও শিখনফল জেনে তদনুসারে পাঠদান করতে পারেন এবং মূল্যায়ন বা ফিডব্যাকের মাধ্যমে পড়ানোর মান যাচাই করতে পারেন।

সময়াবদ্ধ বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা : প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা করতে হয়। সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটির তালিকা বাদে যে দিবসগুলো পাওয়া যায় তা হিসাব করে পাঠ্য দিবস ঠিক করতে হয়। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির জন্য ব্যয়িত দিনগুলোর তালিকা ও কর্মসূচী পাঠপরিকল্পনায় রাখতে হবে। পরীক্ষার সংখ্যা, সময়সূচী এবং ফলাফল ঘোষণার তারিখও তাতে উল্লেখ থাকবে। তারপর শ্রেণীকার্যক্রমের দিনগুলো হিসাব করে ধারাবাহিকভাবে কোন মাসের কোন তারিখে পাঠ্যবইয়ের কোন অংশ পড়ানো হবে তা উল্লেখ করে পাঠপরিকল্পনা করতে হবে। এ জাতীয় পাঠপরিকল্পনার নাম সময়াবদ্ধ পাঠপরিকল্পনা। প্রয়োজনে পাঠ পুনরালোচনা করা যাবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন শিক্ষক পাঠপরিকল্পনা মাফিক পড়া হচ্ছে কি-না তা তদারক করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিটি শ্রেণীর শিশুদের তাদের নিজস্ব আঙ্গিকে বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা সম্বলিত পুস্তিকা প্রদান করে থাকে। এগুলো সময়াবদ্ধ পাঠপরিকল্পনায় রূপান্তর করতে পারলে ভাল হয়। এর ফলে শিশুরা সময়াবদ্ধ পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের পাঠ এগিয়ে নিতে পারবে।

শিখনফল নির্ণয় : শিক্ষণ-শিখনের সঙ্গে শিখনফল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তুত শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠাদানের মাধ্যমে শিখনফলই সঞ্চারিত করতে চান।

শিখনফলের পরিচয় : কোন একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে সে সম্পর্কে ঐ পাঠের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক কিংবা অন্য কারও দ্বারা পূর্ব থেকে নির্ণিত সুস্পষ্ট বর্ণনাই শিখনফল। (দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল জীবনকে আপনি কীভাবে দেখেন) শিক্ষক পাঠদানের মাধমে কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতা শিক্ষার্থীদের মাঝে সঞ্চারিত করতে চান। শিখন কার্যক্রম পরিচালনা শেষে দেখা যায়, সকল শিক্ষার্থী অথবা অধিকাংশ শিক্ষার্থী সে বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত পারদর্শিতা অর্জন করেছে। এই পারদর্শিতার বর্ণনাই শিখনফল। শিখলে যা যা ফল বা উপকার পাওয়া যায় তাই শিখনফল। একজন শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশীজ ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও শিখনফল তৈরি করা হয়ে থাকে। শিখনফল হবে SMART অর্থাৎ Specific (সুনির্দিষ্ট), Measurable (পরিমাপযোগ্য,

Achivable (অর্জনযোগ্য), Realistic (বাস্তবধর্মী) ও Timing (সময়াবদ্ধ)। শিখন কার্যাবলী এই শিখনফলকে ঘিরে আবর্তিত হয়।

শিখনফল নির্ণয় পদ্ধতি :

১. আজকাল অনেক পাঠ্য বইয়ের শুরুতে শিখনফল লেখা থাকে।

২. লেখা না থাকলে শিক্ষক পাঠ্য অংশের শিখনফল নির্ণয় করবেন।

৩. তিনি সময়াবদ্ধ পাঠপরিকল্পনা অথবা পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পাঠদানের অংশ ভালোমতো পড়বেন।

৪. পাঠ্য অংশে পাঠের বিষয়বস্তু ও দক্ষতার আলোকে শিক্ষার্থীদের কী কী শিখনযোগ্যতা বা পারদর্শিতা অর্জনের বিষয় আছে তা চিহ্নিত করবেন এবং ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াবাচক শব্দে শিখনফল লিখবেন। তার ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলো যেন অবশ্যই সুনির্দিষ্ট, পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য হয়। যেমন এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের পঠিত অংশ থেকে-

-বলতে পারবে,
-করতে পারবে
-দেখাতে পারবে
-পড়তে পারবে
-লিখতে পারবে
-কারণ চিহ্নিত করতে পারবে
-ব্যাখ্যা করতে পারবে
-উদাহরণ দিতে পারবে
-সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করতে পারবে
-তুলনা করতে পারবে
-সূত্র বের করতে পারবে
-পার্থক্য করতে পারবে
-বিশ্লেষণ করতে পারবে
-সংশ্লেষণ করতে পারবে
-মূল্যায়ন করতে পারবে
-মতামত বা সিদ্ধান্ত দিতে পারবে
-যথার্থতা নিরূপণ করতে পারবে

ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক শব্দ যোগে শিক্ষক শিখনফল লিখবেন।

৫. সুনির্দিষ্ট, পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপ বা মূল্যায়নযোগ্য নয় এমন ভাষায় বা ক্রিয়াবাচক শব্দে শিখনফল লেখা যাবে না। যেমন- এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের পঠিত অংশ থেকে জানতে পারবে, বুঝতে পারবে, উপলব্ধি করবে, শিখতে পারবে, জ্ঞানলাভ করবে, ধারনা লাভ করবে ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক শব্দ যোগে শিক্ষক শিখনফল লিখবেন না। কেননা, এই ক্রিয়াগুলোর উপস্থিতি অন্তরের মধ্যে। এগুলো প্রকাশযোগ্য নয়। পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্যও নয়।

৬. শিখনফলগুলো শিখন কার্যাবলী শেষে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা (বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন) মূলক প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাইযোগ্য হবে।

৭. যাচাই বা ফিডব্যাকে শিক্ষার্থীদের থেকে ভাল সাড়া পেলে বুঝা যাবে পাঠদান ভাল হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষার্থী উত্তর করতে না পারলে বুঝতে হবে পড়ানো ভাল হয়নি এবং শিখনফল নির্ণয় যথাযথ হয়নি। কিংবা ক্লাসের পরিবেশ ভাল ছিল না; শিক্ষার্থীরা মনোযোগী ছিল না। শিক্ষককে এ দিকে সতর্ক থাকতে হবে।

শিখনফল নির্ণয়ের গুরুত্ব ও উপকারিতা :

১. পাঠদান থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের চাহিদামত কী কী পারদর্শিতা ও যোগ্যতা অর্জন করবে তা শিখনফলে প্রতিফলিত হয়।

২. শিখনফল পাঠটীকার অংশ। শিক্ষার্থীর বয়স ও শ্রেণীভেদে এতে পার্থক্য করতে হয়।

৩. শিক্ষার্থীর চাহিদা, সামর্থ, ও অর্জনযোগ্যতার ভিত্তিতে শিখনফল নির্ণয় করতে হয়।

৪. শিখনফল অনুযায়ী পাঠদানে শিক্ষা ফলপ্রসূ হয়।

৫. শিক্ষক তার কাজে মজা পান এবং বুঝতে পারেন যে তার কাজ সঠিক পথে এগোচ্ছে।

৬. শিক্ষার্থীরা যথার্থ জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

৭. শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে পারে এবং ভবিষ্যতের যোগ্য মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

৮. এটি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

শিখনফল নির্ণয় থেকে শুরু করে এর ব্যবহার ও উপকারিতা যাচাইয়ে শিক্ষক মূল ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষার্থীরা এর সুফল লাভ করে। বিষয়টিতে হেলাফেলা করলে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হবে না।

শেষকথা : শিক্ষকের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিশুর পাঠদান পদ্ধতি ও শিখনফল নির্ণয়ের ধারণা রাখা একজন শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ নিবন্ধে উক্ত বিষয়ে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে মহান আল্লাহ যেন তার উত্তম দিকগুলো থেকে আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দেন। ওয়া ছল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম॥

উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন, যোগ্য, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক জনশক্তি তৈরী করাই হবে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য। সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের প্রথম দায়িত্ব হ'ল : তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ করা।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

জিহাদের ন্যায় ফযীলতপূর্ণ আমল সমূহ

*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

ভূমিকা :

জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। এটি ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যে ইবাদতকে শয়তান সবচেয়ে বেশী ভয় পায়। চূড়া বা ছাদ না থাকলে যেমন কোন ঘরে আশ্রয় নেওয়া যায় না। তেমনি জিহাদ বিহীন ইসলামের মাধ্যমেও সফলতার আশা করা যায় না। কেননা দ্বীনের বিজয় জিহাদের উপরে নির্ভশীল। মুসলিমদের উপর জিহাদের বিধান আরোপ করার পাশাপাশি মহান আল্লাহ ইসলামী শরী'আতে এমন কতিপয় বিয়ষাবলী বিধিবদ্ধ করেছেন, যা জিহাদের ন্যায় ফযীলতপূর্ণ। বক্ষমান নিবন্ধে আমরা এই ব্যাপারে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

জিহাদের ফযীলত :

জিহাদ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের একটি বড় মাধ্যম, যার প্রতিদান জান্নাত। ওবাদাহ ইবনে ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ 'তোমাদের কর্তব্য হ'ল তোমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। কেননা জান্নাতের দরজাসমূহের অন্যতম দরজা হ'ল জিহাদ। আল্লাহ এর মাধ্যমে যাবতীয় উদ্বেগ ও বিষণ্নতা দূরীভূত করে দেন'।[১] অনত্র তিনি বলেন, مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، 'যে ব্যক্তি দু'বার উষ্ট্রীর দুধ দহনের মধ্যবর্তী সময়কাল আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়'।[২] মহান আল্লাহ বলেন, فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِيْ سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، 'অতএব যারা আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে বিক্রি করে, তারা যেন আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে। আর যে আল্লাহ্র পথে লড়াই করে, অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী হোক, অচিরেই আমি তাকে মহা পুরস্কার দান করব' *(নিসা ৪/৭৪)*।

জিহাদের ন্যায় ফযীতলতপূর্ণ আমল সমূহ :

মুমিন ব্যক্তি তার যাপিত জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ও চিন্তা-চেতনায় শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে। সঠিক ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিতে সে অবশ্যই কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। জিহাদের অপব্যাখ্যা করে কখনো একে সন্ত্রাসের প্রতিশব্দ বানানোর অপচেষ্টা করে না। সে কখনো তার মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করে না। মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে এমন কিছু আমলের বিধান দিয়েছেন, যা সম্পাদনের মাধ্যমে মুমিন বান্দা জিহাদে অংশগ্রহণের নেকী লাভ করতে সক্ষম হয়। নিম্নে সেই আমলগুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হ'ল-

১. যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের আমল :

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের নেক আমল আল্লাহ্র নিকটে জিহাদের চেয়েও ফযীলতপূর্ণ। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ 'যে (বছরের) কোন দিনের সৎ আমলের চেয়ে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের নেক আমল মহান আল্লাহ্র নিকটে অধিকতর প্রিয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র পথে জিহাদও নয় কি? তিনি বললেন, না, আল্লাহ্র পথে জিহাদও নয়। তবে সেই ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, যে তার জান-মাল নিয়ে জিহাদে বের হয়েছে এবং কোন একটি নিয়েও ফিরে আসেনি' (অর্থাৎ সে শহীদ হয়ে যায়)।[৩] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, যিলহজ্জের প্রথম দশক এত তাৎপর্যমণ্ডিত হওয়ার কারণ হ'ল ছালাত, ছিয়াম, ছাদাক্বাহ, হজ্জসহ শরী'আতের মূল ইবাদতগুলোর সমাবেশ ঘটে এই দশকে'।[৪] ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যিলহজ্জের প্রথম দশক উত্তম নাকি রামাযানের শেষ দশকের আমল উত্তম। তিনি জবাবে বললেন, أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، 'রামাযানের শেষ দশ দিনের চেয়ে যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের আমল শ্রেষ্ঠ। আর যিলহজ্জের দশ রাতের চেয়ে রামাযানের শেষ দশ রাতের ইবাদত শ্রেষ্ঠ'।[৫]

২. আওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা :

মহান আল্লাহ আমাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। পাশাপশি এই ছালাতগুলো আদায় করার সময়সীমাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা

---

* *এম.এ. শেষ বর্ষ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *আহমাদ হা/২২৭১৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৮৫৫; ছহীহাহ হা/১৯৪১; ছহীহুল জামে' হা/৪০৬৩।*
২. *আবূদাঊদ হা/২৫৪১; তিরমিযী হা/১৬৫০; নাসাঈ হা/৩১৪৫; ইবনু মাজাহ হ/২৭৯২; মিশকাত হা/৩৮২৫; সনদ ছহীহ।*
৩. *আবূদাঊদ হা/২৪৩৮; তিরমিযী হ/৭৫৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭২৭; মিশকাত হা/১৪৬০; সনদ ছহীহ।*
৪. *ফাৎহুল বারী ২/৫৩৪।*
৫. *মাজমূ'উ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ২৫/১৫৪।*

বলেন,إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا 'নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে ছালাত সম্পাদন করা মুমিনদের জন্য ফরয' *(নিসা ৪/১০৩)*। আর এই নির্ধারিত সময়ে এবং আওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা আল্লাহ্র নিকটে জিহাদসহ সকল ইবাদতের চেয়ে প্রিয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ 'আমি একবার নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্র নিকটে সর্বোত্তম আমল কোন্টি? তিনি বললেন, সময়মত ছালাত আদায় করা। রাবী বলেন, এরপর কোন্টি? তিনি বললেন, তারপর পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বললেন, এরপর কোন্টি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা'।[৬] অপর এক বর্ণনায় আওয়াল ওয়াক্ত (الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا) কথাটি উল্লেখ আছে।[৭] সুতরাং বোঝা গেল, আল্লাহ্র নিকটে জিহাদের চেয়েও প্রিয় আমল হ'ল সঠিক সময়ে বা আওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা। আর জামা'আতে ছালাত আদায় করার মাধ্যমে এর নেকী সাতাশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً 'জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা একাকী ছালাত আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশী মর্যাদাসম্পন্ন'।[৮] এজন্য ইমাম যুহরী (রহঃ) একদিন একজন অশুদ্ধভাষী ব্যক্তির পিছনে ছালাত আদায় করে বলেন, لولا أن الصلاة في جماعة فضلت على الفذ؛ ما صليت وراءه 'যদি একাকী ছালাতের চেয়ে জামা'আতে ছালাতের মর্যাদা বেশী না হ'ত, তাহ'লে আমি এই লোকের পিছনে ছালাত আদায় করতাম না'।[৯]

৩. এক ছালাতের পর অপর ছালাতের জন্য অপেক্ষমান থাকা :

জিহাদের মর্যাদা লাভের আরেকটি মাধ্যম হ'ল মসজিদে ফরয ছালাত আদায় করে অপর ছালাতের জন্য অপেক্ষমান থাকা। আবূহুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ، كَفَارِسٍ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى كَشْحِهِ، تُصَلِّي عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ اللهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُومُ، وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْأَكْبَرِ 'এক ছালাতের পরে আরেক ছালাতের জন্য আপেক্ষমান ব্যক্তি সেই অশ্বারোহী সৈনিকের মত, আল্লাহ্র পথে যার কোমরে ঘোড়ার লাগাম শক্ত করে বাধা আছে। ফেরেশতামণ্ডলী তার জন্য রহমত প্রার্থনা করতে থাকেন, যতক্ষণ না তার ওযূ টুটে যায় অথবা মুছাল্লা ছেড়ে উঠে পড়ে। আর সে যেন সীমান্ত প্রহরার মহান কাজে নিয়োজিত'।[১০] অন্যত্র তিনি বলেছেন, أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ 'আমি কি তোমাদেরকে বলব না, আল্লাহ কিসের মাধ্যমে পাপরাশি মুছে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই (বলে দিন)। তিনি বললেন, অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভালোভাবে ওযূ করা, অধিক পদচারণায় মসজিদে আসা এবং এক ছালাতের পর অপর ছালাতের জন্য অপেক্ষায় থাকা। আর এটাই হ'ল রিবাত্ব বা সীমান্ত প্রহরা'।[১১]

৪. পিতামাতার সাথে সদাচরণ :

আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল সমূহের অন্যতম হ'ল পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা।[১২] এই হাদীছে জিহাদের চেয়েও পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারকে আগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আমি আপনার নিকটে হিজরত ও জিহাদের উপরে বায়'আত করতে চাই। যার দ্বারা আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা-মাতার কেউ জীবিত আছেন কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ। বরং দু'জনেই বেঁচে আছেন। আমি তাদের উভয়কে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এরপরেও তুমি আল্লাহ্র নিকট পুরস্কার আশা কর? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ 'তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকটে ফিরে যাও ও তাদেরকে সর্বোত্তম সাহচর্য দান কর এবং তাদের কাছেই জিহাদ কর'।[১৩] তিনি আরও বলেন, فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ 'তুমি তাদেরকে

৬. *বুখারী হা/৫২৭; মুসলিম হা/৮৫; তিরমিযী হা/১৮৯৮; নাসাঈ হা/৬১০; মিশকাত হা/৫৬৮।*
৭. *আবূদাঊদ হা/৪২৬; তিরমিযী হা/১৭০, সনদ ছহীহ।*
৮. *বুখারী হা/৬৪৫; মুসলিম হা/৬৫০; তিরমিযী হা/২১৫; নাসাঈ হা/৮৩৭; ইবনু মাজাহ হা/৭৮৯।*
৯. *আবূ নু'আঈম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/৩৬৪।*
১০. *মুসনাদে আহমাদ হা/৮৬২৫; তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/৮১৪৪, সনদ হাসান।*
১১. *মুসলিম হা/২৫১; তিরমিযী হা/৫১; নাসাঈ হা/১৪৩; ইবনু মাজাহ হা/৪২৭।*
১২. *বুখারী হা/৫২৭; মুসলিম হা/৮৫; তিরমিযী হা/১৮৯৮; নাসাঈ হা/৬১০; মিশকাত হা/৫৬৮।*
১৩. *মুসলিম হা/২৫৪৯; মিশকাত হা/৩৮১৭।*

হাসাও, যেমন তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছ। অতঃপর তিনি তার বায়'আত নিতে অস্বীকার করলেন'।[১৪]

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা কখনো কখনো জিহাদের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে সন্তানের উপর জিহাদে যাওয়া হারাম হবে, যদি তাদের মুসলিম পিতা-মাতা উভয়ে কিংবা কোন একজন জিহাদে যেতে নিষেধ করেন। কেননা তাদের সেবা করা সন্তানের জন্য 'ফরযে আয়েন'। পক্ষান্তরে জিহাদ করা তার জন্য 'ফরযে কিফায়াহ'। যা সে না করলেও অন্য কেউ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের হুকুমে।[১৫]

৫. বিধবা ও মিসকীনদের সহযোগিতা :

সহায়-সম্বলহীন মিসকীন ও স্বামীহারা বিধবা মহিলাদেরকে সহযোগিতার মাধ্যমে একজন মুসলিম ছিয়ামপালনকারী, তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়কারী অথবা আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর মত মর্যাদা লাভ করতে পারেন। আবূহুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ. 'বিধবা ও মিসকীনদের ভরণ-পোষণের জন্য চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মুজাহিদ অথবা সারাদিন ছিয়াম পালনকারী ও সারারাত (তাহাজ্জুদ) ছালাত আদায়কারীর সমান ছওয়াবের অধিকারী'।[১৬]

৬. যাকাত সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকা :

যারা যাকাত সংগহের কাজে নিয়োজিত থাকে, তারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রামকারীর মত মর্যাদাবান। রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ 'সততার সাথে যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি আল্লাহ্র পথের গাযী সৈনিকের মত মর্যাদাসম্পন্ন, যতক্ষণ না সে নিজ বাড়িতে ফিরে আসে'।[১৭]

৭. জ্ঞান অর্জন করা :

জিহাদের ছওয়াব হাছিল করার অন্যতম মাধ্যম হ'ল দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করা। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ، 'যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্র রাস্তায় আছে বলে গণ্য হবে'।[১৮] বিশেষ করে মসজিদে নববীতে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে গমনকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে সংগ্রামরত মুজাহিদের ন্যায় মর্যাদাবান। আবূহুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ 'যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববী) জ্ঞান শেখার জন্য অথবা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগমন করে, তার মর্যাদা আল্লাহ্র পথে জিহাদরত সৈনিকের মত। আর যে ব্যক্তি ভিন্ন উদ্দেশ্যে এখানে আসে, তার উপমা সেই ব্যক্তির মত, যে অপরের সম্পদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে'।[১৯] এই জ্ঞানের উদ্দেশ্য হ'ল দ্বীনী জ্ঞান, যা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য অর্জন করা হয় এবং যা মানুষকে পাপ থেকে দূরে থেকে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করতে শেখায়।

৮. হজ্জ ও ওমরাহ করা :

হজ্জ একটি ফরয ইবাদত, যা সম্পাদনের মাধ্যমে জিহাদের নেকীও অর্জিত হয়। শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: حَجُّ الْبَيْتِ، 'এক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতে চাই। তখন তিনি (ছাঃ) বললেন, 'আমি কি তোমাকে এমন এক জিহাদের সন্ধান দেব, যাতে কোন কষ্ট নেই?' আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি বললেন, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা'।[২০] অপর এক বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, إِنِّي جَبَانٌ، وَإِنِّي ضَعِيفٌ قَالَ: هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ، الْحَجُّ، 'আমি ভীরু এবং দুর্বল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, 'চলো! এমন একটি জিহাদে যাই, যে জিহাদের পথে কোন কাঁটা নেই। আর তা হ'ল হজ্জ করা'।[২১]

৯. নিজ পরিবার এবং পিতামাতার জন্য উপার্জন করা :

পরিবার, স্ত্রী-সন্তান, পিতামাতা এবং নিজের জন্য হালাল পথে আয়-উপার্জন করা জিহাদের ন্যায় ফযীলতপূর্ণ ইবাদত। কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) বলেন, مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِلْدِهِ وَنَشَاطِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: لَوْ كَانَ هَذَا فِي

---

১৪. *আহমাদ হা/৬৮৩৩; আবুদাঊদ হা/২৫২৮; ইবনে মাজাহ হা/২৭৮২; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৯, ছহীহ হাদীছ।*

১৫. *ফাৎহুল বারী হা/ ২৮২৫-এর ব্যাখ্যা, ৬/৪৫ পৃঃ। বিস্তারিত 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই দ্রঃ।*

১৬. *তিরমিযী হা/১৯৬৯; নাসাঈ হা/২৫৭৭; ইবনু মাজাহ হা/২১৪০, সনদ ছহীহ।*

১৭. *আবুদাঊদ হা/২৯৩৬; তিরমিযী হা/৬৪৫; ইবনু মাজাহ হা/১৮০৯; ছহীহুল জামে' হা/৪১১৭; মিশকাত হা/১৭৮৫, ছহীহ হাদীছ।*

১৮. *ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৮৮, সনদ হাসান লিগায়রিহী।*

১৯. *ইবনু মাজাহ হা/২২৭; ছহীহুল জামে' হা/৪২১৪, সনদ ছহীহ।*

২০. *তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/৭৯২; ছহীহুল জামে' হা/২৬১১।*

২১. *তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/২৯১০; ছহীহুল জামে' হা/৭০৪৪।*

سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، ‘এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে চলে গেল। রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ সেই লোকের কায়িক পরিশ্রম ও কর্মোদ্যম দেখে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে যদি আল্লাহ পথে এই পরিশ্রম করত, (তাহ'লে কতই না ভাল হ'ত)। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে যদি তার ছোট্ট সন্তানদের জন্য উপার্জনে বের হয়, তাহ'লে সে আল্লাহ্র পথেই ব্যস্ত আছে। সে যদি তার বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য রোজগারে বের হয়, তাহ'লে সে আল্লাহ্র পথেই কষ্ট স্বীকার করছে। সে যদি নিজেকে সংযত রাখার জন্য আয়-উপার্জনে বের হয়, তাহ'লে সে আল্লাহ্র পথেই কাজ করছে। তবে সে যদি লৌকিকতা এবং অহংকারের জন্য উপার্জনে বের হয়, তাহ'লে সে শয়তানের পথে কাজ করছে’।[২২]

১০. ফিৎনার সময় সুন্নাতকে আঁকড়ে থাকা :

যারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে নিহত হয়, তারা শহীদ। আর যারা ফিৎনা ও প্রতিকূল পরিবেশে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে মযবূতভাবে ধারণ করতে সক্ষম হন, তারাও শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانَ صَبْرٍ، لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ شَهِيدًا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ: مِنْكُمْ ‘নিশ্চয়ই তোমাদের পরবর্তীতে এমন এক ধৈর্যের যুগ আসবে, যে ব্যক্তি সেই মুহূর্তে আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে থাকবে, সে পঞ্চাশজন শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যকার নাকি তাদের মধ্যকার (পঞ্চাশজন শহীদের মর্যাদ লাভ করবে)? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যকার (৫০ জন) শহীদের মর্যাদা লাভ করবে’।[২৩]

১১. স্বৈরাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা :

স্বৈরাচারী এবং অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা এবং তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা অন্যতম জিহাদ। যারা এই কাজ করতে গিয়ে নিহত হন, তারা শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَالَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ ‘শহীদগণের সর্দার হ'ল হামযাহ ইবনু আব্দুল মুত্ত্বালিব এবং সেই ব্যক্তি, যে কোন অত্যাচারী শাসকের কাছে গিয়ে তাকে সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। ফলে তাকে হত্যা করা হয়’।[২৪]

১২. প্রত্যেক ফরয ছালাতের পরে তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পড়া :

অক্ষম, দুর্বল ও গরীব-মিসকীনরা প্রত্যেক ছালাতের পর রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো যিকির পাঠ করার মাধ্যমে জিহাদের নেকী লাভ করতে পারে। আবূহুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, দরিদ্র লোকেরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ العُلاَ، وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا، وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ، ‘সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের দ্বারা উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নে'মত নিয়ে আমাদের থেকে এগিয়ে গেলেন। তাঁরা আমাদের মত ছালাত আদায় করছেন, আমাদের মত ছিয়াম পালন করছেন এবং তারা তাদের অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে হজ্জ, ওমরাহ, জিহাদ ও ছাদাক্বাহ করার মর্যাদাও লাভ করছেন’। এ কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، ‘আমি কি তোমাদের এমন কিছু কাজের কথা বলব, যা তোমরা করলে, যারা নেক কাজে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে, তাদের পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে। কেউ তোমাদের সমপর্যায়ে উপনীত হ'তে পারবে না। আর লোকদের মাঝে তোমরাই হবে উত্তম আমলকারী, তবে যে ব্যক্তি এ ধরনের আমল করবে তার কথা স্বতন্ত্র। তোমরা প্রত্যেক ছালাতের পর তেত্রিশ বার করে তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ্), তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ্) এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে। রাবী বলেন, এতে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হ'ল। কেউ বলল, আমরা তেত্রিশ বার তাসবীহ্ পড়ব। তেত্রিশ বার তাহমীদ আর চৌত্রিশ বার তাকবীর পড়ব। অতঃপর আমি তাঁর নিকট ফিরে গেলাম। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার বলবে, যাতে সবগুলোই তেত্রিশবার করে হয়ে যায়’।[২৫] অপর এক বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয

---

২২. *তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/২৮২; আল-জামে'উছ ছাগীর হা/২৬৬৯; ছহীহুল জামে' হা/১৪২৮।*

২৩. *তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/১০৩৯৪; ছহীহুল জামে' হা/২২৩৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯৪।*

২৪. *মুস্তাদরাক হাকেম হা/৪৮৮৪; ছহীহুত তারগীব হা/২৩০৮; ছহীহাহ হা/৩৭৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৬৭৫।*

২৫. *বুখারী হা/৮৪৩; মুসলিম হা/৫৯৫।*

ছালাতের পর 'সুবহা-নাল্লাহ' ৩৩ বার, 'আল-হামদুলিল্লাহ' ৩৩ বার, 'আল্লাহু আক্বার' ৩৩ বার, সর্বমোট ৯৯ বার এবং ১০০ বার পূরণ করার জন্য একবার لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ দাহু লা-শারী-কা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর) পাঠ করবে, তার পাপ সমুদ্রের ফেনারাশি পরিমাণ হ'লেও মাফ হয়ে যাবে'।[২৬]

১৩. একশত বার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করা :

উম্মে হানী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকটে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, يا رسولَ اللهِ! قد كَبِرْتُ وضَعُفْتُ فمُرْنِي بعَمَلٍ أعْمَلُهُ وأنا جالسَةٌ، 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং দুর্বল হয়ে পড়েছি। তাই আমাকে এমন একটি আমলের ব্যাপারে নির্দেশনা দিন, যেই আমল আমি বসে বসে সম্পাদন করতে পারব'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, سَبِّحِي اللَّهَ مائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِينَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاحْمَدِي اللَّهَ مائَةَ تَحْمِيدَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مائَةَ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَبِّرِي اللَّهَ مائَةَ تَكْبِيرَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مائَةَ بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَهَلِّلِي اللَّهَ مائَةَ تَهْلِيلَةٍ – تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلاَ يُرْفَعُ يَوْمَئِذٍ لأَحَدٍ عَمَلٌ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِ مَا أَتَيْتِ بِهِ 'তুমি একশত বার 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ কর, তাহ'লে ইসমাঈলের বংশধর থেকে একশত জন গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ নেকী লাভ করতে পারবে। একশত বার 'আলহামদুলিল্লা-হ' পাঠ কর, তাহ'লে তোমার জন্য সেই পরিমাণ নেকী লেখা হবে, যেন তুমি জিন বাঁধা ও লাগাম পরিহিত একশতটি ঘোড়ায় চড়ে আল্লাহ্র পথে লড়াই করছ। একশত বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করবে, তাহ'লে তোমার জন্য কবুলযোগ্য একশতটি পশু কুরবানীর নেকী লেখা হবে। আর একশত বার 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করবে, তাহ'লে আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী জায়গা নেকী দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। সেই দিন কারও আমল তোমার মত হবে না। তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে তোমার মত এরূপ আমল করেছে'।[২৭]

১৪. আল্লাহ্র কাছে শাহাদত কামনা করা :

শহীদের মর্যাদা লাভের অন্যতম উপায় হ'ল সবসময় শহীদী মৃত্যু কামনা করা। যার হৃদয়ে শাহাদতের তামান্না থাকে, সে নিজ গৃহে মৃত্যুবরণ করলেও শাহাদতের মর্যাদা হাছিল করতে পরবে। সাহল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، 'যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র কাছে শাহাদত প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন, যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে'।[২৮] অর্থাৎ শুধু বিশুদ্ধ নিয়তের কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ না করেও সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবূক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন মদীনার নিকটবর্তী হ'লেন, তখন তিনি বললেন, إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا، مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ 'মদীনায় এমন কতিপয় লোক আছে যে, তোমরা এমন কোন পথ ভ্রমণ করনি এবং এমন কোন উপত্যকা অতিক্রম করনি, যেখানে তারা তোমাদের সাথে ছিল না। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তারা তো মদীনাতেই ছিল'। তখন তিনি বললেন, وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ، 'তারা মদীনাতে ছিল, তবে ওযর তাদেরকে আঁটকে রেখেছিল'।[২৯] অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ 'রোগ-ব্যাধি তাদেরকে আঁটকে রেখেছিল'।[৩০] অর্থাৎ সেই সকল ছাহাবীগণ তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও, শুধু তাদের বিশুদ্ধ নিয়তের কারণে জিহাদে যোগদান করার নেকী লাভ করেছিলেন।

১৫. শহীদের মর্যাদা দানকারী বিপদ ও রোগ :

এমন কিছু বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধি আছে, যারা সেই বিপদাপদ ও রোগে মৃত্যুবরণ করে, তারা শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে। জাবের ইবনে আতীক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ 'আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত ব্যক্তি ছাড়াও আরও সাত শ্রেণীর শহীদ রয়েছে। তারা হ'ল : (১) মহামারীতে মৃত (মুমিন) ব্যক্তি (২) পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি (৩) 'যাতুল জাম্ব' নামক কঠিন রোগে মৃত ব্যক্তি[৩১] (৪) (কলেরা, ডায়রিয়া বা অনুরূপ)

---

২৬. মুসলিম হা/৫৯৭; মিশকাত হা/৯৬৭।

২৭. নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/১০৬১৩; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৫৫৩; সনদ হাসান।

২৮. মুসলিম হা/১৯০৯; আবূ দাঊদ হা/১৫২০; তিরমিযী হা/১৬৫৩; ইবনু মাজাহ হা/২৭৯৭; মিশকাত হা/৩৮০৮।

২৯. বুখারী হা/৪৪২৩; মিশকাত হা/৩৮১৫।

৩০. মুসলিম হা/১৯১১।

৩১. এটি সে যুগে একটি কঠিন মরণব্যাধি হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। নামটি স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ায় রোগটি মেয়েদের মধ্যেই অধিকহারে হ'ত বলে

পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি (৫) আগুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তি (৬) ধ্বসে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি ও (৭) গর্ভাবস্থায় মৃত মহিলা'।[৩২] অন্যত্র তিনি বলেন (৮) যে মহিলা নিফাসগ্রস্ত হয়ে মারা যায়, সে শহীদ।[৩৩] (৯) ফুসফুসের প্রদাহ বা যক্ষ্মা রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ।[৩৪] (১০) বৃষ্টির পানিতে ডুবে মৃত (মুমিন) ব্যক্তি শহীদ।[৩৫] (১১) সমুদ্রে সফরকারী সৈনিকের নৌযানের ঝাঁকুনিতে বমি হ'লে, তার জন্য রয়েছে শহীদের নেকী। (১২) সমুদ্রে ডুবে যাওয়া ব্যক্তির জন্য রয়েছে দু'জন শহীদের ছওয়াব'।[৩৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، '(১৩) যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ। (১৪) যে মুসলমান তার দ্বীনের জন্য নিহত হয়, সে শহীদ। (১৫) যে তার জীবন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ। (১৬) যে ব্যক্তি তার পরিবার রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ'।[৩৭] তিনি আরও বলেন, مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (১৭) যে ব্যক্তি মযলূম অবস্থায় নিহত হয়, সে শহীদ'।[৩৮] (১৮) যে ব্যক্তি তার ন্যায্য অধিকার রক্ষায় নিহত হয়, সে শহীদ'।[৩৯] (১৯) 'যে ব্যক্তি পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। (১৯) যাকে হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ করে, সে শহীদ'।[৪০] (২০) যে ব্যক্তি জিহাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিজ শয্যায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করেন।[৪১]

উল্লেখ্য যে, ঐ সকল মুমিন ব্যক্তি আখেরাতে শহীদের নেকী পাবেন। যদিও দুনিয়াতে তাদের গোসল ও জানাযা করা হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধে নিহত শহীদের গোসল নেই। তিনি ঐ অবস্থায় ক্বিয়ামতের দিন উঠবেন।[৪২]

মূলত শহীদগণ তিন শ্রেণীর : (১) যারা দুনিয়া ও আখেরাতে শহীদ। এঁরা হ'লেন, কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত মুমিন ব্যক্তি। (২) আখেরাতে শহীদ। তারা হ'লেন উপরে বর্ণিত অন্যান্য শহীদগণ। (৩) দুনিয়াতে শহীদ, আখেরাতে নয়। তারা হ'ল, যুদ্ধের ময়দানে গণীমতের মাল আত্মসাৎকারী অথবা জিহাদ থেকে পলাতক অবস্থায় নিহত ব্যক্তি'।[৪৩]

উপসংহার :

জান্নাত পিয়াসী মুমিন বান্দার উচিত অন্তরে সর্বদা জিহাদের তামান্না রাখা এবং সব ধরনের জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকা। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, الْجِهَادُ نَوْعَيْنِ جِهَادٌ بِالْيَدِ والسنان وَهَذَا المشارك فيه كثير وَالثَّانِي الْجِهَادُ بِالْحُجَّةِ وَالْبَيَانِ وَهَذَا جِهَادُ الْخَاصَّةِ من اتِّبَاعِ الرُّسُلِ وَهُوَ جِهَادُ الائمة وَهُوَ افضل الجهادين لعظم منفعته وَشِدَّةِ مُؤْنَتِه وَكَثْرَةِ اعدائه 'জিহাদ দুই প্রকার। (১) হাত ও অস্ত্রের দ্বারা জিহাদ, যেখানে অনেকেই অংশগ্রহণ করে থাকে। (২) দলীল ও বক্তব্যের মাধ্যমে জিহাদ, এটা নবী-রাসূলদের অনুগামীদের জিহাদ এবং প্রথমটি রাষ্ট্রনেতাদের জিহাদ। উভয় প্রকার জিহাদের মধ্যে উপকারিতার আধিক্য, রসদ যোগানের অসুবিধা এবং শত্রুর সংখ্যাধিক্যের কারণে দ্বিতীয়টিই অধিকতর উত্তম।[৪৪] মহান আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকার এবং উল্লিখিত আমলসমূহ সম্পাদনের মাধ্যমে শহীদী মর্যাদা লাভ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

ধারণা করা হয়। যেসব গর্ভবতী মেয়েদের পেটে বাচ্চা মারা যায় এবং সেকারণে মাও মারা যায়, ঐ মেয়েকে যাতুল জাম্ব-এর রোগিনী বলা হয়। ইবনু হাজার বলেন, এটিই প্রসিদ্ধ (ফাৎহুল বারী হা/২৮২৯-এর ব্যাখ্যা, ৬/৫১ পৃ.)। গৃহীত: মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'জিহাদ ও ক্বিতাল' (রাজশাহী: হাফাবা, ২য় সংস্করণ, ২০১৩ খ্রিঃ) পৃ. ২০।

৩২. *আবুদাঊদ হা/৩১১১; মিশকাত হা/১৫৬১, সনদ ছহীহ।*
৩৩. *নাসাঈ হা/৩১৬৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৪৪১।*
৩৪. *ছহীহুল জামে' হা/৩৬৯১।*
৩৫. *ছহীহুল জামে' হা/৪৪৩৯।*
৩৬. *আবূদাঊদ হা/২৪৯৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৪২।*
৩৭. *তিরমিযী হা/১৪২১; আবূদাঊদ হা/৪৭৭২; নাসাঈ হা/৪০৯৪; মিশকাত হা/৩৫২৯, হাদীছ ছহীহ।*
৩৮. *নাসাঈ হা/৪০৯৩; ছহীহুত তারগীব হা/১৪১৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৪৭।*
৩৯. *মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৬৭৭৫, সনদ হাসান।*
৪০. *তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/৯৭১৮; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৯৫৭২; ইবনু হাজার হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, ফাৎহুল বারী ৬/৪৪।*
৪১. *মুসলিম হা/১৯০৯; আবূদাঊদ হা/১৫২০; তিরমিযী হা/১৬৫৩; ইবনু মাজাহ হা/২৭৯৭; দারেমী হা/১৪৪৬; মিশকাত হা/৩৮০৮।*
৪২. *বুখারী হা/৪০৭৯; মিশকাত হা/১৬৬৫।*
৪৩. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৯১।*
৪৪. *মিফতাহু দারিস সা'আদাহ ১/৭০।*

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং নিয়মিতভাবে দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, নবীদের কাহিনী, প্রশ্নোত্তর পর্ব, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreek.tv@gmail.com

মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

ভূমিকা :

মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত ইবাদতগুলোর মধ্যে ছালাত হচ্ছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। যা ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ। এটা মুমিন ও কাফিরের মাঝে পার্থক্যকারী। আর এ ইবাদত পালনের অন্যতম স্থান হ'ল মসজিদ। যা পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে পসন্দের জায়গা। প্রত্যেক মুমিন প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচবার তার প্রভূর আদেশ পালনার্থে সেখানে সমবেত হয়। এই মসজিদে আসা-যাওয়া ও অবস্থানের অনেক ফযীলত ও নিয়ম-কানূন রয়েছে। সাথে সাথে আল্লাহ্র ঘর মসজিদ নির্মাণ করা ও আবাদ করাও অনেক ফযীলতপূর্ণ কাজ। আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল।-

মসজিদের পরিচিতি :

মাসজিদ শব্দটি আরবী। কুরআনে শব্দটি মোট ১৭ বার এসেছে। আর 'মাসজিদ' (مسجد) শব্দটি স্থানবাচক শব্দ। যার অর্থ হ'ল- সিজদার স্থান, ছালাতের স্থান। আভিধানিক অর্থে যেখানে বান্দা আল্লাহ্র ইবাদতের নিমিত্তে সিজদা করে সেটাই মাসজিদ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا 'আমার জন্য ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে'।[১] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ، والأَرْضُ لكَ مَسْجِدٌ، 'যেখানেই তোমার ছালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি ছালাত আদায় করে নিবে। কারণ গোটা পৃথিবী তোমার জন্য মসজিদ বা সিজদার স্থান'।[২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، 'আমার জন্য গোটা পৃথিবী পাক-পবিত্র ও মসজিদ করা হয়েছে'।[৩] পৃথিবীর সকল স্থানের মালিক হ'লেন আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহ্র জন্য তাঁর বান্দা বা যমীনের যে কোন পবিত্রতম স্থানে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। আর ওযূর জন্য কোন পানি না পেলে অথবা পানি ব্যবহারে অক্ষম হ'লে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্র হ'তে পারবে *(নিসা ৪/৪৮)*।

মাসজিদ শব্দটি নিম্নোক্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন-

(১) الجامع (আল-জামে') : ঐ মসজিদকে জামে' মসজিদ বলা হয় যেখানে মানুষ সপ্তাহের জুম'আর দিনে যোহরের ওয়াক্তে জুম'আর ছালাত আদায় করার জন্য একত্রিত হয়।

(২) المصلى (আল-মুছাল্লা) : ছালাত অথবা দো'আর স্থান। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় মাসজিদ হ'ল,

البيوت المبنية للصلاة فيها لله فهي خالصة له سبحانه ولعبادته،

'এমন গৃহ, যা একমাত্র ছালাতের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। আর এটা একমাত্র আল্লাহ্র ও তাঁর ইবাদতের জন্যই নির্দিষ্ট'।[৪]

যে সকল স্থানে ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ :

পৃথিবীর সকল পবিত্র স্থানে ছালাত আদায় করা গেলেও নিম্নের স্থানগুলিতে ছালাত আদায় নিষিদ্ধ :

কবরস্থান ও গোসলখানা : আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ، 'সমগ্র যমীনই মসজিদ (তথা ছালাতের স্থান) কেবলমাত্র কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত'।[৫]

উট বাঁধার স্থান : উট বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করা যাবে না। বারা ইবনু আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উট বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'তোমরা উট বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করবে না। কারণ সেটি শয়তানের আড্ডাখানা। অতঃপর তাঁকে ছাগল বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'তোমরা তাতে ছালাত আদায় কর, কারণ তা বরকতময়'।[৬] আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنْ لَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِيْ أَعْطَانِ الإِبِلِ،

'তোমরা বকরী ও উটের খোঁয়াড় ব্যতীত ছালাত আদায় করার কোন জায়গা না পেলে, বকরীর খোঁয়াড়ে ছালাত আদায় করতে পার, কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে আদায় করবে না'।[৭]

আযাবের স্থান : পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আযাবের স্থানে ছালাত আদায় করা যাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা এসব আযাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের লোকালয়ে ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত প্রবেশ করবে না। কান্না না আসলে সেখানে প্রবেশ করো না, যেন তাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল তা তোমাদের প্রতিও আসতে না পারে'।[৮]

---

* *সহকারী শিক্ষক, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা।*

১. *বুখারী হা/২৯৭৭; মুসলিম হা/৫২৩; ইবনে মাজাহ হা/৫৬৭।*
২. *বুখারী হা/৩৪২৫; মুসলিম হা/৫২০।*
৩. *মুসলিম হা/১০৫০, (ই.ফা) হা/১০৪৪; ছহীহুল জামি' হা/৩১০০।*
৪. *আল-মাউসূয়াতুল ফিকহিয়া (কুয়েত: ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়া ২য় প্রকাশ ১৯৮৩), ৩৭/১৯৪।*
৫. *আবূদাঊদ হা/৪৯২; তিরমিযী হা/৩১৭; মিশকাত হা/৭৩৭।*
৬. *আবূদাঊদ হা/৪৯৩।*
৭. *তিরমিযী হা/৩৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৭৬৮।*
৮. *বুখারী হা/৪৩৩, ৩৩৮০।*

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (ছাঃ) হিজর (ছামূদ গোত্রের বস্তি) অতিক্রম করেন, তখন তিনি বললেন, যারা নিজ আত্মার উপর অত্যাচার করেছিল তাদের আবাসস্থলে কান্নাকাটি ব্যতীত প্রবেশ কর না যাতে তোমাদের প্রতি শাস্তি আপতিত না হয়, যা তাদের প্রতি হয়েছিল। তারপর তিনি তাঁর মস্তক আবৃত করলেন এবং অতি দ্রুতবেগে চলে উক্ত উপত্যকা অতিক্রম করলেন।[৯]

বিদ্বানগণের ঐক্যমতে আযাবের স্থানে ছালাত আদায় নিষিদ্ধ। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, গযবের স্থানে ছালাত আদায় করা সকলের ঐক্যমতে হারাম।[১০]

ব্যস্ত রাস্তায় ছালাত আদায় করা : ব্যস্ত রাস্তা যেখানে যানবাহন চলাচল করে সেখানে মানুষকে কষ্ট দিয়ে ছালাত আদায় না করাই উত্তম। তবে যদি রাস্তার এক পাশে হয় এবং মানুষের চলাচলে অসুবিধা না হয় তাহ'লে সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে। এছাড়া পরিত্যাক্ত রাস্তায় ছালাত আদায় করা যাবে। তাছাড়া যরূরী প্রয়োজন, যেমন জুম'আ ও ঈদের ছালাতে জায়গা সংকুলান না হ'লে রাস্তায় আদায় করা যাবে।[১১] জনগণের চালাচলে বিঘ্ন না ঘটলে রাস্তায় ছালাত আদায় করা যাবে। যেমন নিম্নের হাদীছে এসেছে,

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা রাস্তার মাঝে বসা সম্পর্কে সতর্ক হও। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাতে না বসে তো আমাদের উপায় নেই। আমরা তথায় (বসে) আলোচনা করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদি তোমাদের একান্তই বসতে হয়, তাহ'লে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। ছাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ করা'।[১২]

সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ :

পৃথিবীর প্রথম মসজিদ হ'ল মক্কায় অবস্থিত মসজিদে হারাম বা বায়তুল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ، 'নিশ্চয়ই প্রথম ইবাদতগৃহ, যা মানবজাতির জন্য মক্কায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা বরকতমণ্ডিত এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক' *(আলে ইমরান ৩/৯৬)*।

আবূ যার গিফারী (রাঃ) বলেন, قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِد وُضِعَ أَوَّلَ؟ قالَ: المَسْجِدُ الحَرامُ. قُلتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ المَسْجِدُ الأقْصى قُلتُ: كَمْ كانَ بيْنَهُما؟ قالَ: أَرْبَعُونَ، ثُمَّ قالَ: حَيْثُما أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ، والأرْضُ لكَ مَسْجِدٌ، 'আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোন্টি? তিনি বললেন, মসজিদে আক্বছা। আমি বললাম, এ দুইয়ের নির্মাণের মাঝখানে ব্যবধান কত? তিনি বললেন, চল্লিশ (বছরের)। (অতঃপর তিনি বললেন), যেখানেই তোমার ছালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি ছালাত আদায় করবে। কারণ সম্পূর্ণ পৃথিবীই তোমার জন্য মসজিদ বা সিজদার স্থান'।[১৩]

পৃথিবীর প্রথম মসজিদ আদম (আঃ) সর্বপ্রথম কা'বা ঘর নির্মাণ করেন।[১৪] পরে ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র সন্তান ও তাঁর স্ত্রীকে এই মসজিদের নিকটে রেখে আল্লাহ্র কাছে এই বলে দো'আ করেন, 'আর যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার পালনকর্তা, এ শহর (মক্কা)-কে তুমি শান্তিময় কর এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের তুমি মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ। হে আমার প্রতিপালক! এই মূর্তিগুলো বহু মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসারী হবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার এক সন্তানকে তোমার এ পবিত্র (কা'বা) গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা যেন তারা ছালাত কায়েম করে। অতএব কিছু মানুষের অন্তরকে তুমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর। যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' *(ইবরাহীম ১৪/৩৫-৩৭)*।

পরে আল্লাহ্র আদেশে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ করেন এবং আল্লাহ্র কাছে এই বলে দো'আ করেন, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، 'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হ'তে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/১২৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময় কা'বা ঘরের দেয়ালগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং কা'বা ঘর থেকে মূল্যবান মালামাল চুরি হয়ে যায়। তখন কুরায়েশরা কা'বা ঘর সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ছিল তখন ৩৫ বছর। কা'বা নির্মাণের পর হাজারে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে কুরাইশদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যস্ততায় এর সমাধান হয় এবং গোত্রীয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। ফলে সকলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পায়।

হালাল টাকার অভাবে কুরাইশরা কা'বাকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর মূল ভিত্তির উপর নির্মাণ করতে পারেনি। ফলে হাত্বীমকে

---

৯. বুখারী হা/৪৪১৯।
১০. আল-মাজমূ' ৩/১৬৯; শারহুল মুমতে' ২/২৩৭-৬০।
১১. শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, প্রশ্নোত্তর নং ১৪০২০৮।
১২. বুখারী হা/৬২২৯; আবূদাঊদ হা/৪৮১৫।
১৩. বুখারী হা/৩৩৬৬; মুসলিম হা/৫২০; নাসাঈ হা/৬৯০; মিশকাত হা/৭৫৩।
১৪. বুখারী হা/৩৪২৫; মুসলিম হা/৫২০।

কা'বার দেয়ালের বাইরে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সার্বিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এটা থেকে বিরত থাকেন।[১৫]

আয়েশা (রাঃ)-এর বোনের ছেলে বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে (৬৪-৭৩ হিঃ) ৬৪ হিজরী সনে কা'বাগৃহ ভেঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইচ্ছানুযায়ী তা পুনর্নির্মাণ করেন। কিন্তু ৭৩ হিজরী সনে তিনি যুদ্ধে নিহত হ'লে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের নির্দেশে গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তা পুনরায় ভেঙ্গে আগের মত হাত্বীমকে বাইরে রেখে নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে আব্বাসীয় খলীফা মাহদী ও হারূণ এটি পুনর্নির্মাণ করে রাসূল (ছাঃ)-এর ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) তাদেরকে বলেন, 'আপনারা কা'বা গৃহকে রাজা-বাদশাহদের খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করবেন না।[১৬] বর্তমানে এভাবেই কা'বা ঘর রয়েছে এবং হাজীগণ হাত্বীমের বাহির দিয়েই তাওয়াফ করেন।

মসজিদে যিরার বা ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ :

মসজিদে যিরার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ، لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

'আরেক দল লোক রয়েছে যারা মসজিদ নির্মাণ করে (ইসলামের) ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে, যিদ ও কুফরীর তাড়নায়, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই যুদ্ধকারীদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের জন্য। অথচ তারা কসম করে বলে যে, কল্যাণ ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই কামনা করি না। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তুমি সেখানে কখনো দাঁড়াবে না। অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (ছালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্তুতঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(তাওবা ৯/১০৭-১০৮)*।

মসজিদে যিরার নির্মাণের ইতিহাস :

মসজিদে যিরার মুনাফিকদের চক্রান্তের একটি অংশ। মদীনায় আবু 'আমের নামক এক ব্যক্তি জাহেলী যুগে নাছারা ধর্ম গ্রহণ করে আবু 'আমের পাদ্রী নামে খ্যাত ছিল। তার পুত্র ছিলেন বিখ্যাত ছাহাবী হানযালা (রাঃ), যার লাশকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা নিজের গোমরাহী ও নাছারাদের দ্বীনের উপরই ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরত করে মদীনায় আসলে আবু 'আমের তার কাছে উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার অভিযোগের জবাব দেন। কিন্তু তাতে সেই হতভাগার অন্তর তৃপ্ত হ'ল না। তদুপরি সে বলল, আমরা দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে। সে এ কথাও বলল যে, আপনার যে কোন প্রতিপক্ষের সাহায্য আমি করে যাব। সে মতে হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনে সে মুসলমানদের বিপরীতে অংশ নেয়। হাওয়াযেনের মত সুবৃহৎ শক্তিশালী গোত্রও যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হ'ল, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়া চলে গেল। কারণ তখন সিরিয়া ছিল নাছারাদের কেন্দ্রস্থল।

এ ষড়যন্ত্রের শুরুতে সে মদীনার পরিচিত মুনাফিকদের কাছে চিঠি লিখে যে, রোম সম্রাট কর্তৃক মদীনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি। কিন্তু যথাসময়ে সম্রাটের সাহায্য হয় এমন কোন সম্মিলিত শক্তি তোমাদের থাকা চাই। এর পন্থা হ'ল এই যে, তোমরা মদীনায় মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যেন মুসলিমদের অন্তরে কোন সন্দেহ না আসে। তারপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ। আর পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর মুসলিমদের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ কর। তারপর আমি রোম সম্রাটকে নিয়ে এসে মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদের উৎখ্যাত করব।

তার এ পত্রের ভিত্তিতে বার জন মুনাফিক মদীনার কূবা মহল্লায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে। তারপর তারা মুসলমানদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নেয় যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বারা এক ওয়াক্ত ছালাত সেখানে পড়াবে। এতে মুসলিমগণ নিশ্চিত হবে যে, পূর্বনির্মিত মসজিদের মত এটিও একটি মসজিদ। এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করে যে, কূবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে রয়েছে। দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুস্কর। এছাড়া মসজিদটি এমন প্রশস্ত নয় যে, এলাকার সকল লোকের সংকুলান হ'তে পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন, তবে আমরা ধন্য হব।

নবম হিজরীর রজব মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, সফর শেষে ফিরে এসে ছালাত আদায় করবেন। কিন্তু তাবূক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন সূরা তওবার উপরোক্ত ১০৭ ও ১০৮ নং আয়াত নাযিল করে মহান আল্লাহ মুনাফিকদের

১৫. *বুখারী হা/১৫৮৬।*
১৬. *তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা বাক্বারাহ ১২৭-১২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৮১ পৃঃ।*

যড়যন্ত্র ফাঁস করে দেন।[১৭]

আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কতিপয় ছাহাবীকে এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এক্ষুণি গিয়ে কথিত মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো। আদেশ মতে তারা গিয়ে মসজিদটি সমূলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন।

তাই কোন মসজিদকে যিরার হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে। ১. মুসলিমদের ক্ষতি সাধন ২. কুফরী করা, ৩. মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি ও ৪. সেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের আশ্রয় দান।[১৮]

পূর্ববর্তী উম্মতের আমলে মসজিদ :

পূর্ববর্তী উম্মতদের ইবাদতের স্থানও মসজিদ বলে আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন। আছহাবে কাহাফের আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا–

‘এভাবে আমরা তাদের বিষয়টি প্রকাশ করে দিলাম। যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। অতঃপর যখন লোকেরা তাদের করণীয় বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল, তখন তারা বলল, তাদের গুহামুখে তোমরা একটা প্রাচীর নির্মাণ কর (যাতে ওটা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়)। কেননা তাদের বিষয়ে তাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন। তবে তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল ছিল তারা বলল যে, আমরা অবশ্যই তাদের উপর একটা মসজিদ নির্মাণ করব’ *(কাহাফ ১৮/২১)*।

বনী ইসরাঈলের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا–

‘তোমরা সৎকর্ম করলে নিজেদের জন্যই সেটা করবে। আর মন্দকর্ম করলে সেটাও নিজেদের জন্য। অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় সময়টি এসে গেল, (তখন আমরা অন্য বান্দাদের প্রেরণ করলাম) যাতে তারা তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমালিপ্ত করে দেয় এবং যাতে তারা মসজিদে (বায়তুল মুক্বাদ্দাসে) ঢুকে পড়ে, যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয় সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়’ *(ইসরা ১৭/৭)*।

এছাড়াও ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর বায়তুল্লাহ নির্মাণের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাকারিয়া (আঃ) মসজিদের ইমাম ছিলেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে ঈসা (আঃ)-এর মা মারিয়াম (আঃ) মসজিদেরই খাদেম ছিলেন এবং মসজিদের এক পার্শ্বে অবস্থান করেই মসজিদের খিদমত করতেন *(আলে ইমরান ৩/৩৬-৩৯)*।

[চলবে]

---

১৭. *সিরাত ইবনে হিশাম, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে বাগভী সূরা তওবা ১০৭-১০৮নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*

১৮. *কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), (সঊদী আরব : বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স ১৪৪০ হিঃ), ১/১০১৮ পৃঃ।*

আলিম (ছানাবিয়াহ) শ্রেণীতে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে **আলিম (ছানাবিয়াহ)** শ্রেণীতে এবং মারকাযের মহিলা শাখায় দু’বছর মেয়াদী **দাওরায়ে হাদীছ** কোর্সে ভর্তি নেওয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষা : ২০শে জুন শনিবার থেকে ২৭শে জুন শনিবার পর্যন্ত।

ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি : পরীক্ষার দিনগুলিতে প্রতিদিন সকাল ৯টা-১২টা পর্যন্ত পুরুষদের জন্য ০১৭১৭-৮৬৫২১৯ নম্বরে এবং মহিলাদের জন্য ০১৭০৯-৭৯৪৭০০ নম্বরে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে।

ক্লাস শুরু : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস শুরু হবে।

শর্তাবলী : (১) দাখিল বা সমযোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া (২) মূল কিতাব পড়ার যোগ্যতা ও আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান থাকা।

যোগাযোগ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫।

করোনার চিকিৎসা ও টিকা বিনামূল্যে সবার জন্য চাই

-কামাল আহমেদ

মহামারী নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে বড় মন্ত্র হিসাবে উচ্চারিত হচ্ছে যে কথাটি, তাহ'ল সবাই নিরাপদ না হ'লে, কেউই নিরাপদ নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই মন্ত্র প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং তার ভক্তকুল ছাড়া বাকী বিশ্বের প্রায় সবাই গ্রহণ করে নিয়েছেন। ব্যক্তিগত দায়িত্বের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই; কিন্তু কেউ যদি তা এড়াতে চায়, কারও যদি সামর্থ্য না থাকে, কেউ যদি ভয়ে মিইয়ে যায় এবং মহামারির সংক্রামক রোগের ছোঁয়া থেকে মুক্ত না হয়, তাহ'লে কী হবে? ঝুঁকির খড়্গ সবার ওপরেই ঝুলে থাকবে।

এই সংক্রমণ বন্ধের সব চেষ্টা তাই সব দেশেই সার্বজনীন হওয়ার কথা। স্বাস্থ্যসেবাকে সংবিধানে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হ'লেও গত ৫০ বছরে রাষ্ট্র তা উপেক্ষা করে এসেছে, বাজারের হাতে ছেড়ে দিয়ে পার পেয়েছে। মহামারির মতো কোন সর্বনাশা জনস্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলা করতে হয়নি। এখন মহামারী মোকাবেলাকে বাজার ব্যবস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়ার মতো পথ বেছে নেওয়ার মুখে সেটি কতটা আত্মঘাতী হ'তে পারে, তা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শীর্ষে থাকা দেশগুলোতেও যেখানে বেসরকারি হাসপাতালগুলো সরকার সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যুক্ত করেছে, সে রকম ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী বাংলাদেশে শুরু থেকেই করা হয়েছে। কিন্তু তা করা হয়নি। বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে করোনা রোগীদের চিকিৎসা দিতে বাধ্য করার নির্দেশনা জারী করতে পার হয়েছে তিন মাস। ইতিমধ্যে মন্ত্রীদের কেউ কেউ বলেছেন, বেসরকারি হাসপাতালের কোন কোনটি নাকি অস্বাভাবিক ভাড়া দাবী করেছে। অস্বাভাবিক ভাড়া দাবী করলেই কি সরকারের আর কিছু করার থাকে না? যে হাসপাতাল সরকার সাময়িকভাবে অধিগ্রহণ করবে, তার গত এক বছরের মাসিক আয়-ব্যয়ের হিসাব (আয়করের নথি অনুযায়ী) দেখে তার ভিত্তিতেই তো সরকার মালিকপক্ষের সাময়িক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে পারে। এর জন্য তো কোন মূল্য নির্ধারণ কমিশন গঠনের প্রয়োজন হয় না।

দেশের বিত্তবান এবং ক্ষমতাধরদের অনেকে সর্বসাধারণের জন্য নির্ধারিত স্বাস্থ্যসেবা পসন্দ নাও করতে পারেন এবং সেজন্য তাঁরা আয়েশি ও ব্যয়বহুল ব্যবস্থার সন্ধান করতে পারেন। সরকার সেই পথ খোলা রাখলে খুব জোরালো কোন প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের সম্ভাবনা আপাতত নেই। যে কারণে বেসরকারি হাসপাতালে কোভিড-১৯ টেস্টের জন্য সরকারিভাবে ৩৫০০ টাকা নির্ধারণ করে দেওয়া হ'লেও তারা (কথিত সার্ভিস চার্জ যুক্ত করে) ৪৫০০ টাকা করে আদায় করছে। কিন্তু এখন বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে কোভিড-১৯ এর চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণে নেওয়া উদ্যোগের ব্যয়ের বোঝা সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা কী?

করোনা চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালগুলোর যে আর ধারণক্ষমতা নেই, সেটি মেনে নিয়েই সরকার বেসরকারি হাসপাতালগুলোর সামর্থ্য ও সম্পদকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য যথার্থ হ'লেও কৌশলটি মোটেও ঠিক নয়। এমনকি সরকার যদি চিকিৎসার খরচ নির্ধারণ করেও দেয়, তাহ'লেও নয়। মহামারী মোকাবেলায় সবার জন্য চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার সর্বজনীন ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। সামর্থ্যহীনতার কারণে ইতিমধ্যেই বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর শিকার হয়েছেন এমন নযীর রয়েছে।

হাসপাতাল-ভীতি আমাদের উপমহাদেশের একটি অত্যন্ত পুরোনো সমস্যা। অতীতে মুরব্বীজনেরা ছোটদের জন্য দো'আ করার সময় তাদের যেন কখনো হাসপাতালে যেতে না হয়, সেই কামনার কথা বলতেন। সরকারি হাসপাতালগুলোর এবং ক্ষেত্রবিশেষে বেসরকারি হাসপাতালগুলোর সেবার মান ও দৈন্য মানুষের এই ভয় তো কাটাতে পারেইনি, বরং বাড়িয়েছে। করোনা সংক্রমণের শুরু থেকে সাধারণ রোগের চিকিৎসার জন্য রোগীদের যে হয়রানি আর দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, তাতে হাসপাতাল এড়াতে এই রোগীদের কেউ কেউ যে রোগ গোপন করবেন না, এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই।

বেশীর ভাগ রোগী এমনিতেই ভালো হয়ে যান বলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, এমন ভাবনা যতটা বিভ্রান্তিকর, তার চেয়ে বহুগুণে বেশী বিপজ্জনক। এমন বাস্তবতায় বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ রোগীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ভাবনা অবিলম্বে পরিত্যাগ করা উচিত। সামর্থ্যবান ও সম্পদ শালীদের অনেকেই ইতিমধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা পেয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও যে পাবেন, তা মোটামুটি নিশ্চিত করে বলা যায়। হাসপাতালে শয্যাসংকট দেখা দিলে যাঁরা রাজনৈতিক-প্রশাসনিক প্রভাব খাটাতে সক্ষম, তারা সেই সুবিধা আদায় করতে পারবেন। তাহ'লে বৈষম্যের শিকার হবেন কেবল তারাই, যারা সব সময়েই পিছিয়ে থাকেন সমাজের দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত। এটা কোনভাবেই কাম্য নয়। সবাই নিরাপদ না হ'লে কেউই নিরাপদ নয় এটি শুধু কোন একটি দেশের বিষয় নয়, বৈশ্বিকও।

তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোন বলিষ্ঠ বৈশ্বিক নেতৃত্ব না থাকায় মহামারী মোকাবিলায় সেগুলোর মধ্যে তেমন একটা কার্যকর সমন্বয় নেই। উপরন্তু নযীরবিহীন এই সংকটকালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চীনের সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধের জেরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছেন। এই পটভূমিতে করোনার টিকা বা ভ্যাকসিন উদ্ভাবনে যে দেশ এবং প্রতিষ্ঠানই সফল হোক না কেন, তাকে জনগণের টিকায় রূপান্তরের সম্ভাবনা গুরুতর

অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে।

কোভিড-১৯ এর টিকা যাতে সবার জন্য বিনা মূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, সেজন্য বেশ কিছু বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক তৎপরতা চলছে। এ রকম এক উদ্যোগের অংশ হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১৪০ জন নেতা ও বিশিষ্টজন এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, কোভিড-১৯ চিকিৎসায় উদ্ভাবিত যেকোন টিকা হ'তে হবে জনগণের টিকা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালনা পরিষদ ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলির সাম্প্রতিক অধিবেশনের প্রাক্কালে এক চিঠিতে এসব নেতা বলেন, টিকা হ'তে হবে পেটেন্ট বা মেধাস্বত্ব মুক্ত, তা দ্রুত উৎপাদন করতে হবে এবং বিনা মূল্যে বিতরণ করতে হবে। টিকা পাওয়ার সারিতে কে কোথাকার বাসিন্দা বা কত আয় করেন, সেই বিবেচনায় কাউকেই পেছনে ঠেলে দেওয়া যাবে না।

ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলির সভায় হুবহু এ রকম কোন প্রস্তাব গৃহীত না হ'লেও কাছাকাছি ধরনের একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে, যাতে এই ভাইরাস মোকাবেলায় সব অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি ও পণ্য সবাই ন্যায্যতার ভিত্তিতে পেতে পারে। তবে টিকার কার্যকারিতা এবং নিরাপত্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ না হ'লেও সম্ভাবনার দিক থেকে এগিয়ে থাকা উদ্ভাবনগুলো পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা বেশ ভালোভাবেই শুরু হয়েছে। সম্ভাব্য একটি টিকা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রশ্নে টানাপোড়েনের সাময়িক নিষ্পত্তি হ'লেও অন্যগুলোর ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। অক্সফোর্ডের উদ্ভাবিত টিকা সফল হ'লে তার তিন কোটি ডোজ সবার আগে যুক্তরাজ্য কিনে ফেলেছে। ঐ প্রকল্পে ভারত এবং আরও কয়েকটি দেশ যুক্ত থাকায় তারাও প্রায় কাছাকাছি সময়ে কিছু টিকা পেতে পারে। কিন্তু টিকা কূটনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়, তা এখনো স্পষ্ট নয়। চীন তার তৈরি টিকার ব্যাপারে যতটা আশাবাদী, বাংলাদেশ হয়তো তাতে কিছুটা আশান্বিত হ'তে পারে।

গেল সপ্তাহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অধীনে একটি অভিন্ন উদ্যোগ আনুষ্ঠানিকভাবে সূচিত হয়েছে। শুধু ধনী দেশগুলো তাদের ক্রয়ক্ষমতার কারণে রোগ শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসার সরঞ্জাম, ওষুধ-পথ্য ও টিকা নিয়ে যাবে, আর অন্যরা পেছনে পড়ে থাকবে তা যাতে না হয়, সেজন্য বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত বিনিময় এবং উদ্ভাবকদের মেধাস্বত্বের খরচ জোগানোই হচ্ছে এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য। সম্ভাব্য টিকা এবং চিকিৎসা প্রযুক্তির সক্ষমতা অর্জনের এই সুযোগ নিশ্চয়ই হাতছাড়া হবে না, সেটুকু কি আমরা আশা করতে পারি? *[সংকলিত]*

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে' মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় মসজিদটি সম্প্রসারণ করা যরূরী হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যে বহুতল বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো হচ্ছে। ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য ক্ষেত্রে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফান্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। মোবাইল : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ায় পাঁচদিন

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(শেষ কিস্তি)

৮.

২৮শে জানুয়ারী ২০২০, সকাল ৮-টা। গাড়ি ছুটে চলেছে জাকার্তার পথে। পথিমধ্যে আমার কয়েকজন ইন্দোনেশীয় বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করি। প্রিয় বন্ধু শুআ'ইব আব্দুল হালীমসহ ছোটভাই সান্দ্রী, এমহা ও আহমাদ ফাতেহের সাথে কথা হয়। তবে এরা জাভা, সুলাওয়েসী প্রভৃতি প্রদেশে থাকে। ফলে দেখা হওয়ার সুযোগ নেই। জাকার্তার কেন্দ্রস্থল যতই এগিয়ে আসে, ততই ট্রাফিক জ্যাম দীর্ঘতর হ'তে থাকে। জ্যামের তীব্রতা কমাতে সরকার অফিসকালীন সময়ে একদিন জোড়, অপরদিন বেজোড় নম্বরের গাড়ি শহরে ঢুকতে দেয়। কিন্তু তাতেও জ্যাম থেকে মুক্তি মেলে না। শম্ভুক গতিতে প্রায় ঘন্টাখানেক চলার পর গাড়ি সেন্ট্রাল জাকার্তায় প্রবেশ করে। শহরের মধ্যে অবশ্য তেমন জ্যাম নেই। বিভিন্ন ব্যাংক ও বিজনেস সেন্টার ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিনন্দন আকাশচুম্বী ইমারতে ছেয়ে আছে চারিদিক। প্রাইভেট গাড়ির সাথে অসংখ্য মটরবাইক চলাচল করছে। কারো মধ্যে আইন ভাঙ্গার প্রবণতা নেই। ট্রাফিক পুলিশ চোখে পড়ে না। রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সবকিছু খুবই পরিপাটি ও সুনিয়ন্ত্রিত। চাকচিক্যে আভিজাত্যে সিঙ্গাপুরের চেয়ে মোটেও পিছিয়ে আছে মনে হ'ল না সুবিশাল জনসংখ্যার এই শহরটিকে। রাস্তা-ঘাটে নারীসমাজের বিপুল উপস্থিতি। তবে সিঙ্গাপুরের সাথে পার্থক্য হ'ল যে, এখানকার নারীরা কিছুটা শালীন ও হিজাব পরিহিতা। আর সিঙ্গাপুর হ'ল একজন সুশীল মানুষের জন্য স্রেফ দৃষ্টি অবনত রাখার স্থল। মা'আযাল্লাহ! বদরুদ্দীন খুবই অভিজ্ঞ ড্রাইভার। গল্প করতে করতে সাবলীলভাবে গাড়ি চালাচ্ছে। বিশাল জাকার্তা শহরের অলি-গলি সব যেন তার চেনা। নিজেই বলল, জাকার্তার ট্যাক্সি ড্রাইভাররাও প্রায়শ রাস্তা ভুল করে। কিন্তু আমার ভুল হয় না। কেননা সেই পনের বছর বয়স থেকে এই শহরে নিয়মিত ড্রাইভ করি। তার দক্ষতায় সত্যিই মুগ্ধ হ'লাম।

প্রথমেই আমরা এলাম ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মসজিদ ইস্তিকলাল মসজিদে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই মসজিদটি ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্মারক হিসাবে নির্মিত। ১৯৭৮ সালে এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। এই মসজিদে একত্রে প্রায় ২ লক্ষ মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারেন। মসজিদের ৭টি প্রবেশদ্বার রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্র ৭টি গুণবাচক নাম যেমন আল-ফাত্তাহ, আর-রাযযাক, আস-সালাম প্রভৃতি নামে নামকরণকৃত। পার্কিং-এ গাড়ি রেখে আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। নতুন করে সংস্কারকাজ আরম্ভ হওয়ায় মসজিদের বেশকিছু অংশ বন্ধ রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরভাগের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বিরাটকায় নকশাদার গম্বুজ, যাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম-মৃত্যু দিবস (তাদের ধারণামতে, ১২ই রবীউল আওয়াল)-কে ধারণ করা ১২টি স্টেইনলেস স্টিলের চওড়া পিলার। মসজিদের ছাদের উচ্চতা ৫০ মিটার বা প্রায় ১৬০ ফুট। সেই সুউচ্চ ছাদের দিকে তাকালে বুকটা দিগন্তছোঁয়া যমীনের মত বিস্তৃত হয়ে যায়। ইবাদতে আসে অসীম প্রশান্তি। মসজিদের প্রায় মধ্যভাগ থেকে হালকা পার্টিশন দিয়ে মসজিদকে দু'টি অংশে বিভক্ত করা। একপার্শ্বে পুরুষ, অপর পার্শ্বে মহিলারা ছালাত আদায় করে। যোহরের আযান হ'ল। দশ মিনিট পরই জামা'আত। সাধারণ মুছল্লী ছাড়াও প্রচুর স্কুল ড্রেস পরা ছাত্রকে জামা'আতে উপস্থিত হ'তে দেখা গেল। মহিলা মুছল্লীদের সংখ্যাও অনেক। প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলাম। ইমাম ছাহেব যথারীতি দাঁড়িবিহীন। ছালাতের পর মিনিট পাঁচেক স্থানীয় ভাষায় কিছু নছীহত করলেন বটে; তবে তাতে প্রাণের ছোঁয়া পেলাম না।

ছালাত শেষে বিশাল মসজিদের ভেতর-বাহির ঘুরে ঘুরে দেখলাম। গাড়িতে উঠার সময় হঠাৎ একজন হকার চোখে পড়ে। বাচ্চাদের খেলনা হিসাবে ১০ টাকা (১৫০০ রুপাইয়া) মূল্যের সামান্য প্লাস্টিকের পাখি বিক্রি করছে মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে। পার্কিং-এ থাকা শত শত দামী গাড়ি বহরের ফাঁক গলে তার ভগ্নস্বাস্থ্য সকরুণ চেহারায় আমার দৃষ্টি আটকে যায়। অন্তর্দেশ কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে। দশ টাকার খেলনা ধনীরা তার কাছ থেকে কেনইবা নেবে? সহসাই আশেপাশে তাকিয়ে দেখি, কোন ভিক্ষুকের দেখা পাওয়া যায় কি-না। না, কোথাও কোন ভিক্ষুক নেই। কেবল একজন হকার। দাঁড়িয়ে আছে বিত্তের বিপুল ঠমকের মাঝে এক 'অসুন্দর তিলক' হয়ে! আমি একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকি আর বুকের ভেতর থেকে আসা দীর্ঘশ্বাস গোপন করি। কে জানে, এই মানুষগুলো আজ যাদের করুণার পাত্র, হয়ত অন্য জগতে তারা একটি নেকির আশায় তাদের কাছেই করুণার ভিখারী হবে।

পরবর্তী গন্তব্য মারদেকা স্কয়ার বা ন্যাশনাল মন্যুমেন্ট। ইস্তিকলাল মসজিদের কাছাকাছিই এর অবস্থান। পার্কিং-এ গাড়ি রেখে এক রেস্টুরেন্টে আমরা ঢুকলাম হালকা নাশতার জন্য। নুডল্সের সাথে সব্জি, মাশরুম আর মীট বল সহকারে এক রকম খাবারের অর্ডার করল বদরুদ্দীন। নামটা সম্ভবত মী বাকসো। সাথে যথারীতি আইস চা। নাশতা সেরে মেইন গেট দিয়ে সুবিশাল মন্যুমেন্ট প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলাম। পায়ে হেঁটে পুরোটা দেখতে সারাদিন লেগে যাবে। পর্যটকবাহী ট্যুরিস্ট কারে চড়ে আমরা চত্বরটা একবার প্রদক্ষিণ করলাম। ১৯৭৫ সালে স্থাপিত এই স্বাধীনতার স্মারক মন্যুমেন্টটির উচ্চতা ১৩২ মিটার। মন্যুমেন্টের বেসমেন্ট অংশে ন্যাশনাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম রয়েছে। মন্যুমেন্টের উপর ১১৫ মিটার উচ্চতায় একটি অবজার্ভেশন ডেক আছে, যেখান থেকে জাকার্তা শহরের স্কাইভিউ চমৎকারভাবে নযরে আসে। তবে একবারে ৫০ জনের বেশী ওঠা যায় না। কিউতে পর্যটকদের

দীর্ঘ লাইন দেখে আমরা ফিরে এলাম। বদরুদ্দীন বলল, এর চেয়ে আমরা বরং ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যেতে পারি, যেটি কিনা মন্যুমেন্টের চেয়েও খানিকটা উঁচু। শুধু তাই নয়, এটি বিশ্বের সর্বাধিক উচ্চতার লাইব্রেরীও বটে।

মারদেকা স্কয়ার থেকে ১২৭ মিটার দৈর্ঘ্য ও ২৪ তলাবিশিষ্ট ন্যাশনাল লাইব্রেরীটি দেখা যায়। বদরুদ্দীন সেখানে যাওয়ার প্রস্তাব করলে আমি সানন্দে সায় দেই। লাইব্রেরী বরাবরই আমার প্রিয় স্থান। তাছাড়া এত বড় আধুনিক লাইব্রেরী দেখার সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। মন্যুমেন্ট থেকে মূল রাস্তা অতিক্রম করলেই লাইব্রেরী। গ্রাউন্ড ফ্লোরে আসতেই মনটা ফুরফুরে হয়ে ওঠে রঙ-বেরঙের বৈচিত্র্যপূর্ণ ফুলগাছ, অর্কিড দেখে। উন্মুক্ত চত্বরে মানুষ বসে আছে। কেউ বই পড়ছে, কেউ গল্প করছে। জাকার্তায় এমন স্থান কমই রয়েছে, যেখানে গাড়ি পার্কিং-এর জন্য ফী দিতে হয় না। কিন্তু লাইব্রেরীতে পার্কিং ফী নেই। পড়ুয়াদের উৎসাহিত করার জন্য যাবতীয় অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনাই এতে রয়েছে। ডিজিটাল লাইব্রেরী সিস্টেমে মুহূর্তের মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত বই বা বিষয়ের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। বর্তমানে এখানে পঞ্চাশ লক্ষাধিক বই রয়েছে।

কেন্দ্রীয়ভাবে শীততাপনিয়ন্ত্রিত লাইব্রেরীর বেশ কয়েকটি ফ্লোর ঘুরে দেখলাম। ঝকঝকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত বইয়ের র‍্যাক। রয়েছে পড়ার জন্য সোফা ও টেবিল-চেয়ার। শিক্ষার্থীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নিঃশব্দে পড়াশোনা করছে। সর্বোচ্চ তলায় উঠার পর দৃশ্যটা ছিল সারপ্রাইজের মত। অবজার্ভেশন ডেকের মত চারিদিকে কাঁচে ঘেরা ফ্লোর। পুরো জাকার্তা শহর এখান থেকে দেখা যায়। কক্ষের একপার্শ্বে ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্যের চিত্রপ্রদর্শনী। অপরদিকে নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্য সোফা ও টেবিল। এক কোণে ১০-১২টির মত বিশেষ চেয়ার-টেবিল গ্যালারীর মত করে সাজানো। সেখানে ন্যাশনাল মন্যুমেন্টসহ জাকার্তা শহরের স্কাইভিউ সামনে রেখে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করছে। কি যে অদ্ভুত সুন্দর জায়গাটা! একটা চেয়ারে কিছুক্ষণ পড়াশোনার লোভ সামলানো কঠিন। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরও ফাঁকা চেয়ার মিলল না। সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম আর মনে মনে স্বপ্ন দেখতে থাকলাম, কোন একদিন এমন কোন লাইব্রেরীর আশেপাশে বসবাসের সৌভাগ্য আমার হবে ইনশাআল্লাহ। এতবড় না হোক, ছোটখাটো একটা লাইব্রেরী থাকবে, যেখানে শিক্ষার্থীরা ২৪ ঘন্টা স্বাধীনভাবে পড়াশোনা করতে পারবে। গবেষকদের জন্য দিনের পর দিন থাকার বন্দোবস্ত থাকবে। পাকিস্তানে ইসলামাবাদের মারী রোডে অবস্থিত মুফতী সাঈদ ছাহেবের লাইব্রেরীর কথা মনে পড়ে। পাহাড়ের গায়ে স্থাপিত তাঁর বিশালকায় অত্যাধুনিক লাইব্রেরীটির পাশ দিয়ে কলকল ধ্বনিতে নিত্য বয়ে যায় পাহাড়ী ঝর্ণা। জঙ্গল থেকে শন শন বয়ে আসে সজীব হাওয়া। লাইব্রেরীর সাথেই গবেষকদের জন্য রয়েছে পাঁচটি রুম। সেখানে তাদের যতদিন খুশী থাকার সুযোগ রয়েছে। থাকা-খাওয়া সব ফ্রি। আমারও সুযোগ হয়েছিল সেই মনোরম অতিথিশালায় দু'দিন থাকার। কি যে চমৎকার সময় কেটেছিল সেখানে! সুবহানাল্লাহ।

লাইব্রেরীর সর্বোচ্চ তলা থেকে দূরে সমুদ্রের নীলাভ পানিরেখা দেখে সমুদ্র সৈকতে যেতে চাইলাম। গাড়ীতে উঠলে বদরুদ্দীন বলল মজলিস উলামা ইন্দোনেশিয়া (MUI)-এর অফিসে নিয়ে যাবে। এটি ইন্দোনেশিয়ার ইসলামী সংগঠনগুলোর একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় পরিষদ, যা সরকারীভাবে পরিচালিত। এই পরিষদে শী'আ ও আহমাদিয়া ব্যতীত অন্যান্য সকল ইসলামী দলের অংশগ্রহণ রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার্থে এই পরিষদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সালাফী সংগঠন মুহাম্মাদিয়া এসোসিয়েশনের প্রধান ড. শামসুদ্দীন বিগত সেশনে এই সংগঠনের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এখানে যাওয়ার সুযোগ হবে জেনে খুব খুশী হ'লাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল, অফিসের কাছাকাছি পৌঁছতেই দেখা গেল সেই রাস্তায় সংস্কারের কাজ হচ্ছে। বিকল্প কোন রাস্তাও নেই। আবার জাকার্তায় যেখানে-সেখানে গাড়ি পার্কিং-এর সুযোগও নেই। অগত্যা গাড়ি ঘুরিয়ে আমরা সমুদ্র সৈকতের দিকে রওয়ানা হ'লাম। পথে বেশ কয়েকটি টোল প্লাজা পড়ল। ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা থাকায় কোথাও টাকা দেয়া লাগছে না। কেবল মেশিনে কার্ড দেখানোই যথেষ্ট। শুধু তাই নয়, এ কয়দিন সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়ায় কার্ডের যে বহুল ব্যবহার দেখছি, তাতে মনে হয়েছে হয়তবা আর কিছুদিন পর এসব দেশ থেকে কাগজের নোট বা ধাতব মুদ্রার বিলুপ্তি ঘটবে।

আমরা আনচোল (Ancol) সী বীচ এরিয়ায় প্রবেশ করলাম। এই বীচকে কেন্দ্র করে পুরো একটা পর্যটন শহর পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। কি নেই এখানে। আনচোল ড্রিমল্যাণ্ডে ঢুকলে ফাইভ স্টার আবাসিক হোটেল থেকে শুরু করে বিনোদনের যাবতীয় উপকরণ পাওয়া যাবে। এখানে রয়েছে ইকোপার্ক, ডলফিন ও সিন্ধুঘোটকসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাণীদের প্রদর্শনী। রয়েছে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ এ্যাকুরিয়াম, ওয়াটার এ্যাডভেঞ্চার, ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ডসহ বিশ্বমানের নানা আয়োজন। আমরা সী বীচে পৌঁছে আছরের ছালাত আদায় করলাম। প্রচণ্ড গরম। পর্যটকদের ভীড় প্রায় নেই বললেই চলে। জাভা সাগরের পানি আশ্চর্য রকম শান্ত। কোন ঢেউ নেই। সমুদ্রের বুক থেকে লোনা পানির ভেজা বাতাসও গা জুড়িয়ে দেয় না। সমুদ্রকে সমুদ্রের রূপে না দেখতে পেয়ে কিছুটা নিরাসক্তভাবে বালিয়াড়িতে হেঁটে বেড়াই। লাভ ব্রীজ নামে একটি পায়ে হাঁটার ব্রীজ সমুদ্রের মাঝে অনেক দূর চলে গেছে। সেখানে কিছুক্ষণ সময় কাটাই। তারপর সেখান থেকে ফিরে আসি।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য বোগর (Bogor) সিটি। এটি জাকার্তা থেকে ৬০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত একটি পাহাড়ী শহর। প্রায় প্রতিদিনই এখানে বৃষ্টি হয় বলে এটি রেইন সিটি বা বৃষ্টির শহর হিসাবেও পরিচিত। সবুজ পাহাড় আর চমৎকার নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার কারণে মানুষ এখানে

ভীড় জমায়। জাকার্তার বাইরে অন্য শহরগুলো কেমন তা দেখতে চাইলে বদরুদ্দীন এই পর্যটন শহরের কথা বলল। জাকার্তা পেরিয়ে বোগরমুখী জাগোরাভী টোল রোড ধরে যাত্রা শুরু হ'তেই ভয়াবহ ট্রাফিক জ্যামে পড়ে গেলাম। ছয় লেনের রাস্তা যানবাহনে ঠাসা। বিকেলে অফিস ছুটি হওয়ায় সবাই জাকার্তা ছেড়ে পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে যাচ্ছে। প্রায় ঘন্টা দেড়েক চলার পর যখন অর্ধেক পথও অতিক্রম করা গেল না, তখন বদরুদ্দীনকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বললাম। কেননা এভাবে শম্ভুক গতিতে চলতে থাকলে দিনের আলোতে আর বোগর সিটি দেখার সুযোগ হবে না। সুতরাং জাকার্তা ফিরে যাওয়াই উত্তম। ফিরতি পথে অবশ্য জ্যাম তেমন পড়ল না। সুতরাং বেশ দ্রুতই জাকার্তা ফিরে বদরুদ্দীনের নিজ বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। টাঙ্গেরাং সিটিতে ঢোকার পর একটা শপিং মলে নিয়ে গেল বদরুদ্দীন। এখানে মাগরিব-এশার ছালাত আদায় করে নিয়ে কিছু ইন্দোনেশিয়ান কাপড়-চোপড় ও খাবার কিনলাম। তারপর এক হোটেলে গতদিনের মত সাতেই কাবাব দিয়ে রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। রাস্তা থেকে কিনে নিলাম ডুরিয়ান ও রামবুতান নামের দু'টি ফল।

বদরুদ্দীনের বাড়ী টাঙ্গেরাং শহর থেকে কাছেই পরিস জায়া এলাকায়। তার পিতা মাওলানা হাসানুদ্দীনের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা দারুস-সালাম (Pondok Pesantren Darussalam) সংলগ্ন একতলা বাড়িতে তারা থাকে। বাড়িতে যখন আমরা পৌঁছলাম, তখন রাত দশটা বেজে গেছে। বদরুদ্দীনের পিতা মাওলানা হাসানুদ্দীন এবং তার বড় ভাই আহমাদ বাহরুল হিকাম দেখা করতে এলেন। তাঁদের সাথে বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব হ'ল। বড় ভাই বদরুল হিকাম ইয়েমেনে পড়াশোনা করেছেন। ফলে ভালো আরবী জানেন। তিনি ডুরিয়ান ফল কেটে খাওয়া শিখালেন। প্রায় কাঠালের মত দেখতে ফলটি নামে সকল ফলের মা হিসাবে পরিচিত ইন্দোনেশিয়ায়। স্বাদ ও রংও প্রায় হুবহু কাঠালের মতই। কিন্তু স্বাদ ও গন্ধ এতই তীব্র যে মাথা ঘুরে যাওয়ার দশা হ'ল আমার। কোনক্রমে দু'টো কোয়া খেয়ে ক্ষান্ত দিলাম। কিন্তু উনারা তিনজন মুহূর্তেই দু'টো মাঝারী সাইজের ডুরিয়ান ফল সাবাড় করে ফেললেন। রামবুতান ফলটি অবশ্য খেতে ভাল লাগল। অনেকটা লিচুর মতই স্বাদ।

ঘুমাতে ঘুমাতে ১২-টা বেজে গেল। পরদিন ২৯শে জানুয়ারী'২০ সকালে ফজরের ছালাতের পর ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নছীহতমূলক বক্তব্য রাখলাম। বদরুদ্দীন অনুবাদ করে দিল। বক্তব্য শেষে তাওহীদ ও আক্বীদা বিষয়ক কিছু প্রশ্ন করলাম। ছাত্ররা উত্তর দিল বটে, কিন্তু খুব একটা সন্তোষজনক নয়। সবচেয়ে কষ্ট পেলাম যখন বড় ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলাম বুলূগুল মারামের সংকলক কে? তারা কেউই বলতে পারল না স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পূর্বে। অতিরিক্ত লজ্জাবোধ হয়ত তাদেরকে আড়ষ্ট করে রেখেছিল। মসজিদ থেকে বের হয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় গতদিনের পুনরাবৃত্তি হ'ল। কুর্নিশের ভঙ্গিতে ডান হাত চুম্বন করল প্রায় শতাধিক ছাত্র। বাঁধা দেয়ার কোন সুযোগ নেই। আমি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম তাদের সৌজন্যতার আতিশয্যে। একটা বিষয় আমাকে অবাক করেছে যে, গতকাল থেকে যে মাদ্রাসাগুলো চোখে পড়েছে সবগুলোতে ছাত্রদের সাথে ছাত্রীও রয়েছে এবং তারা একই আবাসিক ক্যাম্পাসে পৃথক বিল্ডিং-এ থাকে। টিনেজ বয়সের ছেলে-মেয়েরা এভাবে পাশাপাশি বিল্ডিং-এ থাকলে স্বভাবতই কোন বিপদাপদ বা নিরাপত্তার সমস্যা হওয়ার কথা। বদরুদ্দীন যদিও বলল, কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে বলে সাধারণত কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে আমার মনে খটকাই রয়ে গেল।

সকাল ৯-টায় সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে ফিরতি ফ্লাইট। সুতরাং দ্রুত সকালের নাশতা করে তৈরী হয়ে নিলাম। বদরুদ্দীনের পিতা আমার সাথেই নাশতা করলেন। ছোটখাটো বিনয়াবনত মানুষ তিনি। হালকা দাড়ি রেখেছেন। নাশতার পর কথার ফাঁকে বললেন, তিনি মাদ্রাসায় ফিকহ পড়ান। ফিকহের যে গ্রন্থটি পড়ান, সেটির নাম অপরিচিত মনে হ'লে লেখকের নাম জানতে চাইলাম। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ নামটি বলতে পারলেন না। নাশতার পর তিনি সিগারেট ধরালেন আর এ্যাশট্রেতে পোড়া অংশ ফেলতে লাগলেন। আজ আর অবাক হ'লাম না। এ দৃশ্যের সাথে পরিচয় হয়েছে আগেই। সকাল ৭-টার দিকে বাসা থেকে বের হ'লাম। বাসার কাছাকাছি অবস্থিত বাটু সেপের রেল স্টেশন। এখান থেকে মাত্র ২০ মিনিটে এয়ারপোর্টে পৌঁছানো যায়। সবকিছু ডিজিটালাইজ্ড। বদরুদ্দীন কার্ড ঢুকিয়ে টিকিট কেটে নিল। প্রতি ২০ মিনিট পর পর ট্রেন আসে। বৈদ্যুতিক ট্রেন বলে কোন আওয়াজ নেই। সফেদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ট্রেনে উঠতে না উঠতে মুহূর্তেই এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেলাম। বিদায়ের সময় বদরুদ্দীনকে দাওয়াত দেই বাংলাদেশে আসার জন্য। তার চেহারা কিছুটা আবেগাপ্লুত। বলল, আমি কাউকে বিদায় দিতে সাধারণত আসি না। এলেও বিদায় বলতে পারি না। মনটা এত খারাপ হয়ে যায়! আমি তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেই। গত দু'দিন যেভাবে আমাকে পুরোটা সময় দিয়ে জাকার্তা শহর ঘুরিয়েছে, রকমারী খাবার খাইয়েছে, তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বন্ধুত্ব যে কতটা মধুর সম্পর্কের নাম, সেটা সে যথার্থই প্রমাণ করে দেখিয়েছে। আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন! ইমিগ্রেশন পার হওয়ার পর গেটের দিকে তাকিয়ে দেখি বদরুদ্দীন তখনও দাঁড়িয়ে আছে। আমি হাত নাড়িয়ে বিদায় গ্রহণ করি।

যথাসময়ে ফ্লাইট ছাড়ল। বেলা ১২-টার দিকে সিঙ্গাপুর চাঙ্গি এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। বিকাল ৩-টা ৫০-এ পুনরায় ঢাকাগামী ফ্লাইট ছাড়বে। সুতরাং সিঙ্গাপুরে আরও ঘন্টা তিনেক অবস্থান করতে হবে। আরেকবার এন্ট্রি নিয়ে ইমিগ্রেশন পার হয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে এলাম। সিঙ্গাপুরের সাংগঠনিক ভাইয়েরা তখনও পৌঁছেননি। আমি সেই ফাঁকে চাঙ্গি এয়ারপোর্টের বিশেষ সৌন্দর্য 'দ্যা রেইন ভরটেক্সে' এসে বসলাম। চারিদিকে রূপকথার শাদ্দাদের বেহেশতের মত থরে থরে সাজানো বাগান আর মাঝে ১৩০ ফুট উচ্চতা থেকে পতন ঘটছে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু কৃত্রিম ঝর্ণাধারা। কি যে এক

চোখ ধাঁধানো অপরূপ সৌন্দর্যের আধার! দৃষ্টি ফেরানো দায়। কিছুক্ষণের মধ্যে মোয়াযযম ভাই, সামী ইউসুফ ভাই ও মাহবূব ভাই এসে উপস্থিত হ'লেন। পরে এলেন আব্দুল লতীফ ভাই। আমার লাগেজ সিঙ্গাপুরেই রেখে গিয়েছিলাম। তাঁরা সেই লাগেজের সাথে আরো একটি লাগেজ যোগ করে দিয়েছেন উপহারসামগ্রী সমেত। কোনভাবেই তাদেরকে নিবৃত করা যায়নি। ভালোবাসার এক মধুর বিড়ম্বনা। ওদিকে আব্দুল লতীফ ভাই পথে আসতে আসতে রচনা করেছেন গোটা এক কবিতা। আল্লাহ তাঁদের এই মুহাব্বাতকে কবুল করুন এবং জাযায়ে খায়ের দান করুন- আমীন!

সবাই একসাথে এয়ারপোর্টে বসেই দুপুরের খাবার খেলাম এবং যোহর-আছরের ছালাত আদায় করে নিলাম। তারপর ফোনে সিংগাপুর সংগঠনের বিভিন্ন দায়িত্বশীল ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এবার দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবার পালা। পাঁচদিনের এই সফর অকৃপণ হস্তে জীবনের অভিজ্ঞতার খাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা দু'টি পৃষ্ঠা যুক্ত করে দিল, যার পরতে পরতে রয়েছে প্রিয় মানুষদের অকৃত্রিম ভালোবাসার পরশ, রয়েছে আল্লাহ্র বিশাল সৃষ্টিরাজির ক্ষুদ্র অংশবিশেষকে আপন করে নিতে পারার সুখ। কৃতজ্ঞতাবনত চিত্তে মহান প্রভুর বারগাহে সিজদা সমর্পিত হই, আর প্রার্থনা করি জীবনপাখি উড়বার কালে আল্লাহ্র রাহে কাটানো এই সময়গুলো যেন মাক্ববূল আমল হয়ে উত্তম সম্বল হয়- আমীন!

উপস্থিত সাথী ভাইয়েরা আবেগমথিত বিদায়ে সিক্ত করলেন। মাত্র দু'দিনে এতগুলো দ্বীনী ভাইয়ের সাথে পরিচয়, অন্তরঙ্গতা কি যে পরিতৃপ্তির ছিল তা বলে বোঝানো যায় না। তাদের ভালোবাসার প্রকাশও এতটা অবারিত ছিল, যার ঋণ কখনও পরিশোধযোগ্য নয়। এই ভালোবাসার মূল্য কেবল মহান সৃষ্টিকর্তাই দিতে পারেন সেদিন, যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না, যেদিন আল্লাহ্র রহমতের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। সেই সুকঠিন মুহূর্তে এই ভালোবাসাগুলো যেন রহমতের ছায়া হয়ে ফিরে আসে, এই দো'আই প্রাণখুলে করি।

সন্ধ্যা ৬-টায় ঢাকা বিমানবন্দরে নামি। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি প্রিয় ভাই মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল বংশাল থেকে ট্রাফিক জ্যাম ঠেলে রিসিভ করতে আসলেন। মিস করলাম ভাই হুমায়ূন কবীরকে। প্রতিবার বিদেশ থেকে ফিরে প্রথম দেখা পাই এই মানুষটার। আজ কোন ব্যস্ততায় আসতে পারেনি। এয়ারপোর্ট থেকে নতুন গন্তব্যের পথে রওয়ানা হই। কাল যেতে হবে কুমিল্লায় কয়েকটি প্রোগ্রামে অংশ নিতে। ক্ষণিকের এই পৃথিবীতে আমরা তো কেবল পান্থজনই। যাযাবর এই যিন্দেগানীর মহিমা তখনই আস্বাদিত হবে, যখন তার আখেরী মনযিল হবে মহান প্রভুর সন্তুষ্টি ও চিরন্তন মুক্তি। সেই লক্ষ্যপানে আমরা কতটুকু অবিচল থাকতে পারছি? আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন

আল-'আওন
টেলিমেডিসিন সেবা

চিকিৎসা বিষয়ক যেকোন সমস্যায়
এমবিবিএস ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ নিন

পুরুষদের জন্য

০১৭১১ ১০২ ৫৪৬ | ০১৭২৩ ৭৭১ ০৯০
০১৭২৫ ৬৪৭ ৪১৩ | ০১৭১০ ৪৪০ ৫৯৭
০১৯২০ ৭০৩ ৮৩৫

শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য

০১৭১১ ৮১০ ৮০৭ | ০১৭৬৬ ৯৮২ ৪৫৬
০১৯৫৯ ২১৪ ৪৪৫

প্রতিদিন বিকাল ৪-টা সন্ধ্যা ৭-টা পর্যন্ত

আল-'আওন
(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (পূর্ব পার্শ্ব ২য় তলা), নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী-৬২০৩।
মোবাইল : ০১৭২৩ ৯৩৮ ৩৯৩, ওয়েবসাইট : http://www.alawon.com

ইয়াতীমখানার ভবন নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে লালিত-পালিত ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য পৃথক একটি ৬ তলা 'ইয়াতীমখানা ভবন' নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ভবন নির্মাণের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানানো যাচ্ছে। ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য খাতে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

(১) পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা

(২) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী ইয়াতীম ফাণ্ড, হিসাব নং ২০৫০১১৩০২০০৩৬৮৯০০ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা

(৩) বিকাশ নং- ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯। (৪) ডাচ বাংলা রকেট নং- ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪।

আসমা বিনতু আবী বকর (রাঃ)-এর সীমাহীন দৃঢ়তা

ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন হকের উপরে দৃঢ়চিত্ত। কখনো তাঁরা বাতিলের সাথে আপোষ করতেন না। জীবন দিয়ে হ'লেও তাঁরা বাতিল প্রতিরোধে সদা সোচ্চার থাকতেন। শক্তিধর ও প্রতাপশালী শাসকদের সামনে হক কথা বলতে তাঁরা কখনো ভীত হ'তেন না। ১ম খলীফা হযরত আবূবকর (রাঃ)-এর কন্যা আসমা (রাঃ) ছিলেন এমনই এক মহিয়সী নারী। যিনি অত্যাচারী শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অন্যায় কর্মের প্রতিবাদে সাহসিকতা ও আপোষহীনতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। নিম্নোক্ত হাদীছে সেই ঘটনাটিই আলোচিত হয়েছে।

আবূ নাওফিল (রহঃ) বলেন যে, আমি (মক্কায়) উকবাতুল মদীনা নামক ঘাটিতে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-কে (শূলীকাষ্ঠে ঝুলতে) দেখতে পেলাম। রাবী বলেন, তখন অন্যান্য লোকজন তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। পরিশেষে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) তার নিকট দিয়ে গমনকালে বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া আবূ খুবায়ব! আসসালামু 'আলাইকা ইয়া আবূ খুবায়ব! আসসালামু আলাইকা ইয়া আবূ খুবায়ব! আল্লাহ্র শপথ! আমি অবশ্যই আপনাকে এ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলাম। আল্লাহ্র শপথ! আমি অবশ্যই আপনাকে এ থেকে নিষেধ করেছিলাম, আমি অবশ্যই আপনাকে এ থেকে নিষেধ করেছিলাম।

আল্লাহ্র শপথ আমার যতদূর জানি আপনি ছিলেন সর্বাধিক ছিয়াম পালনকারী, সর্বাধিক ছালাত আদায়কারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আল্লাহ্র শপথ! শ্রেষ্ঠ উম্মতের (অন্য বর্ণনায় আছে, নিকৃষ্ট উম্মতের) দৃষ্টিতে আজ আপনি নিকৃষ্ট মানুষে পরিণত হয়েছেন।

অর্থাৎ আপনার শত্রুরা আপনার সম্পর্কে বলে থাকে, আপনি উম্মতের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি। অথচ প্রকৃতপক্ষে আপনিই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আর যখন আপনি নিকৃষ্ট হবেন, তখন সকল উম্মত কি উত্তম হবে? অর্থাৎ যখন আপনি নিকৃষ্ট হবেন তখন সমস্ত উম্মত নিকৃষ্ট ও নিন্দিত হবে। *(দ্র. ড. মূসা শাহীন আল-আশীন, ফাতহুল মুনঈম শরহ ছহীহ মুসলিম, (কায়রো : দারুশ শুরূক্ব, ১ম প্রকাশ ১৪২৩হিঃ/২০০২খ্রিঃ), ৯/৬০১ পৃঃ)*।

তারপর আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। ইতিমধ্যে ইবনু যুবায়েরের নিকটে ইবনু ওমর (রাঃ)-এর আগমন ও তাঁর উদ্দেশ্যে করা মন্তব্য হাজ্জাজের কানে পৌঁছল। তখন সে লোক পাঠালো। যারা আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়রের দেহ শূলীর উপর থেকে নামিয়ে নিল এবং ইহুদীদের কবরস্থানে নিক্ষেপ করল।

তারপর হাজ্জাজ আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-এর মা আসমা বিনতু আবূবকর (রাঃ)-কে ডেকে আনার জন্য দূত পাঠালেন। কিন্তু তিনি তার নিকট আসতে অস্বীকৃতি জানালেন। অতঃপর তিনি পুনরায় দূত প্রেরণ করলেন এবং বলে পাঠালেন যে. অবশ্যই আপনাকে আমার নিকটে আসতে হবে।

অন্যথা আপনার নিকটে এমন লোক পাঠাব যে আপনাকে চুল ধরে টেনে নিয়ে আসবে। রাবী বলেন, এরপরও তিনি অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, আল্লাহ্র শপথ! ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার নিকট আসব না, যতক্ষণ না তুমি আমার নিকট এমন লোক পাঠাবে, যে আমার চুল ধরে টেনে নিয়ে যাবে।

রাবী বলেন, তারপর হাজ্জাজ জুতা চাইলেন এবং তা পরে সদর্পে আসমা (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছলেন এবং বললেন, আপনি কি দেখেননি আল্লাহ্র শত্রুর সাথে আমি কী ব্যবহার করেছি? আসমা বললেন, 'হ্যাঁ দেখেছি। তবে আমি যা দেখেছি তা হ'ল, তুমি তার দুনিয়া বরবাদ করে দিয়েছ। আর সে তোমার আখেরাত নষ্ট করে দিয়েছে'। আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি তাকে (তিরস্কার স্বরূপ) 'দু'টি কোমরবন্ধনী ব্যবহারকারীণীর ছেলে' বলে সম্বোধন করে থাকো। আল্লাহ্র শপথ! আমিই দু'কোমরবন্ধ ব্যবহারকারিণী। এর একটির মাঝে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবূবকর (রাঃ)-এর খাদ্যদ্রব্য বেঁধে তুলে রাখতাম, যাতে বাহনের পশু খেয়ে ফেলতে না পারে। অপরটি হ'ল যা স্ত্রীলোকের জন্য প্রয়োজন। জেনে রাখো, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ছাকীফ সম্প্রদায়ে একজন মিথ্যুক এবং রক্ত প্রবাহকারীর আগমন ঘটবে। মিথ্যুককে তো আমরা সকলে দেখেছি। আর রক্ত প্রবাহকারী হিসাবে আমি তোমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে মনে করি না। এ কথা শুনে হাজ্জাজ উঠে দাঁড়াল এবং আসমা (রাঃ)-এর কথার কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেল' *(মুসলিম হা/২৫৪৫; মিশকাত হা/৫৯৯৪)*।

এ হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে যে, এ উম্মতের মানব হত্যাকারী ছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। আসমা বিনতু আবূবকর (রাঃ) সেকথা জেনেও হাজ্জাজের আহ্বানে তার কাছে যাননি। এমনকি সে আসলে তার মুখের উপরে তার অপকর্মের কথা বলতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। হক প্রকাশে আমাদেরকেও অনুরূপ দৃঢ়চিত্ত হতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন-আমীন!

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

অমর বাণী

*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

১. আবু যার (রাঃ) বলেন, يَأَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي لَكُمْ نَاصِحٌ، إِنِّي عَلَيْكُمْ شَفِيقٌ، صَلُّوا فِي ظَلاَمِ اللَّيْلِ لِوَحْشَةِ الْقُبُورِ، وَصُومُوا فِي حَرِّ الدُّنْيَا لِحَرِّ يَوْمِ النُّشُورِ، وَتَصَدَّقُوا مَخَافَةَ يَوْمٍ عَسِيرٍ لِعَظَائِمِ الأُمُورِ، 'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের উপদেশদাতা এবং তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ। তোমরা কবরের নিঃসঙ্গতা থেকে বাঁচতে রাতের আঁধারে ছালাত আদায় কর এবং পুনরুত্থান দিবসের দাবদাহ থেকে রক্ষা পেতে দুনিয়ার উত্তাপে ছিয়াম পালন কর। ক্বিয়ামতের কঠিন দিনের ভয়ে মহৎ কাজের উদ্দেশ্যে দান-ছাদাক্বাহ কর'।[১]

২. ত্বায়লাসা ইবনু মায়্যাস (রহঃ) বলেন, ইবনে ওমর (রাঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, أَتَفْرَقُ النَّارَ، وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ قُلْتُ: إِي وَاللهِ، قَالَ: أَحَيٌّ وَالِدُكَ؟ قُلْتُ: عِنْدِي أُمِّي، قَالَ: فَوَاللهِ لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلَامَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ، 'তুমি কি জাহান্নামকে ভয় পাও এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পসন্দ কর? আমি বললাম, আবশ্যই, আল্লাহ্র কসম! তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার তো শুধু মা বেঁচে আছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! যদি তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বল এবং তাকে খাবার খাওয়াও, তাহ'লে অবশ্যই তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবীরা গুনাহ পরিহার করতে পার'।[২]

৩. এক ব্যক্তি ইউনুস ইবনে ওবায়েদ (মৃঃ ১৩৯ হিঃ)-এর কাছে এসে তার অভাব-অনটনের অভিযোগ করল। তখন ইউনুস তাকে বললেন, أَيَسُرُّكَ بِبَصَرِكَ هَذَا الَّذِي تُبْصِرُ بِهِ مِائَةُ أَلْفٍ 'তুমি যে চোখ দিয়ে দেখতে পাও, এমন একটি চোখের বিনিময়ে যদি তোমাকে এক লক্ষ দিরহাম দেওয়া হয়, তুমি কি তাতে আনন্দিত হবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, فَيَدَاكَ يَسُرُّكَ بِهِمَا مِائَةُ أَلْفٍ 'তোমার দুই হাতের বিনিময়ে যদি তোমাকে এক লক্ষ দিরহাম দেওয়া হয়, তাতে কি খুশি হবে?' সে বলল, না। তিনি বললেন, فَرِجْلَاكَ؟ 'যদি তোমার দুই পায়ের বিনিময়ে এটা দেওয়া হয়?' সে বলল, না। তখন ইউনুস (রহঃ) তার প্রতি আল্লাহ্র এই নে'মতগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, أَرَى لَكَ مِئِينَ أُلُوفًا، وَأَنْتَ تَشْكُو الْحَاجَةَ 'আমি তো দেখতে পাচ্ছি তোমার কাছে লক্ষ লক্ষ দিরহামের সম্পদ আছে, অথচ তুমি দারিদ্রের অভিযোগ করছ'।[৩]

৪. হায়ছাম ইবনু জামীল (রহঃ) বলেন, 'আমি ইমাম মালেক (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، الرَّجُلُ يَكُوْنُ عَالِمًا بِالسُّنَنِ يُجَادِلُ عَنْهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يُخْبِرُ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ قُبِلَ مِنْهُ وَإِلَّا سَكَتَ. 'হে আবূ আব্দুল্লাহ! সুন্নাত সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি কি সুন্নাতের পক্ষ নিয়ে বিতর্ক করতে পারবে?' তখন তিনি বললেন, না, বরং সে কেবল সুন্নাত জানিয়ে দিবে। যদি লোকেরা মেনে নেয়, তাহ'লে তো ভালো, অন্যথা সে চুপ থাকবে'।[৪]

৫. শাক্বীফ ইবনে ইবরাহীম বলখী (রহঃ) বলেন, আমরা একদিন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)-কে বললাম, إِذَا صَلَّيْتَ مَعَنَا لِمَ لَا تَجْلِسُ مَعَنَا؟ 'আপনি তো আমাদের সাথেই ছালাত আদায় করেন, কিন্তু আমাদের সাথে বসেন না কেন?' তখন তিনি বললেন, أَذْهَبُ فَأَجْلِسُ مَعَ التَّابِعِيْنَ وَالصَّحَابَةِ 'আমি ফিরে গিয়ে ছাহাবী ও তাবেঈদের সাথে বসে কথা বলি'। আমরা বললাম, 'ছাহাবা-তাবেঈদের আপনি কোথায় পেলেন'? তিনি বললেন, أَذْهَبُ أَنْظُرُ فِيْ عِلْمِي فَأُدْرِكُ آثَارَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ، مَا أَصْنَعُ مَعَكُمْ؟ أَنْتُمْ تَجْلِسُونَ تَغْتَابُوْنَ النَّاسَ 'আমি ফিরে গিয়ে ইলম চর্চায় মনোনিবেশ করি। তখন তাদের কথা ও কর্মের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তোমাদের সাথে বসে আমি কী করব? তোমরা তো বসেই মানুষের গীবত করো'।[৫]

৬. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, مَا كَانَ مِنَ الْبِدْعِ فِي الدِّيْنِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي الْكِتَابِ، وَلَا فِيْ صَحِيْحِ السُّنَّةِ، فَإِنَّهَا وَإِنْ قَالَهَا مَنْ قَالَهَا، وَعَمِلَ بِهَا مَنْ عَمِلَ لَيْسَتْ مَشْرُوْعَةً، 'দ্বীনের মধ্যে সেটাই বিদ'আত হিসাবে পরিগণিত, আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের ছহীহ সুন্নাতে যার অস্তিত্ব নেই। সেটা যেই বলুক না কেন এবং তার প্রতি যেই আমল করুক না কেন, তা শরী'আতসিদ্ধ নয়'।[৬]

৭. ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (রহঃ) বলেন, حُبُّكَ لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَإِيْثَارُكَ مُجَالَسَتَهُمْ مِنْ عَلَامَةِ الصَّالِحِيْنَ، وَفِرَارُكَ مِنْ صُحْبَتِهِمْ مِنْ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِيْنَ، 'গরীবদের প্রতি তোমার ভালবাসা প্রদর্শন নবী-রাসূলগণের চারিত্রিক

---

* *এম.এ. শেষ বর্ষ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক ৬৬/২১৪।*
২. *ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮, সনদ ছহীহ।*
৩. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/২২।*
৪. *ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম ১/২৪৮।*
৫. *খত্বীব বাগদাদী, তাকয়ীদুল ইলম, পৃ. ১২৬।*
৬. *ইবনু তায়মিয়াহ, আল-উবূদিয়্যাহ, পৃঃ ৭২।*

বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের সাথে উঠা-বসা করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্যতম নিদর্শন। আর গরীবদের সাহচর্য ত্যাগ করা মুনাফিকদের অন্যতম নিদর্শন'।[৭]

৮. ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (রহঃ) বলেন, العُلَمَاءُ أَرْحَمُ بِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ، قِيْلَ وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ لِأَنَّ آبَاءَهُمْ وَأُمَّهَاتَهُمْ يَحْفَظُونَهُمْ مِنْ نَارِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْفَظُونَهُمْ مِنْ نَارِ الآخِرَةِ، 'পিতা-মাতার চেয়ে আলেম-ওলামাগণ উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি অধিকতর দয়াবান। বলা হ'ল, সেটা কিভাবে? তিনি বললেন, কেননা পিতা-মাতা তাদের সন্তান-সন্ততিকে দুনিয়ার আগুন থেকে হেফাযত করে। আর আলেমগণ তাদেরকে আখেরাতের আগুন থেকে রক্ষা করে'।[৮]

৯. ইবনু মেহরান (রহঃ) বলেন, لَئِنْ أَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ فِي حَيَاتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنِّي بَعْدَ مَوْتِي بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، 'যদি আমি আমার জীবদ্দশায় এক দিরহাম ছাদাক্বা করতে পারি, তাহ'লে এই দানটাই আমার নিকট অধিকতর প্রিয় আমার মৃত্যুর পর আমার পক্ষ থেকে একশত দিরহাম ছাদাক্বাহ করার চেয়ে'।[৯]

১০. সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ هَلَاكًا، نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ، فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ، لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيتًا مُمَقَّتًا، فَإِذَا كَانَ مَقِيتًا مُمَقَّتًا، نَزَعَ مِنْهُ الْأَمَانَةَ، فَلَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا، فَإِذَا كَانَ خَائِنًا مُخَوَّنًا، نَزَعَ مِنْهُ الرَّحْمَةَ، فَلَمْ تَلْقَهُ إِلَّا فَظًّا غَلِيظًا، فَإِذَا كَانَ فَظًّا غَلِيظًا، نَزَعَ رِبْقَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ، فَإِذَا نَزَعَ رِبْقَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا شَيْطَانًا لَعِينًا مُلَعَّنًا، 'আল্লাহ যখন কোন বান্দার ধ্বংস চান, তখন তার থেকে লজ্জা উঠিয়ে নেন। আর যখন তার থেকে লজ্জা উঠিয়ে নেওয়া হয়, তখন সে ঘৃণিত ও পাপী হয়ে যায়। যখন সে ঘৃণিত ও পাপী হিসাবে গণ্য হয়, তখন তার থেকে আমানতদারীও উঠিয়ে নেওয়া হয়। ফলে তুমি তাকে স্পষ্ট খিয়ানতকারী হিসাবে দেখতে পাবে। আর যখন সে প্রকাশ্য খিয়ানতকারী হয়ে যায়, তখন তার থেকে দয়া-মায়া ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তখন তুমি তাকে কর্কশ ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী দেখতে পাবে। আর যখন সে কর্কশ ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়, তার গর্দান থেকে ঈমানের রজ্জু খুলে নেওয়া হয়। আর যখন তার থেকে ঈমনের রজ্জু খুলে নেওয়া হয়, তখন তার সাথে সাক্ষাতের সময় তুমি কেবল একজন অভিশপ্ত শয়তানকেই দেখতে পাবে'।[১০]

১১. ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন,

لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيْدَ،
إِنَّمَا الْعِيْدُ لِمَنْ طَاعَاتُهُ تَزِيْدُ،
لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ تَجَمَّلَ بِاللِّبَاسِ وَالرُّكُوْبِ،
إِنَّمَا الْعِيْدُ لِمَنْ غُفِرَتْ لَهُ الذُّنُوْبُ،

'যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে, তার জন্য ঈদ নয়; বরং ঈদের আনন্দ সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র প্রতি যার আনুগত্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যে ব্যক্তি বাহন ও পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়, ঈদের আনন্দ তার জন্য নয়; বরং ঈদের খুশি তো কেবল সেই ব্যক্তির জন্য, যার পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে'।[১১]

১১. মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইমরান বলেন, আমি হাতিম আল-আছাম (রহ.)-কে বলতে শুনেছি, একদিন জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, عَلَى ما بَنَيْتَ أَمْرَكَ؟ 'আপনি আপনার সব বিষয়কে কিভাবে পরিচালনা করেন?' তিনি বললেন, عَلَى التَّوَكُّلِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 'আল্লাহ উপর তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে'। তারপর তিনি বললেন, بَنَيْتُ أَمْرِي عَلَى أَرْبَعِ خِصَالٍ : عَلِمْتُ أَنَّ رِزْقِي لا يَأْكُلُهُ غَيْرِي، فَاطْمَأَنَّتْ بِهِ نَفْسِي، وَعَلِمْتُ أَنَّ عَمَلِي لا يَعْمَلُهُ أَحَدٌ غَيْرِي، فأنا مشغول به، وَعَلِمْتُ أَنَّ الْمَوْتَ يَأْتِينِي بَغْتَةً، فَأَنَا أُبَادِرُهُ، وَعَلِمْتُ أَنِّي لا أَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَيْثُ كُنْتُ، فَأَنَا مُسْتَحْيٍ مِنْهُ أَبَدًا 'আমি চারটি বিষয়ের উপর তা নির্ধারণ করি। তা হ'ল,

(১) আমি জানি যে, আমার জন্য নির্ধারিত রিযিক আমি ব্যতীত অন্য কেউ ভক্ষণ করবে না। তাই সে ব্যাপারে আমার হৃদয় নিশ্চিন্ত থাকে।

(২) আমি জানি যে, আমি ছাড়া আমার আমল আর কেউ এসে করে দিবে না। তাই আমি সৎ আমলে অধিক ব্যস্ত থাকি।

(৩) আমি জানি যে, মৃত্যু হঠাৎ করে চলে আসবে, তাই আমি দ্রুততার সাথে পরকালীন পাথেয় সঞ্চয় করি।

(৪) আমি জানি যে, আমি যেখানেই থাকি না কেন, কখনোই আমি আল্লাহ্র দৃষ্টিসীমার বাইরে যেতে পারব না। তাই সবসময় আমি তার অবাধ্য হ'তে লজ্জাবোধ করি'।[১২]

---

৭. *মাওইযাতুল মুমিনীন মিন ইহয়াই উলূমিদ্দীন, পৃঃ ২৯৪।*
৮. *গাযালী, ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন ১/১১।*
৯. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৪/৮৭।*
১০. *জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/৪৯৮-৪৯৯।*
১১. *ইবনু রজব, লাত্বায়িফুল মা'আরিফ, পৃঃ ২৭৭।*
১২. *শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/৪৮৫; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ২/৩৪০।*

কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি সমাজে তাওহীদের চারাগাছ রোপিত হ'ল যেভাবে

অতিক্রান্ত সময়ের পথচলাতে ভালমন্দের মেলবন্ধনে ছোট-বড় কত স্বপ্ন হৃদয়ে লালিত হয়। কিছু স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়, কিছু থেকে যায় মরীচিকা। আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহ্‌র রহমতে যখন থেকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সান্নিধ্যে এসেছি, সঠিক পথটা অনুধাবন করতে পেরেছি, তখন থেকে একটা স্বপ্ন লালিত হচ্ছিল মনের গহীনে। তা হল শিরক-বিদ'আতে আচ্ছন্ন মাযহাবী সমাজে সঠিক পথের দিশার সূচনা করতে একটা ইসলামী সম্মেলনের আয়োজন করা। যাতে সমাজে একটা পরিবর্তনের জাগরণ সৃষ্টি হয়। সমাজের সর্বস্তরে তাওহীদের চারাগাছ রোপিত হয়। বিশুদ্ধ আক্বীদা-আমল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়।

স্বপ্ন বাস্তবায়নের আশায় কয়েক বছর যাবৎ চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। কিন্তু একদিকে দ্বীনবিমুখ মানুষের আধিক্য অন্যদিকে কঠোর মাযহাবী পরিবেশ। সবমিলিয়ে এমন সমাবেশের প্রতি কারো আগ্রহ নেই। কাছের মানুষগুলোই তাচ্ছিল্য করে, হেয় করে স্বপ্নকে বার বার নির্বাসনে পাঠায়। তারপর ২০১৯ সালের শেষদিকে পুরনো স্বপ্নকে নতুনভাবে ঝালাই করে নবউদ্যমে অনেকের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলাম। আলহামদুলিল্লাহ! কয়েকজন ভাই আশানুরূপ সাড়া দিলেন। স্বপ্ন বাস্তবায়নে শুরু হ'ল পথচলা। কয়েকজন আলোচকের সাথে কথা বললাম। গাজীপুর-২ আসনের মাননীয় এমপি এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল ভাইয়ের সাথে কয়েকজন মিলে দেখা করে এই বিষয়ে কথা বলতেই তিনি বললেন- 'ওয়ায মাহফিলগুলোতে যেতে মন চায় না। অধিকাংশ বক্তাই সমাজ সংস্কারমূলক আলোচনার পরিবর্তে অন্যদের হেয় করার জন্য অশ্লীল শব্দচয়ন করে থাকেন, অন্যকে কাফের উপাধি দেন এবং সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ান। যেখানে কুরআন-হাদীছের আলোচনা হবে, মানুষ পরকালমূখী হবে সেখানে এখন উল্টোই হচ্ছে। তাই এসব এড়িয়ে চলি।

আয়োজক কমিটির প্রধান আহসানুল্লাহ ভাই উত্তরে বললেন, আমাদের সম্মেলনটা ভিন্নধারার বিষয়ভিত্তিক হবে। বিষয় নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে, বিষয়ের বাইরে কেউ কোন বক্তব্য রাখবে না। আমরা তথাকথিত বক্তাদের না এনে ইসলামী গবেষকদের নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ। মন্ত্রী ছাহেব হেসে বললেন, সবাই একধারার মাহফিল করে আর আপনারা ভিন্নধারার করবেন! কারা আসবেন? হুমায়ুন কবীর নামে আয়োজক কমিটির অন্য ভাই দু'জন আলোচক ছাহেবের নাম বললেন ও ছবি দেখালেন। মন্ত্রী ছাহেব বললেন, ঠিক আছে যাবো ইনশাআল্লাহ।

এলাকার প্রবীণ মুরব্বীদের সাথে আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করতেই কয়েকজন সোৎসাহে বললেন, এ এলাকায় জীবনে কখনও মাহফিল হতে দেখিনি। আয়োজন করতে পারলে এটা বড় সফলতা হবে। কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করলেন। বললেন, এলাকার পাশে যে মাদ্রাসা আছে সেখানেই তো মাহফিল হচ্ছে, এ এলাকায় আবার কি প্রয়োজন? মাদ্রাসার প্রধান তো আমাদের এলাকার মসজিদেরও ইমাম। এতেই কি হচ্ছে না! ছোট ছোট না বোধক বিষয়গুলো এড়িয়ে গেলাম। মাহফিল আয়োজনে সহযোগী শামসুল চাচাকে অনুরোধ করা হ'ল মসজিদের খত্বীব ছাহেবকে বিষয়টা জানানোর জন্য। খত্বীব ছাহেবও যেন সাথে থাকেন। তিনি নিজেও আলোচনা রাখবেন অন্য ১/২জন আলোচকও দিবেন। খত্বীব ছাহেব মাহফিলের কথা শুনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। বললেন, এটাতো ভালো কাজ। বক্তা কি কাউকে নির্ধারণ করা হয়েছে? চাচা বললেন, সমাজের যুবকরা আয়োজন করছে তো তাই সবার নাম বলতে পারবো না তবে অমুক বক্তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে শুনেছি। কথা শেষ না হ'তেই খত্বীব ছাহেব তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

বললেন, সে তো আহলেহাদীছ! বিতর্কিত বক্তা। এসব বক্তা আনার প্রশ্নই আসে না। চাচাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ দিলেন না!

জুম'আর ছালাতের খুৎবা শুরু হবে। তাই সময়ও নেই। চাচা মন খারাপ করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসলেন। খত্বীব ছাহেব একটি রাজনৈতিক ইসলামী দলের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক। প্রায় ১৮ বছর যাবৎ খত্বীব পদে আসীন। এলাকার সাধারণ জনগণের মাঝে প্রভাব ঈর্ষণীয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সাথে সরকারদলীয় একাংশের সাথেও তার সম্পর্ক মধুর। অতীতে প্রায়ই আহলেহাদীছের ব্যাপারে, ড. জাকির নায়েককে নিয়ে তিনি খুৎবায় তীব্র সমালোচনা করেছেন। পুরো সমাজে আহলেহাদীছ শব্দটিও অধিকাংশের কাছে নতুন!

খত্বীব ছাহেব এর বিরোধপূর্ণ আচরণ আয়োজক কমিটির কর্ণগোচর হ'তেই তারা বিস্মিতবোধ করলেন। সমাজের অন্যান্যদের সাথে আলাপচারিতায় জানানো হ'ল যে আলোচক ছাহেবের নাম খত্বীব ছাহেবকে বলা হয়েছে তিনি একজন হানাফী মাযহাবের আলেম। তিনি মাযহাবী নিয়মানুযায়ী ধানমণ্ডি ২৭নং সংলগ্ন মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করান। প্রয়োজনে আমাদের সাথে চলেন গিয়ে যাচাই করে দেখুন। তিনি যদি মাযহাবী মতে ছালাত আদায় না করান তাহ'লে ওনাকে বাদ দিয়ে দিব। খত্বীব ছাহেব ও অন্যান্যরা তাতেও রাজী নন। এই বিষয়ে চ্যালেঞ্জ জানানোর পর খত্বীব ছাহেব আহলেহাদীছ বাদ দিয়ে নতুন সুর উঠিয়ে বললেন, উনি অমুক ইসলামী দলের লোক, বিতর্কিত ব্যক্তি। তাকে রাখা যাবে না। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। কৌশল ছিল যাকে নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে তাকে সামনে রেখে অন্যান্য আলোচকগণের আলোচনা চালিয়ে নেয়া অথচ উনাকে নিয়েই সমস্যা তৈরী হ'ল।

সপ্তাহের শেষদিকে সংবাদ আসলো তারা চক্রান্তের জাল বুনছেন, আসছে জুম'আতে খত্বীব ছাহেব মুছল্লীদের উত্তেজিত করে তুলবেন। উত্তেজিত জনতাকে সাথে করে মাননীয় মন্ত্রী ছাহেবের কাছে গিয়ে মাহফিল বন্ধ করার চেষ্টা করবেন। আয়োজক কমিটি সংবাদ পেয়ে থানার ওসি

ছাহেবের মাধ্যমে খত্বীব ছাহেবকে এই বিষয়ে বক্তব্য না রাখতে অনুরোধ করেন। কিন্তু খত্বীব ছাহেব পূর্বের সিদ্ধান্ত কেই খুৎবায় বাস্তবায়ন করেন।

তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে জ্বালাময়ী বক্তব্যের এক পর্যায়ে কাঁদতে শুরু করেন। মসজিদ থেকে বিদায় নেওয়ার সিদ্ধান্তের কূটকৌশল প্রয়োগ করেন। সাধারণ মুছল্লীদের অধিকাংশ বুঝে না বুঝে উচ্চ আওয়াযে বার বার ঠিক ঠিক ধ্বনিতে তাকে সমর্থন করে কাঁদতে থাকেন! যদিও কেন তার এই হাহাকার উপস্থিত প্রায় আড়াই হাযার মুছল্লীর বড় অংশই বুঝে উঠতে পারছেন না। কি হচ্ছে, কেন এসব হচ্ছে! কেউ কেউ উষ্মা প্রকাশ করছেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কার কার জন্য এরকম হচ্ছে। সুকৌশলে তিনি মুছল্লীদের মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিলেন। মসজিদের দায়িত্বশীল দু'জনও মাইক হাতে নিয়ে তাকে সমর্থন জোগালেন। মাহফিলের বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্তের প্রতি সবাইকে হাত উঠিয়ে শপথও করালেন।

আলহামদুলিল্লাহ! ঐদিন মাননীয় মন্ত্রী ছাহেব দলীয় সম্মেলনে ঢাকাতে ছিলেন। তাই সকলকে নিয়ে খত্বীব ছাহেব যেতে পারেননি। তার কূটকৌশলও সফল হয়নি। জুম'আ শেষে এলাকায় একটা থমথমে ভাব। জীবনের প্রথম কোন মাহফিল করতে গিয়ে তার বিরুদ্ধে এরকম কূটকৌশলী কারবার দেখে ক্ষণিকের জন্য হ'লেও মনজগতে কিছুটা আতংক বিরাজ করছে। মসজিদে বসে নানা ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। এভাবেই বিভিন্ন স্থানে ধর্মকে ব্যবহার করে তৌহিদী জনতার ব্যানারে সাধারণ জনগণকে উত্তেজিত করে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করা হয়। গেল বছর থেকে চলমান ভোলার ঘটনা পরম্পরা যার জাজ্বল্য প্রমাণ।

মনকে প্রবোধ দিলাম যে সমস্যাতেই পড়ি না কেন, তাতো কেবল দ্বীনী স্বার্থেই। তাই মসজিদে বসে থেকে *'আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্বা* (অর্থ: আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের অসীলায় আমি তাঁর নিকটে তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই) দো'আটি সহ নানাভাবে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করলাম।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলাকার থমথমে পরিস্থিতিতে করণীয় কি বুঝতে পারছিলাম না। অনেক কাছের মানুষের চাহনীগুলোয় বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। সেসব সযতনে এড়িয়ে দ্রুত মায়ের সান্নিধ্যে গিয়ে সব খুলে বললাম। তিনি অভয় দিয়ে বললেন, মাহফিল হবেই ইনশাআল্লাহ। মায়ের দৃঢ় উচ্চারণে মনে আশার বাতিগুলো পুনরায় উজ্জ্বল হ'তে থাকলো। আরো অনেক দ্বীনী ভাইকে বিষয়টি জানালাম। রাজশাহীস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সবকিছু অবহিত করলাম। আমার সফলতার জন্য সবাই দো'আ করলেন। দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার পাশাপাশি তাদের কূটকৌশলের বিরুদ্ধে আমরাও নানা কৌশলে আগাতে থাকলাম।

কৌশল হিসাবে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে দুইজন ভাই খত্বীব ছাহেবের সাথে দেখা করে সমঝোতা করার চেষ্টা করেছেন। খত্বীব ছাহেব নিজে থাকবেন ও একজন আলোচক দিবেন এভাবে সমঝোতা হচ্ছিল। খুব বেশী ফল না হ'লেও এর ফলস্বরূপ পরবর্তী জুম'আতে তিনি মাহফিলের বিরুদ্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি। যদিও গোপনে গোপনে তাঁর বিরোধিতা চলছিলই। এরই ধারাবাহিকতায় থানার ওসি ছাহেব আয়োজক কমিটিকে ডেকে নিয়ে মাহফিল বন্ধ করার নির্দেশনা দিলেন। যদিও আল্লাহ্র অশেষ রহমতে মাহফিল বন্ধের বিষয়ে বলার কারণে মন্ত্রী ছাহেব ওসিকে ভৎর্সনা করেন।

প্রশাসনিক বাধা দূর হলেও সামাজিক অসন্তোষ ও অসহযোগিতা চলমান। কূটকৌশলীরা হঠাৎ করেই সমাজের সকল শ্রেণীর শীতার্ত মানুষের বাসা-বাড়িতে কম্বল বিতরণ শুরু করেন। যার প্রয়োজন তাকে দিচ্ছেন যাদের প্রয়োজন নেই তাদের কয়েকজনের বাসা-বাড়িতেও জোর করে কম্বল দিচ্ছেন! যাতে তাদের পক্ষে সাধারণ জনগণের মনোভাব একীভূত থাকে (মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত)। অথচ বিগত বৎসরগুলোতে আদৌ এত মানবতাবোধ দেখা যায়নি। তাদের এসব বিবিধ কূটকৌশল প্রতিহত করতে গিয়ে আমরা মাত্র ৪-৫ দিন সময় পেলাম মাহফিলের প্রস্তুতি নেয়ার।

অর্থ সংগ্রহ, পোস্টার, দাওয়াত কার্ড, প্রচারণার জন্য এ সময়টুকু বিষম প্রতিকূল। যারাও সাথে থাকবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন তারাও সম্মুখে একরকম, পাশ থেকে সরতেই আরেকরকম। এদিকে ইমাম ছাহেবের আহলেহাদীছ বিরোধী প্রচারণায় বহু মানুষ বিভ্রান্ত। এরই মধ্যে অবশ্য মহান আল্লাহ্র উপরই ভরসা রেখে পুরোদমে কাজ শুরু করা হ'ল।

ভালোবেসে, হাত বুলিয়ে, নমনীয় হয়ে, নিজে সাথে থেকে, বাসা-বাড়িতে কার্ড পৌঁছিয়ে, মৌখিকভাবে দাওয়াত পৌঁছাতে থাকলাম। সাথী ছোট-বড় ভাইদের বললাম, কেউ আর্থিক সাহায্য দিলে নিবেন। প্রয়োজনে চাইবেন। তাতে মাহফিলে আসার প্রতি আগ্রহ জন্মাবে। যদিও এক্ষেত্রে অনেকের গোমড়া মুখের তীর্যক বাক্য শুনতে হয়েছে! শিকার হ'তে হয়েছে নানা অপমানের।

মাহফিল বিরোধীরা কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা না করার ব্যাপারে একাট্টা ছিল। তবে আয়োজক কমিটি নিজেরাই ব্যক্তিগতভাবে মোটা অংকের চাঁদা দিয়েছেন। প্রয়োজনে আরো দিয়ে হ'লেও মাহফিল করার বিষয়ে তারা জেদী ছিলেন। মাহফিল ছিল ২ ও ৩রা জানুয়ারী ২০২০। সময় ঘনিয়ে আসছে। আয়োজক কমিটির সদস্য অল্প হ'লেও সকলেই উদগ্রীব। সময়ের প্রতিটি স্পন্দনে চোখ-কান খোলা রাখতে হচ্ছে। আবার না কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়।

থার্টি ফার্স্ট নাইট চলে আসলো। মাহফিল আয়োজনকারী অনেক সাথী ভাই রাতটি উদযাপন থেকে বিরত থাকলেন। কেউ কেউ সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করলেন এটা হারাম। যাইহোক অন্তত আয়োজনকারীদের মধ্যে পরিবর্তনের প্রবাহ শুরু হয়েছে। এদিকে মাহফিলের বিরোধীতাকারীরা

কুটকৌশল চালিয়েই যাচ্ছে। মাহফিল শেষমেষ হয়েও যায়, তাহলে সেখানে যেন তেমন কোন শ্রোতা উপস্থিত না হয় সেজন্যও তাদের কেউ কেউ দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। পাশের মাদ্রাসাগুলোর দায়িত্বশীলগণ মাহফিলের দিনেই পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করলেন। যাতে সেখান থেকে কোন ছাত্র না আসতে পারে। বাস্তবতা যে কত ভয়াবহ, বিদ্বেষ যে কত গভীরে তা প্রমাণ হয় এসব নামধারী মাওলানাদের কাজে। সাথী ভাইদের কেউ কেউ হতাশ হয়ে পড়ছেন। যদি লোকজন না হয়, তাহ'লে এত আয়োজন করে কি লাভ। সবই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে। অন্তরে দুশ্চিন্তা থাকলেও সাথী ভাইদের নিরাশ করছি না। বললাম, লোক সমাগম হবে ইনশাআল্লাহ।

একজন বক্তার নাম প্রকাশ করতেই এত হুলস্থুল! তাই কৌশলগত কারণে অন্য নামগুলো এড়িয়ে যাচ্ছি। পোস্টারে, কার্ডে পরিচিত আলোচকদের নাম ব্যবহার না করে তাদের উপনাম বা অন্যকোনভাবে নাম উপস্থাপন করেছি। যাতে অনলাইনে সার্চ দিয়ে কেউ খুঁজে না পায়। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা পেরিয়ে সময়ের আবর্তনে কাংখিত সেই ২ জানুয়ারী ২০২০ চলে আসলো। হ্যাঁ অত্র এলাকার জন্য ইতিহাসই। আজই প্রথম এখানে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সভা হবে। ইতিপূর্বে যে স্থান থেকে এলাকাবাসী গান ও খেলাধূলার অনুভূতি পেয়েছে। আজ সেখান থেকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সজীবতা ছড়িয়ে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

গাজীপুরে মাহফিলে এলইডি স্ক্রীনের ব্যবহার এই প্রথম। পুরুষ-মহিলা ভিন্ন ভিন্ন প্যান্ডেল করা হয়েছে। পুরো এলাকা ও আশেপাশে ২৫টি মাইক দেয়া হয়েছে। পুরোপুরি প্রস্তুতি সম্পন্ন। বাদ আছর আহলেহাদীছ আলোচক মুহাম্মাদ ইউছুফ ভাই পরকালীন জীবনে কি কি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে? এই বিষয়ের উপর আলোচনা শুরু করলেন।

আলহামদুলিল্লাহ! টঙ্গীর বুকে যে মাঠের অদূরেই তুরাগ নদীর তীরে কয়েকদিন পরই অনুষ্ঠিত হবে তাবলীগ জামাতের বিশ্ব ইজতেমা, সেখানে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আজ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রকাশ্যে আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছেন! মাহফিলে আশপাশ থেকে উৎসুক অনেক আহলেহাদীছ ভাই এসেছেন। তাই মাগরিবের ছালাতে 'আমীন' শব্দের অপার্থিব ও অপরিচিত গুঞ্জরণ! এসব অনুভূতি যে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ছালাত শেষে মসজিদের ইমাম ও পার্শ্ববর্তী মাদ্রাসার মুহতামিম মুখতার ছাহেব আলোচনা রাখলেন। বিষয় ছিল সময়ের মূল্যায়ন। কওমী আলেম হ'লেও মাহফিলের পরিবেশ বুঝে শেষের অংশ বাদে আলোচনা ছহীহ হাদীছ দিয়েই করলেন। বিবিধ কূটকৌশলের কারণে প্রথমদিকে লোকসমাগম কম থাকায় আয়োজক কমিটির প্রধান আহসানুল্লাহ ভাই কে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। বার বার উৎসুক দৃষ্টিতে প্রশ্ন রাখছেন লোক সমাগম না হ'লে তো এই আয়োজন ব্যর্থ হবে। বললাম, মহান আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। মানুষ না আসলে আল্লাহ ফেরেশতা পাঠাবেন ইনশাআল্লাহ।

বাদ এশা বক্তব্য শুরু করলেন ড. আহসানুল্লাহ বিন ছানাউল্লাহ। তিনি ছহীহ ফাযায়েলে আমল-এর লেখক। তাঁর বিষয়- পাপ ও ক্ষমা। অন্তর্ভেদী আলোচনা শুরু করলেন। আধাঘন্টা পার হ'তেই ধীরে ধীরে লোকসমাগম বাড়তে থাকল। আলহামদুলিল্লাহ! বাড়তে বাড়তে প্যাণ্ডেল প্রায় পূর্ণ। আয়োজক কমিটির সাথী ভাইয়েরাও স্টেজে। তাদের বিমর্ষ চেহারাগুলোতে বেশ আলোর ঝলকানি দেখে স্বস্তিবোধ করলাম। গুটিকয়েক এই সাথী ভাইদের অবর্ণনীয় ত্যাগ, কৌশল, মানসিক যন্ত্রণাকে ছাপিয়েই তো আজকের মাহফিল!

পরবর্তী আলোচক হিসাবে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঢাকা যেলা পূর্ব-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মারুফ আলোচনা শুরু করলেন। পূর্বের আলোচক ছাহেবের ভীতিকর বক্তব্যের পরেই পবিত্র কুরআনের মোহময় তেলাওয়াত ও জাগরণী সম্বলিত সুন্দর আলোচনার কয়েক মিনিট পার হ'তেই প্যান্ডেল পূর্ণ হয়ে শেষ সীমানায় স্থাপিত এলইডি মনিটরের সামনেও জনতার ঢল। অদূরে অবস্থিত মহিলা প্যাণ্ডেলে উপচেপড়া ভিড়। মূল প্যাণ্ডেলে পিনপতন নীরবতা। বিস্ময়ে বিমূঢ় সমাগত জনতা ও আয়োজক কমিটির সাথী ভাইয়েরা। তারা যে প্রতি বছর আশেপাশের এলাকাগুলোতে চিৎকার চেঁচামেচি আর অন্যদের গালমন্দ সম্বলিত ওয়ায শুনতেই অভ্যস্ত। কুরআন-হাদীছের দলীল উল্লেখ করে প্রদত্ত আলোচনা শ্রবণ অনেকের কাছে আজই প্রথম। প্রথমদিকে বয়স্ক যারা মাহফিলের বিরোধিতা করেছেন, অবজ্ঞা করেছেন তারাও দেখি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন। পাশে দাড়িয়ে মনোযোগ সহকারে বক্তব্য শ্রবণ করছেন।

যারা ইতিপূর্বে কেবল আহলেহাদীছদের ব্যাপারে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য শ্রবণে অভ্যস্ত। তারা আজ আহলেহাদীছদের আলোচনা শুনছে হৃদয়-মন এক করে! বার বার মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আনন্দাশ্রু লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছি। ফেলে আসা টুকরো স্মৃতিগুলো বারবার হৃদয়ে দোলা দিচ্ছে। সেই মসজিদের পার্শ্বেই মাঠে আহলেহাদীছ আলেমরা আলোচনা রাখছেন বীরদর্পে। আহলেহাদীছদের নিয়ে অপপ্রচার, তাচ্ছিল্য করে যিনি খুতবায় ব্যঙ্গ করতেন, অজ্ঞতার অহংকারে মসজিদ থেকে তাদের বের হয়ে যেতে বলতেন সেই ব্যক্তিটি আজ কেবল সময়ের মূল্য নিয়েই আলোচনা রাখলেন। তাও অধিকাংশই হাদীছ দিয়ে। আরো যেসব মাযহাবী আলেম সমাজে দাপট দেখিয়ে এসেছেন, ধর্মকে নিজেদের ব্যবসার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে চলেছেন যুগের পর যুগ। তাদের দৃষ্টিসীমানার মাঝেই বসে আজ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোচনা হাযারো জনতা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনছেন। মাদ্রাসাগুলো থেকে ছাত্রদের বের হতে দেয়া হয়নি। কিন্তু মাইকের মাধ্যমে তারাও যে শুনতে বাধ্য হচ্ছে। তাই বারবার কেবল আলহামদুলিল্লাহ বলে শুকরিয়া আদায় করছি।

আব্দুল্লাহ আল-মারূফের বক্তব্য চলমান। আলোচনা চলছে পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ নিয়ে। আল্লাহর বাণী, রাসূলের বাণীতে অনভ্যস্ত শ্রোতাদের অনেকেই চোখের পানি

ঝরাচ্ছেন। আয়োজক কমিটির প্রধান আহসানুল্লাহ ভাইকে খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। বললেন, এরকম ওয়াজ তো আর শুনি নাই। সকল কষ্ট, গ্লানি মুছে গেছে। এই মাহফিল নিয়ে আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। আল্লাহ পূর্ণতা দিয়েছেন।

প্রথমদিন সর্বশেষ আলোচনা রেখেছেন সুপরিচিত আলোচক জনাব মুখতার আহমাদ। গভীর রাত পর্যন্ত শ্রোতারা জীবনঘনিষ্ঠ অসাধারণ আলোচনা মুগ্ধ হয়ে শুনলেন।

৩রা জানুয়ারী ২০২০ইং রোজ শুক্রবার। ফজরের পর থেকেই ভীষণ বৃষ্টি। ছালাত আদায় করেই স্টেজ ও প্যান্ডেল ঘুরে দেখলাম। ত্রিপল থাকায় বেশি ক্ষতি না হ'লেও মাঠ পানিতে সয়লাব। বৃষ্টি কিছুটা কমতেই স্বেচ্ছাসেবক ভাইয়েরা পানি সরানোর চেষ্টায় রত হ'লেন। মনটা বিষন্ন হ'লেও মহান আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য চাইতে থাকলাম। গতরাতের বক্তব্যগুলো এলাকার মানুষের মনে দাগ কেটেছে। যদিও আজকের জুম'আয় খত্বীব ছাহেব কি আলোচনা রাখবেন কিছুটা সংশয় ছিল। কিন্তু খুৎবায় তিনি কেন জানি মাহফিলের পুরো বিষয়টা এড়িয়ে গেলেন। পুরো সমাজে বক্তব্যগুলো ভালো প্রভাব ফেলেছে। সেকারণ হয়ত কিছু বলার পরিবেশ পাননি।

সন্ধ্যা নাগাদ থেমে থেমে বৃষ্টি। এর মাঝেই মঞ্চ ও প্যাণ্ডেলও প্রস্তুত করা হয়েছে। এলাকাবাসীর অনুরোধে আজ মাইক বাড়িয়ে ৩৭টি করা হয়েছে। আজ বাদ আছর থেকেই লোকসমাগম। বাদ মাগরিব আলোচনা শুরু হ'ল। প্রথম থেকেই প্যান্ডেল পূর্ণ। আলোচকদের নাম শোনার জন্য সবাই উদগ্রীব। নিজেদের কৌশলের কারণে পুরো নাম প্রকাশ করা হয়নি। মাঝে মাঝেই বৃষ্টির হানা। আমরাও মহান আল্লাহ্র কাছে দো'আ করছি। শীত উপেক্ষা করে বৃষ্টির পানি গায়ে মেখে প্যান্ডেল ভর্তি পুরুষ ও মহিলারা আলোচনা শুনছেন!

আলোচনা রাখলেন মাওলানা আশরাফুল ইসলাম। এরপর 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল ইহসান ইলাহী যহীর। তার বিষয় ছিল- সার্বিক জীবনে সুন্নাতের অনুসরণ। অসাধারণ আলোচনা রাখলেন। তারপর আলোচনা রাখলেন ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী। উপচে পড়া ভিড় আর পিনপতন নীরবতায় পরকালীন ভয়ের ওয়ায বিমোহিত করছে শ্রোতাদের।

পরবর্তী আলোচক হিসাবে মঞ্চে উঠলেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী। অনেক শ্রোতা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি। কারণ পোস্টারে, কার্ডে, ব্যানারে আলোচক ছাহেবের অনুমতিক্রমে কৌশল হিসাবে নাম লেখা হয়েছিল আবূ আনিস মাদানী। বক্তব্য শুরু করলেন আক্বীদার শিক্ষা দিয়ে। তার বক্তব্যের মধ্যেই মঞ্চে উপস্থিত হ'লেন গাজীপুর-২ আসনের মাননীয় সাংসদ, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল ছাহেব। তিনি নিবিষ্ট মনে আলোচনা শ্রবণ করলেন। আক্বীদা, জিহাদ, দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করলেন মাদানী ছাহেব। আলোচনা শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বল্প সময়ে মাননীয় মন্ত্রী আমানুল্লাহ ছাহেবের আলোচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং সকলকে ৫ ওয়াক্ত ছালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ ও নববী আদর্শে জীবন গড়ার প্রতি উৎসাহিত করলেন। সর্বশেষ আলোচনা রাখেন সোবহানবাগ জামে মসজিদের খত্বীব জনাব শাহ ওয়ালীউল্লাহ ছাহেব। তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দুইদিন ব্যাপী সমাবেশের সফল সমাপ্তি ঘটল। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

দু'দিনব্যাপী এই মাহফিল শেষে পুরো সমাজের চিত্র যেন পাল্টে গেল। অধিকাংশ মানুষের একই কথা- আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় অনেক ওয়ায হয়। কিন্তু এরকম বক্তব্য তো আগে শুনিনি। এখন থেকে প্রতি বছর যেন এরূপ আয়োজন করা হয়।

মাহফিল সম্পন্ন হওয়ার কয়েকদিন পর পোশাকশিল্পে কর্মরত এক দ্বীনি ভাইয়ের সাথে দেখা। তিনি বললেন, আমাদের ফ্যাক্টরীতে ২-৩দিন ধরে একটা বিষয় আলোচিত হয়েছিল সকলের মাঝে। বললাম, কি বিষয়? ঐ যে আমানুল্লাহ মাদানী ছাহেব বক্তব্যের শুরুতেই বললেন, আল্লাহ কোথায় আছেন এবং রাসূল (ছাঃ) কিসের তৈরী। এটা নিয়ে আলাপচারিতায় সকলে বলাবলি করছিলেন, আমরা এতদিন যাবৎ বিশ্বাস করে আসছি যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এবং রাসূল (ছাঃ) নূরের তৈরী। অথচ তিনি কুরআন ও হাদীছ দিয়ে কত সুন্দরভাবে সঠিক বিষয়টা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন!

মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আদায় করছি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ছাহেব, সম্মানিত আলোচক বৃন্দ এবং আয়োজক কমিটির সদস্যবৃন্দ সহ জনাব মতিউর রহমান, শাহীন শিকদার, হুমায়ুন কবীর, মাহমূদুল হাসানসহ অন্যান্য সকল ভাইদের প্রতি। মহান আল্লাহ দ্বীনের পথে তাদের সকল খেদমতের উত্তম প্রতিদান দান করুন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন-আমীন।

শিক্ষা :

১. জীবনের প্রতিটি কাজে পূর্ণ ইখলাছ বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যে কাজ করা হয় তাতে আল্লাহ্র সাহায্য আবশ্যিক হয়ে যায়। দুনিয়াবী কোন বাধা তার মোকাবেলায় টিকতে পারে না।

২. আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা এবং এলাহী মদদের উপর অবিচল আস্থা বজায় রাখতে হবে।

৩. নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ় থাকতে হবে এবং সর্বদা ধৈর্যধারণ করতে হবে।

৪. সর্বদা জামা'আতবদ্ধ থাকতে হবে। সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে এককভাবে কিছু করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এমনকি একাকী নিজেকে হকের উপর দৃঢ় রাখাও অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আল্লাহ আমাদের সকলকে আমৃত্যু বিশুদ্ধ দ্বীনের উপর টিকিয়ে রাখুন এবং আমাদের সকলকে দ্বীনে হকের প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

-মুহাম্মাদ বেলাল বিন ক্বাসেম, গাযীপুর।

বাড়ীতে বসে করোনা ভাইরাস চিকিৎসায় যে ছয়টি বিষয় মনে রাখতে হবে

যে কোন ব্যক্তির ভেতর যখন করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রাথমিক কিছু লক্ষণ দেখা দেয়, তখন তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠেন। কী করতে হবে? কোথায় যোগাযোগ করা প্রয়োজন? ডাক্তার পাওয়া যাবে কোথায়? হাসপাতালে যেতে হবে কি-না? এসব প্রশ্ন তখন সামনে আসে। সর্বপ্রথমে মনে রাখতে হবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই।

সারা পৃথিবীতে যত মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে তাদের ৮০ শতাংশেরও বেশী বাসায় থেকে নানাভাবে উপশমের চেষ্টা করছেন। বাসায় অবস্থান করে চিকিৎসা নেবার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় মনে রাখতে হবে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

১. নিজেকে বিচ্ছিন্ন করুন :

যদি সন্দেহ হয় যে আপনার মধ্যে কোভিড-১৯-এর এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাহ'লে তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন বা আইসোলেট করুন। এতে করে অন্যদের মাঝে সংক্রমণের আশংকা কমে আসবে।

২. জ্বর আসলে যা করবেন :

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থামানোর যেহেতু কোন ঔষধ নেই সেজন্য সাধারণ সর্দি-কাশির ক্ষেত্রে যে ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয় সেগুলো অনুসরণ করার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

ঢাকার বক্ষব্যাধি হাসপাতালের চিকিৎসক কাজী সাইফুদ্দীন বলেন, এসময় প্যারাসিটামল খাওয়া এবং গার্গল করা যেতে পারে। সাথে সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করতে হবে।

৩. কফ থাকলে যা করবেন :

যদি আপনার কফ জমে থাকে বসার সময় পিঠে ভর দিয়ে হেলান দিয়ে না বসাই ভাল। মেরুদণ্ড সোজা করে বসুন। এতে কফ কিছুটা হালকা হয়ে আসতে পারে। ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ওয়েবসাইটে এ তথ্য দেয়া হয়েছে। সেখানে আরো বলা হয়েছে, কফ হালকা করার জন্য এক চামচ মধু খেতে পারেন। এতে উপকার হ'তে পারে।

৪. টেস্ট সেন্টারের ফোন নম্বর রাখুন :

বাংলাদেশে এখন ৪৫টির মতো ল্যাবরেটরিতে করোনা ভাইরাসের টেস্ট করানো হচ্ছে। আপনার নিকটস্থ টেস্ট সেন্টার কোথায় হ'তে পারে সে সংক্রান্ত খোঁজ রাখুন। এখন কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাসায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করছে। তাদের ফোন নম্বর সংগ্রহ করে রাখতে পারেন।

৫. অক্সিজেন ভাড়া নিতে পারেন :

শ্বাসকষ্ট হ'লে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেশে অনেক ক্ষেত্রেই সেটি সম্ভব হচ্ছে না। এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে ছুটোছুটি করতে করতে রোগীর অবস্থা আরো অবনতি হয়। রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে না পারলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বাসায় অক্সিজেন নিতে পারেন।

এ ব্যাপারে ডা. সাইফুদ্দীন বলেন, 'অক্সিজেন বাসায় নেবার সিস্টেম আছে। কোভিড-১৯ রোগীদের ক্ষেত্রে হাই ফ্লো অক্সিজেন দিতে হবে।

৬. টেলিমেডিসিন সম্পর্কে জেনে রাখুন :

করোনা সংক্রমনের এই সময়টিতে অনেক চিকিৎসক রোগীদের সরাসরি দেখছেন না। অধিকাংশ ডাক্তারের চেম্বারও বন্ধ। তবে বহু ডাক্তার মোবাইল এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন। বেশকিছু সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ডাক্তারদের মাধ্যমে টেলিফোনে অথবা ভিডিও কনফারেন্সের সাহায্যে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে।

যেসব প্রতিষ্ঠান এ ধরনের সুবিধা দিচ্ছে তাদের ফোন নম্বর হাতের কাছে রাখতে পারেন। ফোন নম্বর জানা থাকলে প্রয়োজনের সময় দ্রুত কাজে লাগবে। যেমন সরকারী ব্যবস্থাপনা (৩৩৩), ইউসিবি (০৯৬১০৪৪৪৫৫৫), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (০৯৬৬৬৭০৭০৮১), করোনা কেয়ার বিডি (০৯৬৩৮২০০৬০০), আল-'আওন টেলিমেডিসিন (০১৭১১-১০২৫৪৬, ০১৭২৩-৭৭১০৯০) ইত্যাদি। কারণ রোগীদের উদ্বেগ প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ভিডিও অথবা অডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই চিকিৎসা সেবা।

৭. কি কি খাবেন :

আদা, লবঙ্গ, কালো জিরাসহ অন্যান্য মসলা মিশ্রিত হালকা গরম পানি দিয়ে গারগল বা কুলকুচি করে ও তা খেয়ে অনেক করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী উপকার পেয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদফতর। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসীমা সুলতানা বলেন, 'সব সময় খাবারে হালকা গরম পানি রাখবেন। আদা, লবঙ্গ বা অন্যান্য মসলা দিয়ে পানি হালকা গরম করে, এই পানি দিয়ে গারগল করতে বা তা খেতে পারেন। তাছাড়া মধু, কালোজিরা এসবও আপনারা পানির সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কালোজিরাকে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ বলে উল্লেখ করেছেন *(বুখারী হা/৫৬৮৭)*। যারা সুস্থ হয়েছেন তারা এসব করে উপকার পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

এছাড়া ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার যেগুলো আমাদের রোগ প্রতিরোধকে শক্তিশালী করে, সেই সঙ্গে জিংক ও প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার ও টাটকা শাক-সবজি, ফলমূল আমাদের খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে। বেশী করে পানি ও তরল খাবার আক্রান্তদের জন্য সুফল বয়ে আনবে ইনশাআল্লাহ।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

মুক্তির পথে!

খোরশেদ আলম খোকন
নিজবলাইল, সারিয়াকান্দি, বগুড়া

এসো হে নবীন! তরুণ জোয়ান
সদা সরল পথে হও আগুয়ান
এসো সবে সত্যের পথে এসো॥
যে পথে চললে হারাবে না কূল
সহজে ডিঙিবে ছিরাত পুল
চির মঙ্গল তোমার হইবে শেষে॥
যেখানে তোমার চির বসবাস
ফুল বাগিচায় ঘেরা যে আবাস
সেথায় তুমি ফুলেল হাসি হেসো॥
কঠিন সে রোজ ক্বিয়ামতে
যে জন একমাত্র শাফা'আতে
সবার উর্ধ্বে তাঁকে ভালবেসো॥
মহান যে তোমার মুক্তিদাতা
স্মরণে তাঁকেই লুটিয়ে মাথা
গোপনে চোখের পানিতে ভেসো॥

উলঙ্গ নেকাব

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

অপসংস্কৃতির উচ্ছল বন্যায়
আর ক্ষরস্রোতের উদগ্র টানে
অবগুণ্ঠন হ'ল মুক্ত
গাত্র বসন খসে পড়ল
নির্লজ্জতার নোংরা নর্দমায়।
বেহায়া ইঁদুরগুলো গর্তের বাইরে আসে
সুযোগের অপেক্ষায় চিলগুলো
বুভুক্ষতার তাগিদে ছোঁ মেরে গিলে খায়
উলঙ্গ কমনীয় কায়ায় ক্ষুধার্ত হায়েনাগুলো
তাদের ললুপ জিহ্বা মেলি মিটি মিটি চায়।
কামনার সিক্ত বেলায়
দাঁড়ায় এসে পূর্ণ সুধাংশু।
হিংস্রতার দন্ত নখরে অস্থি মজ্জা চিবিয়ে খায়
তাদের আর্তচিৎকারে
প্রকৃতি নীরবে কাঁদে।
লাশের মিছিলে ভীড় জমায় অনুক্ষণে
নেশার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শিখা
এক মুহূর্তে ভস্মীভূত করে দেয়
উলঙ্গ কমনীয় কায়া।
শকুনের আহার্য যোগায়,
নেকাবের অনুপস্থিতিতে
উচ্ছৃঙ্খলতার জন্ম নেয়।
সমাজের লোকের বদনে মাখে
মসির প্রলেপ।

মাযার

এ.কে.এম মুছত্বফা
কুমারখালী, পিরোজপুর।

একদিন এক সওদাগর যাচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে
হঠাৎ করে পথের মাঝে ঘোড়াটি যায় মরে।
রাতারাতি সওদাগর ঐ পথেরই পাশে
ঘোড়াটি তার কবর দিয়ে দেশে ফিরে আসে।
সকাল বেলা সবাই দেখে নতুন একটি কবর
সারাদেশে ছড়িয়ে পরে এই আজব খবর।
এটা দেখে অবাক হয়ে চিন্তা করে সবে
হয়তো বা এটা কোন পীরের কবর হবে।
প্রতিদিন দেখতে আসে লোক হাযার হাযার
এমনি করে ঐ কবরটি হয়ে যায় পীরের মাযার।
কেউ এখানে শিরনি মানে, কেউ আগর বাতি
কেউ বা আবার পড়ে থাকে সারা দিবা-রাত্রি।
খাদেমরূপী কিছু লোক হেথায় এসে জোটে
মানত পাওয়া যত কিছু সবই তারা লোটে।
আরও কিছু ভণ্ড ফকীর এখানে হয় জড়ো
দিনে দিনে মাযারখানা হয় অনেক বড়।
ঐ মাযারের সুনাম এখন সারা দেশ জোড়া
কেউ জানে না হেথায় আছে মরা একটা ঘোড়া।

ভুলের মাঝে ডুবে আছ

শাহ্ আলম শেখ
বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

আজকে যেথায় আছি বসে
কাল তো সেথায় থাকবো না
এই পৃথিবীর পথ ভুলে
দূর দেশে হব রওয়ানা।
দু'নয়নে যা দেখি ভাই
সবকিছু তো আপন নয়
ভাই-বন্ধু আর আত্মীয়-স্বজন
করছে সবাই অভিনয়।
তাই দেখে সব ভুলে
জাহান্নাম কামাই করো না।
মিছামিছি ক্ষমতার লোভে
করছো সদা কত লড়াই!
ঐ জগতে বিশাল রাজ্য
সেদিকে তো খেয়াল নাই!
ভুলের মাঝে ডুবে আছ
চক্ষু মেলে দেখ না!

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. পড়।
২. আল্লাহ্র ইবাদত কর।
৩. শিরক কর না।
৪. সূরা ইখলাছ।
৫. সূরা কাফিরূন।
৬. সূরা ইখলাছ।
৭. সূরা বাক্বারাহ।
৮. মক্কায় জাবালে নূরের হেরা গুহায়।
৯. মদীনায়।
১০. তেইশ বছরে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. পিটুইটারি।
২. কার্বন ডাই অক্সাইড।
৩. টেস্টোস্টেরন।
৪. দেহ কোষে।
৫. ৫০০ : ১।
৬. সিরাম।
৭. উরুর অস্থি।
৮. রক্ত জমাট বাধায়।
৯. রক্তে শ্বেতকণিকার মাত্রা বেড়ে যাওয়া।
১০. শ্বসন।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. কোন সূরা পড়লে কবরের আযাব মাফ হয়?
২. সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ কুরআন অনুবাদ করেন কে?
৩. কুরআনের তিনটি নাম উল্লেখ কর।
৪. মাদানী আয়াত বা সূরা কাকে বলে?
৫. কুরআনে মোট তেলাওয়াতে সিজদা কয়টি?
৬. কোন সূরায় দু'টি তেলাওয়াতে সিজদা আছে?
৭. ত্রিশ পারার বাইরে কুরআনের কোন অংশ আছে কি?
৮. কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা কোন্‌টি?
৯. কুরআনের মর্যাদায় সবচেয়ে বড় সূরা কোন্‌টি?
১০. কুরআন কারীমের সবচেয়ে বড় আয়াত কোন্‌টি?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)

১. দেহে মেলানিনের প্রধান কাজ কি?
২. কোন গ্রন্থির রসে রক্তে গ্লুকোজ হ্রাস পায়?
৩. অক্ষিগোলকের প্রাচীরের নাম কি?
৪. রক্তে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্লুকোজ পাওয়া গেলে কোন রোগ বুঝা যায়?
৫. ব্লাড ক্যান্সার কেন হয়?
৬. নালী বিহীন গ্রন্থিগুলোর মধ্যে কোন্‌টি প্রধানতম?
৭. থাইরয়েডের অবস্থান কোথায়?
৮. মানুষের অ্যাপেন্ডিক্স কোথায় অবস্থান করে?
৯. ক্ষুদ্রান্ত্র এর বিশোসক একক কি?
১০. ভিটামিন কে ও বি কোথায় সংশ্লেষিত হয়?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাজার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

বাজেধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ ১৭ই মে রবিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার আত্রাই থানাধীন বাজেধনেশ্বর মাদ্রাসা মক্তবে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আবু রায়হান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফাতেমা খাতূন।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৯শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর মহানগরীর শাহমখদুম থানাধীন উত্তর নওদাপাড়া নতুন আহলেহাদীছ মসজিদে সংক্ষিপ্ত সোনামণি প্রশিক্ষণ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ আবু সাইফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ওমর ফারূক ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ জাসীম। অতঃপর সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে শাখার উদ্যোগে পুরস্পর প্রদান করা হয়।

লালমণিরহাট শহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আবেদন

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

লালমণিরহাট যেলার আহলেহাদীছ ভাই-বোনদের দীর্ঘদিনের আকাংখা লালমণিরহাট শহরে একটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে লালমণিরহাট শহরে আহলেহাদীছ জামে মসজিদ নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এজন্য শহরের প্রাণকেন্দ্রে ২০ শতাংশ জমি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মূল্য প্রায় ১০০,০০,০০০/=(এক কোটি) টাকা। অতএব দানশীল মুসলিম ভাই-বোনদেরকে সাধ্যমত দান করার জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম জাযা দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

(১) লালমণিরহাট শহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, সঞ্চয়ী হিসাব নং-০২০০০১৫২৫২৩১৪
অগ্রণী ব্যাংক, লালমণিরহাট শাখা। (২) বিকাশ নং-০১৮৫১-৮৩৯২২২।

সার্বিক যোগাযোগ : প্রকৌশলী মুহাম্মাদ আইনুল হক, সাধারণ সম্পাদক, মসজিদ বাস্তবায়ন কমিটি।
মোবাইল নং ০১৭১২-৯৯১১৩৮; ০১৭২৩-৩১৩৫৯৫।

স্বদেশ

বিপাকে রোগাক্রান্ত ও এয়ার কন্ডিশন ব্যবহারকারীরা

ইমিউনিটির আধিক্যের কারণে করোনায় আক্রান্ত অধিকাংশ খেটে খাওয়া মানুষ রক্ষা পাচ্ছে

শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মযবূত হওয়ায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হ'লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেঁচে যাচ্ছে প্রান্তিক পর্যায়ের খেটে খাওয়া মানুষ। বিপাকে পড়ছেন আগে থেকেই ডায়াবেটিস, কিডনিসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্তরা। ঝুঁকি বাড়ছে শারীরিক পরিশ্রম করেন না এমন মানুষদের মধ্যে। তন্মধ্যে যারা বাড়িতে, গাড়িতে বা অফিসে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ব্যবহার করেন, তারা রয়েছেন আরো অধিক ঝুঁকিতে। কারণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিস কক্ষ, বাসা, গাড়িতে করোনাভাইরাস দীর্ঘ সময় জীবিত থাকে।

ভাইরাস বিশেষজ্ঞ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডা. নযরুল ইসলাম বলেন, শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমের সম্পর্ক আছে। একজন মানুষ যখন শারীরিক পরিশ্রম করে তখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে। একই সঙ্গে শরীরের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। ফলে শরীরের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত অক্সিজেন পৌঁছে যায়। তখন শরীরের কোষগুলোতে শক্তি উৎপাদন শুরু হয়। প্রতিদিন শারীরিক পরিশ্রমের সঙ্গে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। তিনি আরও বলেন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে, গাড়িতে করোনাভাইরাস অনুকূল পরিবেশ পায়।

গত ১২ই মে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন রংপুরের ধানকাটা শ্রমিক ফরহাদ হোসাইন। কুমিল্লায় এক বিদেশফেরত ব্যক্তির বাড়িতে ধানকাটতে গিয়েছিলেন তিনি। পরে ঐ প্রবাসীর সংস্পর্শে যাওয়া সবাইকে পরীক্ষা করে কয়েকজনের শরীরে করোনা পজিটিভ পাওয়া যায়। যদিও কোন উপসর্গ প্রকাশ পায়নি। অতঃপর আট দিন পরেই তাদের করোনা নেগেটিভ আসে। এ ব্যাপারে ডা. নযরুল ইসলাম বলেন, তাদের দ্রুত সুস্থ হওয়ার পিছনে বেশ কয়েকটি বিষয় কাজ করেছে। যেমন তারা বয়সে তরুণ ও তাদের শরীরে অন্য কোন জটিলতা নেই। ঐ শ্রমিকরা নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করেন। তাদের ইমিউনিটি সিস্টেম মযবূত হওয়ায় করোনা তাদের কাবু করতে পারেনি।

টাঙ্গাইলে করোনা আক্রান্ত ৬০ বছর বয়সী খলীল মিয়া। সময় কাটাতে তিনি ভোরে উঠে নিজের জমিতে কাজ করেন এবং রান্না করে খান। করোনার জন্য কোন ওষুধ খাওয়ারও প্রয়োজন পড়েনি। ১৪ দিনের মধ্যে তিনি এমনিতেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

জনস্বাস্থ্যবিদ আইইডিসিআরের সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. মুশতাক হোসাইন বলেন, শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেম দুর্বল এমন মানুষদের করোনাভাইরাস কাবু করে ফেলছে। তাই এ সময় নিয়মিত ব্যায়াম করা, শরীরে ইমিউনিটি বাড়ে এমন পুষ্টিযুক্ত খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

সুপার সাইক্লোন আম্ফানে বিধ্বস্ত দেশের দক্ষিণাঞ্চল

বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলার ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই উপকূল জুড়ে আবার ব্যাপক তাণ্ডব চালাল সুপার সাইক্লোন আম্ফান। গত ২০ শে মে বুধবার সন্ধ্যায় প্রবল গতিতে সুন্দরবন উপকূলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড়টি। এটি ঘণ্টায় ১৫৫ থেকে ১৬৫ কিলোমিটার গতিবেগে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এবং ১৫১ কিলোমিটার গতিবেগে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা অঞ্চলে আঘাত করে। অঞ্চলভেদে ৮ থেকে ১৫ ঘন্টা ব্যাপী চলে এর তাণ্ডব। এ সময় দেশের ৯টি যেলায় গাছ ভেঙে, দেওয়াল চাপা পড়ে এবং পানিতে ডুবে কমপক্ষে ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিধ্বস্ত হয়েছে লাখ লাখ ঘরবাড়ি ও গাছপালা। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পৌনে ২ লাখ হেক্টর জমির ফসল। ভেসে গেছে চিংড়িসহ অন্যান্য মাছের কমবেশী ৭০ হাযার ঘের। ঝড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাতক্ষীরা যেলা। সেখানকার চার উপযেলার কমপক্ষে ২৩টি স্থানে বেড়িবাঁধ ভেঙে বহু এলাকা পানিতে তলিয়ে গেছে। এছাড়া মোট ১৩টি যেলায় ৮৪টি পয়েন্টে প্রায় সাড়ে ৭ কিলোমিটার বাঁধ ভেঙেছে। বৃষ্টি ও জোয়ারের পানিতে সাতক্ষীরার নিম্নাঞ্চলের দুর্ভোগ অব্যাহত রয়েছে।

তবে আম্ফানের গতিবেগ ৭০ কিলোমিটার কমিয়েছে সুন্দরবন। এছাড়া এর কারণে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতাও ৩ থেকে ৪ ফুট কমেছে। ফলে এই ঝড়ে যে পরিমাণে ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে আরও অনেক বেশী ক্ষতির হাত থেকে উপকূলের মানুষ ও সম্পদ রক্ষা পেয়েছে সুন্দরবনের কল্যাণে। সুন্দরবন তাই উপকূলীয় রক্ষা প্রাচীর হিসাবে কাজ করেছে।

[এই মহাদুর্যোগে আমরা সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই এবং সুন্দরবন বিধ্বংসী প্রস্তাবিত রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জাআছি (স.স.)]

পায়রার কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাড়াবে বায়ু দূষণ ও মৃত্যুঝুঁকি

পায়রায় স্থাপিত কয়লা বিদ্যুতের কারণে উচ্চ মাত্রার বায়ুদূষণসহ বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের মতো মহামারিতে সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে পারে বলে এক গবেষণা প্রতিবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

বায়ুর মান, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর বাংলাদেশের পায়রায় প্রস্তাবিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব-এর উপর আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার (সিআরইএ)-এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে বায়ুদূষণ আরও বাড়বে, যদি পায়রায় প্রস্তাবিত ৭টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সব কটি নির্মাণ করা হয়। খুবই ছোট একটি এলাকার মধ্যে এসব বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণ প্রতিরোধী ব্যবস্থাও খুব দুর্বল। শেষ পর্যন্ত যদি সব কটি কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্র এখানে নির্মিত হয়, তবে এটি হবে দক্ষিণ এশিয়া এবং বিশ্বের বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান উৎস। ভবিষ্যতে এই বিদ্যুৎ স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াবে এবং করোনাভাইরাসের মতো আরেকটি মহামারী এলে অসংখ্য মৃত্যুর কারণ হবে।

সম্প্রতি এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে গবেষণা প্রতিবেদনটি যৌথভাবে প্রকাশ করে সিআরইএ এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)।

গবেষণা অনুসারে, পায়রায় নির্মিতব্য বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর ৩০ বছরের মেয়াদকালের দূষণের কারণে সর্বোচ্চ ৩৫ হাযার মানুষ মৃত্যুবরণ করতে পারে। এর মধ্যে প্রায় ৫ হাযার দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগ, ১১ হাযার ইসকেমিক হৃদরোগ, প্রায় ৩ হাযার ফুসফুসের প্রদাহ, প্রায় ২ হাযার ফুসফুসের ক্যানসার, প্রায় ৯ হাযার স্ট্রোক এবং প্রায় আড়াই হাযার জন নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে মারা যেতে পারেন।

অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে রয়েছে শ্বাসকষ্টজনিত কারণে ৭১ হাযার বার হাসপাতালে যরূরী চিকিৎসা, শ্বাসকষ্টের নতুন ১৫ হাযার অসুস্থ শিশু, নির্ধারিত সময়ের আগে ৩৯ হাযার শিশুর জন্ম, ২ কোটি ৬০ লাখ অসুস্থতাজনিত ছুটি এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের জন্য

অক্ষম হয়ে প্রায় ৫৭ হাযার বছরের সমান সময় বেঁচে থাকা।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও শিক্ষাবিদ রাশেদা কে চৌধূরী। তিনি কোভিড-১৯ মহামারিতে আক্রান্ত দেশের খাদ্যনিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখার জন্য বাংলাদেশের পটুয়াখালীর পায়রায় সব কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'পায়রার কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর পরিকল্পনা শুরুর সময়েই এই সম্ভাব্য দূষণের মাত্রা নিয়ে আলোচনা দরকার ছিল'।

করোনায় জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের মৃত্যু

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, জাতীয় অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ১৪ই মে বৃহস্পতিবার মৃত্যুবরণ করেছেন। এসময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তবে আগে থেকেই তিনি হৃদরোগ, কিডনী রোগ, প্রোস্টেট সমস্যা সহ নানাবিধ বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলা একাডেমীর সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

করোনায় এস আলম গ্রুপের পরিচালকের মৃত্যু

করোনায় আক্রান্ত হয়ে এস আলম গ্রুপের পরিচালক মোরশেদুল আলম (৬৫) গত ২২শে মে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এর কয়েকদিন পূর্বে একই দিনে এস আলম গ্রুপের পাঁচ ভাইয়ের দেহে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। আজন্ম একই বাউন্ডারীতে থাকা পাঁচ ভাই একই বাড়িতে আইসোলেশনে ছিলেন। এর মধ্যে ছোট ভাইয়ের অবস্থার অবনতি হ'লে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। এরই মধ্যে অবস্থার অবনতি ঘটে সবার বড় ভাইয়ের। কিন্তু হাসপাতালের আইসিইউ-এ কোন সিট খালি না থাকায় অন্তিম সময়ে ছোট ভাইয়ের ভেন্টিলেশন খুলে বড় ভাইকে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয়নি। ছোট ভাইয়ের সামনেই করোনা জটিলতায় মারা যান বড় ভাই মোরশেদুল আলম।

উল্লেখ্য, এস আলম গ্রুপ দেশের শীর্ষ ধনীদের মধ্যে অন্যতম। তাদের আয়ত্ত্বে রয়েছে মোট ৮টি ব্যাংক, ৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দু'টি বীমা কোম্পানীসহ মোট ৩৪টি কোম্পানী। যেখানে কর্মরত আছে ১ লাখ ৮০ হাযার কর্মী। শুধু বাংলাদেশে নয়, সিঙ্গাপুর ও কানাডার ধনীদের তালিকায়ও স্থান পেয়েছে গ্রুপটি। পাঁচ ভাইসহ পরিবারটির আরো কয়েকজন সদস্যও করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন।

এসএসসি পরীক্ষায় রেজাল্ট আশানুরূপ না হওয়ায় ২২ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার চেষ্টা, ৮ জনের মৃত্যু

গত ৩১ শে মে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনে পাস করতে না পারা ও খারাপ ফলাফল করায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ২২ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। এর মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে ৮ জন। এদের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি।

বরিশালে জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ পাননি সেটা জানার পরই মঙ্গলবার বাড়িতে এসে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরী। তার পিতা জানান, বিয়ের দশ বছর পর আল্লাহ এই একটাই সন্তান দিয়েছিলেন তাকে। সুন্দরভাবে তাকে গড়ে তোলায় চেষ্টার কোন কমতি ছিল না। কিন্তু দুঃখজনকভাবে পরীক্ষায় রেজাল্ট শুনে স্কুলে কে তাকে কী বলেছে, সেটা শুনেই সে সুইসাইড করল।

[আত্মহত্যা মহাপাপ আল্লাহর এ নির্দেশ জানা থাকলে হয়ত সে একাজ করতো না। তাছাড়া তাক্বদীরে বিশ্বাসী মুমিন কখনো আত্মহত্যা করে না। (স.স.)]

বিদেশ

রেস্তোরাঁ ভরা, বাধা পেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেন নিউজিল্যান্ডের মহিলা প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা

করোনাভাইরাসে এখন অনেকটাই স্বাভাবিক নিউজিল্যান্ডের জীবনযাত্রা। নিয়ম-কানূন মেনে রেস্তোরাঁসহ অনেক কিছুই খুলেছে। অনেক দিন বন্দী জীবন যাপনের পর অনেকেই যাচ্ছেন রেস্তোরাঁয়। একইভাবে সঙ্গী ক্লার্ক গ্যাফোর্ডকে নিয়ে স্থানীয় অলিভ রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডার্নও। কিন্তু ১০০ জনের কোটা পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় তাঁদের। অতঃপর অন্য আরো অনেকের সাথে মিনিট ১৫ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার পরই ভেতরে জায়গা মেলে তাদের।

তবে তার সাথী ক্লার্ক গ্যাফোর্ড বলেন, আসলে আমার উচিত ছিল বুকিং দিয়ে রাখা। কিন্তু আমি তা করিনি। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের একজন মুখপাত্র গণমাধ্যমকে বলেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে সরকারী নির্দেশনা মানার ফলে এই সময়ে কোন ক্যাফেতে ঢুকতে যে কারও অপেক্ষা করতে হওয়াটা স্বাভাবিক ঘটনা। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনিও অন্য সবার মতো অপেক্ষা করছিলেন।

এদিকে রেস্তোরাঁটির মালিক বলেছেন, ঘটনার সময় দায়িত্বরত ব্যবস্থাপক নিয়মমাফিক প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গীকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর একটি টেবিল ফাঁকা হওয়ার পর তিনি তাঁদের বসার ব্যবস্থা করে দেন। এসময় প্রধানমন্ত্রীও ওয়েটারদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের মতোই আচরণ করেছেন।

বিক্রি হবে চাঁদের পাথর

চাঁদ থেকে খসে পৃথিবীতে এসে পড়া এক টুকরো পাথর বিক্রির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, এ পাথরের ওযন ৩০ পাউন্ড বা সাড়ে ১৩ কেজি। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'এনডব্লিউএ ১২৬৯১'। চাঁদ থেকে পাওয়া পাথরগুলোর মধ্যে এটি পঞ্চম বৃহত্তম। লন্ডনের ক্রিস্টি অকশন হাউসে বিক্রি হচ্ছে এই দুলর্ভ বস্তু। এর নির্ধারিত মূল্য ধরা হয়েছে ২৫ লাখ মার্কিন ডলার। যা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ২১ কোটি ১০ লাখ টাকা।

এই মূল্য দিয়ে যে কেউ এক টুকরো চাঁদকে নিজের ঘরে রেখে দিতে পারবেন। এ বিষয়ে ক্রিস্টির সায়েন্স অ্যান্ড ন্যাচারাল হিস্ট্রি বিভাগের প্রধান জেমন হাইসলপ বলেন, বিরল এক ঘটনায় পাথরটি পৃথিবীবাসীর কাছে এসে পৌঁছেছে। চাঁদের বিশ্বমানের নমুনা সংগ্রহের এটি একটি অসাধারণ সুযোগ। চাঁদের ওপর উল্কাপাতের ফলে দুই বছর আগে পাথরটি কমপক্ষে ২ লাখ ৩৯ হাযার মাইল পাড়ি দিয়ে সাহারা মরুভূমিতে পড়ে। এটি অনেকটা ফুটবল আকৃতির।

৬টি হ্যারিকেনসহ ১৯টি ঝড় আটলান্টিকে

সারা দুনিয়াজুড়ে চলছে মহামারী করোনাভাইরাসের প্রকোপ। মারা যাচ্ছে লাখ লাখ মানুষ। অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ে। কোটি কোটি মানুষ বেকার জীবন কাটাচ্ছে। দিশাহীন অবস্থায় চরম হতাশায় ভুগছে বিশ্ববাসী। ভারত ও বাংলাদেশে তান্ডব চালিয়ে গিয়েছে সুপার সাইক্লোন আম্ফান। একইসময়ে অস্ট্রেলিয়ায় তান্ডব চালিয়েছে সাইক্লোন ম্যাঙ্গা। এরই মধ্যে ন্যাশনাল ওসিয়ান অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিয়ার এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনওএএ) জানিয়েছে, আরো প্রায় ১৯টি নতুন ঝড় তৈরী হচ্ছে আটলান্টিক সংলগ্ন অঞ্চলে। যার মধ্যে অন্তত ১০টি ঝড় সুপার সাইক্লোনের রূপ নেবে। এছাড়াও আরো ৬টি হ্যারিকেন আছে। যার সর্বনিম্ন গতিবেগ হতে পারে ৯৫ থেকে ১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। ২০২০ সালের মধ্যেই এতগুলি ঝড়ের মোকাবিলা করতে হবে বিশ্বকে।

করোনার ওষুধ তৈরী প্রকল্পে মুসলিম বিজ্ঞানীকে প্রধান করলেন ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনাভাইরাসের ওষুধ তৈরির প্রকল্পের প্রধান করেছেন একজন মুসলিম বিজ্ঞানীকে। 'অপারেশন ওয়ার্প স্পিড' নামক এ প্রকল্পের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মরক্কো বংশোদ্ভূত মুসলিম আমেরিকান বিশ্ববিখ্যাত রোগ প্রতিরোধ বিশেষজ্ঞ মুন্সেফ মুহাম্মাদ স্লায়োইকে। সম্প্রতি হোয়াইট হাউসে এ নিয়োগ ঘোষণাকালে স্লায়োইকে ভ্যাকসিন উৎপাদনে বিশ্বের অন্যতম সম্মানিত পুরুষ হিসাবে বর্ণনা করেন ট্রাম্প।

আণবিক জীববিজ্ঞান ও রোগ প্রতিরোধ তত্ত্বের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রিধারী ড. মুন্সেফ গত ১০ বছরে ১৪টির মতো ওষুধ তৈরিতে সহায়তা করেছেন। এছাড়া রোগ-প্রতিরোধ বিদ্যার উপর তার ১০০টির অধিক প্রকাশনা রয়েছে।

তার নিয়োগকে 'বিশেষ সম্মান' হিসাবে উল্লেখ করে স্লায়োই বলেন, এর মাধ্যমে তিনি মহামারী মোকাবিলায় নিজ দেশ ও বিশ্বকে সেবা করার সুযোগ পেলেন। তবে এর জন্য তিনি কোন সম্মানী গ্রহণ করবেন না।

মুসলিম জাহান

সংস্কার করা হবে হেরা ও ছওর গুহা, থাকবে না কোন লেখা বা অঙ্কন

লকডাউনের এ দীর্ঘ সময়ে মক্কা শহরের অনতিদূরে অবস্থিত হেরা গুহা ও ছওর গুহাকে সংস্কার করা হবে বলে জানা গেছে। এর মাধ্যমে মূলত এই স্থানগুলোকে তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হবে। সম্প্রতি মক্কা প্রদেশের আমীর প্রিন্স খালিদ আল-ফয়ছাল এ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

বিগত বছরগুলোতে বিবর্ণ হওয়া এই দু'টি স্থানের অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর উদ্দেশ্যেই ৩০ দিনব্যাপী এ কাজটি করা হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। প্রথম ধাপে দু'টি গুহায় থাকা সব অঙ্কন ও লেখাগুলো মুছে ফেলা হবে। এছাড়া উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই দুই গুহার দিকে যাওয়ার রাস্তা দু'টিও পরিষ্কার করা হবে। দস্তা, তাঁবু, কাঠ-কংক্রিটের কাঠামোগুলো সরিয়ে নেয়া হবে এবং অন্য ধাপে গুহার চারপাশ ও গুহামুখী রাস্তা সংস্কার করা হবে বলে জানা গেছে।

খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর কবর শী'আদের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত

ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় ওমর ও ৫ম খলীফা হিসাবে পরিচিত ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) ও তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালেকের কবর সিরিয়ার ক্ষমতাসীন আসাদবাহিনীর হামলায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত ২৮শে মে বৃহস্পতিবার শী'আ মতবাদের অনুসারী এই বাহিনী ইদলিবে অবস্থিত উক্ত কবরে আক্রমণ চালিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে এবং সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়। একইসাথে তার স্ত্রীর কবরটিও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

করোনায় ক্ষত সারিয়ে উঠছে ওযন স্তর

করোনা ভাইরাসের কারণে প্রায় গোটা বিশ্ব আজ গৃহবন্দী। বিশ্বের দুই শতাধিক দেশ ও অঞ্চলে সংক্রমণ ছড়িয়েছে প্রাণঘাতী ভাইরাসটি। সংক্রমণ এড়াতে অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণকারী দেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই চলছে লকডাউন। বন্ধ রয়েছে কল-কারখানা, চলছে না ভারী যানবাহন। যার দারুণ প্রভাব পড়েছে প্রকৃতিতে।

করোনার মহামারির মধ্যে এপ্রিলের শুরুতে বরফে ঢাকা উত্তর মেরুর আকাশে ওযন স্তরে এক মিলিয়ন বা ১০ লাখ বর্গ কিলোমিটারের একটি বিশাল গর্ত তৈরির কথা জানিয়ে ভয়াবহ আশঙ্কায় পড়েছিল বিজ্ঞানীরা। যা দক্ষিণের দিকে মোড় নিলে সরাসরি হুমকির মুখে পড়তো বিশ্ববাসী।

তবে সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করেছেন যে, নিজের ক্ষত নিজেই সারিয়ে তুলেছে পৃথিবী! আর্কটিকের ওপর যে বিশাল এলাকার ওযন স্তরে গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্যে এক মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার এলাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হয়ে গেছে। সম্প্রতি বায়ুমণ্ডলের নতুন কিছু ছবিও প্রকাশ করেছে, যেখানে ওযন স্তরের সেরে ওঠার বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বায়ুমণ্ডলের ওপরের দিকে আছে ওযন স্তর, যা সূর্য থেকে নির্গত ক্ষতিকর অতি বেগুনী রশ্মিকে পৃথিবীতে আসতে বাধা দেয়। এই রশ্মির কারণে ত্বকের ক্যান্সার থেকে শুরু করে চোখেরও বড় রকমের ক্ষতি হ'তে পারে। অর্থাৎ ওযন স্তর যদি না থাকে তাহ'লে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি সরাসরি এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছাবে যা মানুষ, প্রাণী এবং উদ্ভিদের জন্য মহা ক্ষতিকর।

নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এই ওযন স্তর, সেখানে বড় বড় গর্ত তৈরি হচ্ছে, যা গলে পৃথিবীতে ঢুকে পড়ছে ক্ষতিকর রশ্মি। কিন্তু বর্তমান করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে কল-কারখানা বন্ধ থাকায় এবং পৃথিবীতে দূষণের মাত্রা হ্রাস পাওয়ায় গর্তগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

সূর্য কি লকডাউনে যাচ্ছে?

করোনা ভাইরাসের মহামারির মধ্যেই আরেকটি দুঃসংবাদ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার বিজ্ঞানীরা। তারা বলছেন, সূর্য ক্রমে শীতল হয়ে আসছে। এর ফলে বিশ্বে তাপমাত্রা কমে যাবে, পৃথিবী আরো শীতল হয়ে উঠবে। এছাড়া বিশ্বজুড়ে ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষের মতো ভয়ঙ্কর দুর্যোগ দেখা দিতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সূর্য বর্তমানে 'সোলার মিনিমাম' পরিস্থিতিতে রয়েছে। এর ফলে পৃথিবীতে সূর্যের স্বাভাবিক সময়ে সরবরাহ করা তাপমাত্রা অনেক কমে গেছে।

এ বিষয়ে বিশ্বখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ড. টনি ফিলিপস বলেন, বিশ্ববাসী সামনে এমন গভীরতম এক সময়ের ভেতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, যে সময়ে সূর্যের আলো কার্যত অদৃশ্য হয়ে যাবে। সূর্যের সোলার মিনিমাম চলছে। এটি অত্যন্ত গভীর। সানস্পট গণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে এটি বিগত শতাব্দীর সবচেয়ে গভীরতম অবস্থানে রয়েছে। সূর্যের চৌম্বকীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর অর্থ সৌরজগতে অতিরিক্ত মহাজাগতিক রশ্মি প্রবেশের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, এটা হ'লে নভোচারী ও মেরুঅঞ্চলের জন্য তা হবে বিপজ্জনক। এছাড়া এটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বৈদ্যুতিক-রসায়নকে প্রভাবিত রবে এবং বজ্রপাত বাড়াবে। সূর্যের এই লকডাউনে যাওয়ার ঘটনায় 'ডাল্টন মিনিমাম' এর পুনরাবৃত্তি হ'তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন নাসার বিজ্ঞানীরা। ১৭৯০ এবং ১৮৩০ এর মধ্যে সূর্যের মিনিমাম সোলারের কারণে তীব্র শীতের মুখে পড়েছিল পৃথিবী। এছাড়া ফসলের ভয়াবহ ক্ষতি, দুর্ভিক্ষ এবং শক্তিশালী আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ঘটনা ছিল তখন। ঐ সময় ২০ বছরেরও বেশি সময় এ অবস্থা বিরাজ করেছিল। ফলে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা।

[আল্লাহ তার বান্দাদের রক্ষা করুন-আমীন! (স.স.)]

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

সুধী সমাবেশ

কক্সবাজার ১৫ই মার্চ রবিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৮-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কক্সবাজার যেলার উদ্যোগে নগরীর ঈদগাঁও বাসস্টেশনস্থ আনু মিয়া শিকদার ফিলিং স্টেশনের অফিস মিলনায়তনে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ তৈয়ব জালাল, ঈদগাঁও আল-মাছিয়া ফাযিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা হেফাযাতুল্লাহ নাদভী, ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা নূরুল আবছার আল-কাদেরী, সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আব্দুস সালাম, ঈদগাঁও বাসস্টেশন জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা এনায়েতুল্লাহ, দরগাহ রোড তাবলীগী মারকায মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহিউদ্দীন, সালীমা আনু নূরানী মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা যমীরুদ্দীন, চকোরিয়া কোটাখালীর বিশিষ্ট আলেম হাফেয এহসানুল হক, বাসস্টেশনের আশপাশের বিভিন্ন মসজিদের খত্বীব ও ইমাম, আনুমিয়া শিকদার ফিলিং স্টেশনের সত্ত্বাধিকারী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রেযাউল করীম শিকদার, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী যয়নুল আবেদীন, মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন, আব্দুর রশীদ ও আমীর সুলতান প্রমুখ।

এর আগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতির গ্রামের বাড়ী ইসলামাবাদ পাহাঁশিয়া খালীতে রাত্রি যাপন করেন। সেখানে তিনি ফজরের ছালাত আদায়ের পর মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সারগর্ভ নছীহত পেশ করেন।

ভিডিও কনফারেন্স
আহলেহাদীছ আন্দোলন, সঊদী আরব শাখা

সঊদী আরব ২৫শে মে সোমবার : অদ্য ঈদুল ফিৎরের দিন বাদ মাগরিব সন্ধ্যা সাড়ে ৭-টায় (বাংলাদেশ সময়) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখার উদ্যোগে এক ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সঊদী আরব শাখা সভাপতি জনাব মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসাবে নওদাপাড়া মারকায থেকে সরাসরি বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয আখতার মাদানী এবং রিয়াদ থেকে সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাই মাদানী ও রিয়াদস্থ আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম-এর সভাপতি জনাব শামসুল হক। উক্ত সম্মেলনে সঊদী আরবের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ সহ রিয়াদ, আল-খাফজী, আল-ক্বাছীম, বুরায়দা, দাম্মাম ও জেদ্দা উপশাখার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং আত-তাহরীক পাঠক ফোরামের বর্তমান ও সাবেক সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আব্দুল হাই মাদানী ও আলী হায়দার।

সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ

চাঁইসারা, বাগমারা, রাজশাহী ১লা জুন সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বাগমারা উপযেলাধীন চাঁইসারা দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের আলোকে ছালাত বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ীগ্রাম দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (অব.) ও অত্র মসজিদের সাবেক খত্বীব মাস্টার মুহাম্মাদ শাহাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম।

করোনায় মানবিক সহযোগিতা বিতরণ

করোনা ভাইরাসে দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষিত হওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্র, যেলা ও শাখা সংগঠনসমূহ। গত ২৬শে মার্চ থেকে ২১শে মে পর্যন্ত ' কক্সবাজার, কুমিল্লা, সাতক্ষীরা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট ও রাজশাহীসহ দেশের মোট ৫৪টি সাংগঠনিক যেলায় ৯৮০০ পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাউল, আলু, পেয়াজ, ডাল, চিনি, লবণ, সয়াবিন তেল ইত্যাদি। উক্ত কার্যক্রমে ব্যয় হয় নগদ প্রায় অর্ধ কোটি টাকা। এছাড়া ঈদুল ফিৎর উপলক্ষ্যে কেন্দ্র থেকে ৩৫০টি পরিবারের মধ্যে সিমাই-চিনি সহ ঈদ সামগ্রী বিরতণ করা হয়। এছাড়া ঈদের পর চাউল বিতরণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত কয়েক দফায় স্ব স্ব যেলার উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া রাস্তায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জীবানুনাশক ছিটানোসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমও পরিচালিত হয়।

সুপার সাইক্লোন আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

গত ২০শে মে বুধবার ২৬শে রামাযান দিবাগত ক্বদর রাতে সুপার সাইক্লোন আম্ফান সুন্দরবন উপকূলে প্রবল বেগে আঘাত হানে। এই ঘূর্ণিঝড়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে গত ১লা জুন সোমবার সাতক্ষীরা যেলার আশাশুনি থানার লাঙ্গলদাড়িয়া, কলিমাখালি, নাকনা, ভদ্রাখালি, গরালী, বিছট, রাজাপুর, গাযীপুর, বকচর ও একশরায় এবং খুলনা যেলার কয়রা থানাধীন মহারাজপুর মধ্যবিল, মধ্য মহারাজপুর, মাদারবাড়ী ও ফুলতলা বাযারে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রতি নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। সকাল ৯-টা হ'তে রাত ১০-টা পর্যন্ত এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুজাহিদুর রহমান, সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, আশাশুনি উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক হাবীবুল্লাহ বাহার, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্জ কেরামত আলী, অর্থ সম্পাদক হাবীবুর রহমান গাযী ও গরালী এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি লুৎফর রহমান প্রমুখ।

মারকায সংবাদ

দাখিল পরীক্ষা ২০২০-এর ফলাফল

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী : বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০২০ সালের দাখিল পরীক্ষায় মোট ৩৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ২৩ জন ছাত্র ও ১২ জন ছাত্রী। ছাত্রদের মধ্যে ৯ জন জিপিএ ৫ (A+) ও ৬ জন জিপিএ ৪.৫০-৪.৯৯ (A) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ছাত্রীদের

মধ্যে ৩ জন জিপিএ ৫ (A+), ৮ জন জিপিএ ৪.৫০-৪.৯৯ (A) এবং ১ জন জিপিএ ৪.০০-৪.৪৯ (A-) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এ বছরই প্রথম বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মারকাযের ৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ৩ জন ছাত্র জিপিএ ৫ (A+) ও ৩ জন ছাত্রী জিপিএ ৪.৫০-৪.৯৯ (A) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এবার গোল্ডেন (A+) প্রাপ্ত ২ জন শিক্ষার্থী হ'ল- (১) কাওছার আহমাদ (রাজশাহী) ও (২) সুমাইয়া আখতার (গাইবান্ধা)। উল্লেখ্য যে, এ বছর দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোড সংক্রান্ত জটিলতায় ৮ জন গণিতে কোন নম্বর না পাওয়ায় অনুত্তীর্ণ হয়েছে। ইতিমধ্যে তাদের রেজাল্ট পুনর্মূল্যায়নের জন্য বোর্ড চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : এ বছর দাখিল পরীক্ষায় এখান থেকে মোট ২৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ২৬ জন ছাত্র ও ২ জন ছাত্রী। ছাত্রদের মধ্যে ২০ জন জিপিএ ৪.৫০-৪.৯৯ (A) ও ৪ জন জিপিএ ৪.০০-৪.৪৯ (A-) ও ১ জন জিপিএ ৩.৫০-৩.৯৯ (B) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ১ জন ছাত্র অনুত্তীর্ণ হয়েছে। ছাত্রী দু'জনই জিপিএ ৩.৫০-৩.৯৯ (B) গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মৃত্যু সংবাদ

(১) হাফেয মাওলানা আইনুল বারী আলিয়াভীর মৃত্যু

'জমঈয়তে আহলে হাদীস পশ্চিমবঙ্গ'-এর সভাপতি ও অক্টোবর ১৯৭২ থেকে আমৃত্যু মাসিক 'আহলে হাদীস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক হাফেয মাওলানা আইনুল বারী আলিয়াভী (৭৫) গত ১৫ই মে শুক্রবার সন্ধ্যা ৬-টায় কলকাতার মেটিয়াবুরুজে নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।* মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ৩ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র ও গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন শনিবার সকাল ১১-টায় মেটিয়াবুরুজের হালদারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর পুত্র হাফেয নাছরুল বারী (শিক্ষক, কলকাতা সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা)। জানাযা শেষে তাঁকে হালদারপাড়া কবরস্থানে দাফন করা হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী : তিনি ১৯৪৫ সালের ২রা মার্চ কলকাতার মেটিয়াবুরুজের হালদারপাড়ার অন্তর্গত ধোপাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি প্রভূত মেধার পরিচয় দেন। বাল্যকালে তিনি আখড়া মাদ্রাসায় ১ বছরে কুরআন মাজীদ হিফয করেন। তিনি কলকাতা আলিয়া থেকে কামিল (হাদীছ) ডিগ্রী অর্জন করেন এবং রেকর্ডসংখ্যক নম্বর পেয়ে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন। ১৯৬৮-৬৯ শিক্ষাবর্ষে তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে উর্দূ ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝিতে তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় সহকারী মৌলভী পদে যোগদান করেন। ১৯৮৪ সালে কলকাতা আলিয়ার ২০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে তিনি 'কলিকাতা মাদ্রাসা প্রাক্তন ছাত্র সংসদ'-এর সম্পাদক মনোনীত হন। তিনি 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক' (আইডিবি)-এর পূর্ব ভারতের সেন্ট্রাল প্যানেল মেম্বার ছিলেন। তাঁরই সুফারিশে ও প্রচেষ্টায় সংগ্রামপুরে সপ্তগ্রাম এডুকেশন সোসাইটি, কলকাতায় ইসলামিয়া হাসপাতাল সহ পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম প্রদেশের বহু মুসলিম প্রতিষ্ঠান আইডিবি থেকে আর্থিক সাহায্য পায়। ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ইসলামিক থিওলজি বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ২০০৯ সালে অবসর নেয়ার পরও তিনি ৩ বছর অতিথি অধ্যাপক হিসাবে পাঠদান অব্যাহত রেখেছিলেন।

সাংগঠনিক জীবনে তিনি ১৯৭২ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত 'জমঈয়তে আহলে হাদীস পশ্চিমবঙ্গ'-এর সম্পাদক ও ১৯৯৫ সাল থেকে আমৃত্যু সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর নায়েবে আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পশ্চিমবঙ্গে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৭২ সালের অক্টোবর থেকে মাসিক 'আহলে হাদীস' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পঞ্চাশের অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হ'ল, ১. আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা (২ খণ্ড) ২. কুরআন মাজীদ (সহজ অনুবাদ) ৩. তাফসীরে আইনী (২ খণ্ড) ৪. হাদীছের ইতিবৃত্ত ৫. কুরআন ও তাফসীরের ইতিবৃত্ত ৬. সিয়াম ও রমাযান ৭. কাদিয়ানী কাহিনী ৮. মীলাদুন্নবী ও বিভিন্ন বার্ষিকী ৯. ইসলামের স্তম্ভ ১০. যাকাত ও সদকা ১১. আহলেহাদীসের প্রকৃত পরিচয় ১২. কোরবানী ও আইনী বিবরণী ১৩. কোরআন পড়িয়ে সওয়াব বখশানো সুন্নাত না বিদ'আত ১৪. পাকা মাযার ও অসীলার তত্ত্বসার ১৫. ইলিয়াসী তাবলীগ ও দ্বীনে ইসলামের তাবলীগ।

[মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর উপর ডক্টরেট করার জন্য ৫২ দিনের পাকিস্তান, ভারত ও নেপাল সফরের মাঝে ৩২ দিনের ভারত সফরের এক পর্যায়ে ১৯৮৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গে আসেন। তখন মাওলানা আয়নুল বারী পশ্চিম বঙ্গ জমঈয়তে আহলেহাদীসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তাঁকে মৌখিক ও লিখিত অনেক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেন (দ্র. থিসিস পৃ. ৪০১ টীকা-৪০)। আমীরে জামা'আত সেজন্য সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। তিনি তাঁর মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তার রূহের মাগফিরাত কামনা করেন- সম্পাদক]।

(২) ড. মুহাম্মাদ ইলিয়াস আলীর মৃত্যু

'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর সাবেক সভাপতি এবং 'বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর' (ব্যানবেইস)-এর সাবেক পরিচালক ড. মুহাম্মাদ ইলিয়াস আলী (৭২) গত ১৫ই মে শুক্রবার সকাল ৬-টায় তাঁর বড় ছেলের বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।* মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র, নাতি-নাতনী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। ঐদিন বাদ জুম'আ বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল জনাব শহীদুল্লাহ খান মাদানী। জানাযা শেষে তাঁকে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে দাফন করা হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী : তিনি ১৯৪৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার দেবীনগর গ্রামে এক আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা আব্বাস আলী একজন বড় মাপের আহলেহাদীছ আলেম ছিলেন। ১৯৭৭ সালে তিনি ঢাকা আলিয়া থেকে প্রথম বিভাগে কামিল পাশ করেন। ১৯৭২ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮০ সালে তিনি জাতিসংঘ কর্তৃক বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়ে আমেরিকার ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি থেকে পরিসংখ্যানে ডিপ্লোমা করেন। ২০০৬ সালে তিনি নিউইয়র্কের স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে বাংলাদেশের ইসলামী মাদ্রাসা সমূহের সমস্যা ও সম্ভাবনা' বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। 'যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ' বিষয়ে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে তিনি বিভিন্ন বিভাগে চাকুরী করেন। সর্বশেষ ব্যানবেইস-এর পরিচালক হিসাবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বেসরকারী দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি ও বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন। তিনি ২০১০-২০১৬ সাল পর্যন্ত 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসে'র সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জমঈয়তের উপদেষ্টা ছিলেন।

(৩) অধ্যাপক মোবারক আলীর মৃত্যু

'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর সভাপতি অধ্যাপক মোবারক আলী (৮৪) গত ২০শে মে বুধবার রাত ৯-টা ৫০ মিনিটে ধানমণ্ডির ইবনে সীনা হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি*

ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ৬ কন্যা, নাতি-নাতনী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। পরদিন সকাল ১০-টায় বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাঁর প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন 'জমঈয়তে আহলে হাদীসে'র কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল শহীদুল্লাহ খান মাদানী। অতঃপর বেলা সাড়ে ১১-টায় দারুল হাদীছ সালাফিয়াহ মাদ্রাসা, পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জে তাঁর দ্বিতীয় জানাযা শেষে নরসিংদীর আখালিয়া গ্রামে তাঁকে দাফন করা হয়। কর্মজীবনে তিনি মুন্সিগঞ্জ যেলার হরগঙ্গা সরকারী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। অবশেষে ২০০২ সালে কবি নজরুল ইসলাম সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ২০১৬ সাল থেকে মৃত্যু অবধি 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসে'র সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

(৪) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মেহেরপুর যেলার উপদেষ্টা আলহাজ্জ মুযযাম্মেল হক (৯১) গত ৮ই মে শুক্রবার রাত ১০-টায় নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।* মৃত্যুকালে তিনি ২ পুত্র ও ৪ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন শনিবার সকাল ১০-টায় নওদা মটমুড়া আহলেহাদীছ ঈদগাহ ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। জানাযা শেষে তাঁকে নওদা মটমুড়া আহলেহাদীছ কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুযযামান, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ হাসানুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিনসহ 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। তিনি যেলা 'আন্দোলন'-এর একজন স্থায়ী দাতা সদস্য ছিলেন এবং বিপুল সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও নিরহংকার ও সাধারণ জীবন যাপন করতেন।

(৫) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরবের রিয়াদস্থ নতুন ছানাইয়া এলাকার 'খ' শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব শাহজাহান (৫২) গত ৯ই মে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।* মৃত্যুকালে তিনি ২ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। তিনি কুমিল্লা হোমনা থানার ফতেরবান্দি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। গত ২১শে মে বৃহস্পতিবার দুপুর ১-টায় রিয়াদস্থ মানছূরিয়া (মাগনারা) কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, জনাব মুহাম্মাদ শাহজাহান দেশে থাকা অবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯৪ সালে তিনি সঊদী আরবে যাওয়ার পর ২০০৮ সালে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দাওয়াত পান এবং ২০১৩ সালে তিনি উক্ত দাওয়াত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি 'আন্দোলন'-এর রিয়াদস্থ নতুন ছানাইয়া এলাকার 'গ' শাখার দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৭ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি 'খ' শাখার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। নিজ কর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্মী। এছাড়া সংগঠনের দায়িত্বশীল ও কর্মী ছাড়াও সর্বস্তরের মানুষের সাথে সর্বদা সদাচরণ করায় অনেকেই তাকে 'মধু ভাই' বলে ডাকতেন। উল্লেখ্য যে, প্রথমে তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলা হ'লেও পরবর্তীতে জানা যায় যে, তিনি করোনায় সেবাদানকারী এ্যাম্বুলেন্সেই হার্ট ফেইল করে মৃত্যুবরণ করেন।

(৬) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমানের পিতা মুহাম্মাদ সমীরুদ্দীন (৭৩) গত ২৯শে এপ্রিল বুধবার ভোর ৪-টায় নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিলা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।* মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, নাতি-নাতিন ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। তিনি 'আন্দোলন'-এর যশোর যেলাধীন কেশবপুর উপযেলার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করেন। একই দিন সকাল সাড়ে ১০-টায় 'হালীমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ' চত্বরে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অতঃপর পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ ছাড়াও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।

(৭) সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া থানার অন্তর্গত কাকডাঙ্গা মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি ও কাকডাঙ্গা ফাযিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (অব.) মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান (৭৩) গত ৩১শে মে রবিবার ভোর ৪-টায় পারকিনসন্স রোগে এক বছর শয্যাশায়ী থাকার পর তাঁর কনিষ্ঠপুত্র অধ্যাপক মাহমূদ হোসাইনের কলারোয়াস্থ বাসায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।* মৃত্যুকালে তিনি ২ পুত্র ও ৬ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন বাদ যোহর কাকডাঙ্গা ফুটবল ময়দানে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর ৩য় কন্যার পুত্র আলীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব আব্দুল্লাহ আল-মা'ছূম। জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় কলারোয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল গফূর, কাকডাঙ্গা এলাকার সভাপতি মাওলানা আনওয়ার এলাহী, কাকডাঙ্গা ফাযিল মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা মুহীউদ্দীন, বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা রফীফুল ইসলাম, সাবেক শিক্ষক মাওলানা মুনীরুল হুদাসহ উপযেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

[মাওলানা আব্দুর রহমান আশৈশব মুহতারাম আমীরে জামা'আতের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা মৌঃ আব্দুল ওয়াহেদ ও বড় দুইভাই সহ তাদের জন্মস্থান ফরিদপুরের বোয়ালমারী থানার শেখর গ্রাম থেকে হিজরত করে সাতক্ষীরার ঝাউডাঙ্গায় আসেন ও আমীরে জামা'আতের পিতা মাওলানা আহমাদ আলীর (১৮৮৩-১৯৭৬ খৃ.) তত্ত্বাবধানে জীবন অতিবাহিত করেন। তারা তিন ভাই আব্দুল বারী (মৃ. আড়ুয়াবর্ণি, বাগেরহাট ১৯৯৫), ছিদ্দীকুর রহমান (মৃ. শেখর ২০০৪) ও আব্দুর রহমান মাওলানা আহমাদ আলীর ছাত্র হওয়ায় আমীরে জামা'আতের ছোট বেলার সাথী ছিলেন এবং আমৃত্যু তাঁরা সবাই আমীরে জামা'আতের নিখাদ শুভাকাংখী ছিলেন। আমীরে জামা'আত ১৯৯৫ সালে তাদের জন্মস্থান ফরিদপুরের শেখর গ্রামে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করে দেন। তাদের বড় ভাই মাওলানা আব্দুল বারীর পুত্র মাওলানা নূরুল ইসলাম বহুদিন যাবৎ করাচী প্রবাসী। তিনি সেখানে নাগরিকত্ব নিয়েছেন ও একটি সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ২০১৮ সালে হজ্জের সময় তিনি আমীরে জামা'আতের সঙ্গে মক্কায় সাক্ষাৎ করেন। -সম্পাদক]।

(৮) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার সাবেক সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হাফেয ফযলুর রহমান (৪২) গত ১০ই মে রবিবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে মগবাজারস্থ রাশমনো হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুপুর ১-টা ৪৫ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।* তিনি ১ বছর ৪ মাস যাবৎ কিডনী রোগে নিজ বাসাতেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। ঐ দিন রাত সাড়ে ১০-টায় বংশাল পেয়ালা ওয়ালা মসজিদে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন ড. মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অতঃপর বংশাল পঞ্চায়েত কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি ঢাকার বংশাল থানাধীন ৩৯/১ কেপি ঘোষ স্ট্রীটের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। উল্লেখ্য, তিনি প্রায় ১৭ বছর যাবত সঊদী আরবের মদীনায় আতরের ব্যবসা করেন।

[আমরা সকলের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩২১) : স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামী গৃহে অবস্থান করতে ভয় পেলে উক্ত গৃহ ত্যাগ করে অন্যত্র ইদ্দত পালন করা তার জন্য জায়েয হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী মূলতঃ স্বামীর গৃহে অবস্থান করেই ইদ্দত পালন করবে। বাধ্যগত কারণ ব্যতীত এসময় বাড়ির বাইরে যাওয়া যাবে না *(তালাক ৬৫/১; আবুদাউদ হা/২৩০০; মিশকাত হা/৩৩৩২)*। তবে নিরাপত্তার আশংকা থাকলে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে ইদ্দত পালন করতে পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ) একজন মহিলাকে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর বাড়ীতে ইদ্দত পালন করতে বলেছিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩২৪)*।

প্রশ্ন (২/৩২২) : জনৈক বিদ্বান বলেন, দাজ্জাল ও ইমাম মাহদী আসার পূর্বে ছোট ছোট দাজ্জাল ও ইমাম মাহদী আসবে। একথার সত্যতা আছে কি?

-মিনহাজ পারভেয, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্যের পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং দাজ্জাল হবে একজন এবং ইমাম মাহদীও হবেন একজন *(ফাৎহুল বারী ১৩/৯১; মানাভী, ফায়যুল ক্বাদীর ৩/৫৩৯)*। তবে দাজ্জালের মত বহু মহামিথ্যুক আসতে পারে, যারা নবুঅতের দাবী করবে। তাদেরকে হাদীছে শাব্দিক অর্থে দাজ্জাল বলা হয়েছে *(বুখারী হা/৬৩০৯; মুসলিম হা/৭, ১৫৭; মিশকাত হা/৫৪১০)*।

প্রশ্ন (৩/৩২৩) : জনৈক ব্যক্তি অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে কোন মেয়েকে গর্ভবতী করার পর গর্ভাবস্থায় তাকে বিয়ে করে। উক্ত বিবাহ কি সঠিক হয়েছে?

-আব্দুর রাযযাক, সালালপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : বিবাহপূর্ব বেগানা নারী-পুরুষের মধ্যকার যেকোন সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে হারাম *(ইসরা ১৭/৩২)*। অনুরূপভাবে গর্ভাবস্থায় নারীকে বিবাহ করা নাজায়েয, যতক্ষণ না সে সন্তান জন্ম দেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সন্তান প্রসবের আগে গর্ভবতীর সাথে মিলিত হওয়া যাবে না' *(আবূদাউদ হা/২১৫৭; মিশকাত হা/ ৩৩৩৮; ছহীহুল জামে' হা/৭৪৭৯; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/১১০)*। সুতরাং এই বিবাহের পদ্ধতি সঠিক নয়। তবে যেহেতু গর্ভের সন্তানটি যিনার সন্তান এবং তা বিবাহকারীর নিজের, সেজন্য এখানে নতুন বিবাহের প্রয়োজন নেই বলে অধিকাংশ বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৭/১৩০; হাশিয়াহ ইবনু আবেদীন ৩/৪৯; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ২৯/৩৩৮)*। উল্লেখ্য যে, এই বিবাহপূর্ব সন্তান মাতার দিকে সম্বন্ধিত হবে এবং সে পিতার সম্পদের ওয়ারিছ হবে না *(আবূদাউদ হা/২২৬৫; ইবনু মাজাহ হা/২৭৪৬; সনদ হাসান; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/৩৮৭)*।

প্রশ্ন (৪/৩২৪) : তাশাহহুদ কি রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে আল্লাহ্র জন্য মি'রাজের বিশেষ তোহফা ছিল?

-ইকরামুল হক, তালাইমারী, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত ঘটনাটি ভিত্তিহীন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৭/৬-৭; মির'আত ৩/২৩৩)*। কিছু তাফসীর, হাদীছের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও ছূফীদের কিছু গ্রন্থে সূরা ইয়াসীনের ৫৮ আয়াতের তাফসীরে এ ধরনের ঘটনা সনদবিহীনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে *(তাফসীর রূহুল মা'আনী, সূরা আন'আম ৫৪ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য; মিরকাত ২/৭৩২; 'আইনী, শরহ আবূদাঊদ ৪/২৩৮)*। সুতরাং এই ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (৫/৩২৫) : আত্মহত্যাকারী জানাযা পড়া যাবে কি?

-ফারূক হোসাইন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : আত্মহত্যা মহাপাপ। তবে আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া যাবে। কেননা এই পাপের কারণে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না। কিন্তু তার জানাযায় মসজিদের ইমাম বা কোন বুযুর্গ আলেম শরীক হবেন না। বরং অন্যেরা ছালাত পড়াবেন। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট জনৈক আত্মহত্যাকারীকে আনা হ'লে তিনি তার জানাযা পড়াননি *(মুসলিম হা/৯৭৮; নাসাঈ হা/১৯৬৪)*। আর এটি ছিল অন্যদের জন্য শিক্ষাস্বরূপ' *(ইবনু মাজাহ হা/১৫২৬)*। যাতে জীবিতরা বুঝতে পারে যে, এরূপ মহাপাপে জড়িয়ে পড়লে আমাদের জানাযাতেও তারা অংশগ্রহণ করবে না *(নববী, শরহ মুসলিম ৭/৪৭)*।

প্রশ্ন (৬/৩২৬) : ছালাতের শুরুতে অনেকে বিসমিল্লাহ জোরে বলেন এবং রুকূ থেকে উঠে বুকে হাত বাঁধেন। এরূপ করলে ছালাত ক্ষতিগ্রস্ত বা বাতিল হবে কি?

-আতীকুল ইসলাম, বরিশাল।

উত্তর : বিসমিল্লাহ নীরবে পাঠ করাই রাসূল (ছাঃ), আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর সুন্নাত *(আহমাদ হা/১২৮৬৮)*। তবে কেউ যদি বিসমিল্লাহ সরবে পাঠ করে তাহ'লে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২২/২৬৮-৬৯, ৪৩৬-৩৭; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১০৯)*। অনুরূপভাবে রুকূর পরে বুকে হাত বাধার বিষয়ে জমহূর বিদ্বানগণের মত হ'ল, রুকূর পর হাত ছেড়ে দেয়াই সুন্নাত। কেননা রাসূল (ছাঃ) রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে এমনভাবে দাঁড়াতেন যেন মেরুদণ্ডের জোড়সমূহ স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে *(বুখারী হা/৮২৮; মিশকাত হা/৭৯২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যতক্ষণ না অস্থিসমূহ স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে' *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮০৪ দ্র. ছালাতুর রাসূল ১০৭ পৃ.)*। তবে পূর্বযুগে হায়তামী, ইবনু হাযম এবং সমকালীন যুগে ইবনু বায, ইবনুল উছায়মীনসহ হাদীছের আম ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কিছু বিদ্বান পুনরায় হাত বাঁধার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন *(ইবনু হাজার*

হায়তামী, আল-ফাতাওয়াল ফিকহিয়া আল-কুবরা ১/১৩৯; ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৩/২৯; উছায়মীন, ফাতাওয়া নুরুন আলাদ-দারব ৮/২; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১৪৫)। সর্বোপরি প্রথম মতটিই অগ্রাধিকারযোগ্য। তবে ব্যাখ্যাগত ভিন্নতার কারণে কেউ হাত বাঁধলে ছালাতের ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন (৭/৩২৭) : ওয়ায মাহফিলের সভাপতি বা প্রধান অতিথি করার শর্তে জনৈক ব্যক্তি অধিক পরিমাণে দান করার ওয়াদা করেছে। এরূপ চুক্তিভিত্তিক দান গ্রহণ করা মাহফিল কর্তৃপক্ষের জন্য জায়েয হবে কি?

-আতাউর রহমান, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : এরূপ দান সুস্পষ্ট রিয়ার শামিল, যা আল্লাহ্র নিকট কবুলযোগ্য নয়। সুতরাং দাতা যদি ব্যক্তিস্বার্থে বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করে থাকে, তবে সে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ বলেন, হে বিশ্বাসীগণ! খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানগুলিকে বিনষ্ট করো না। সেই ব্যক্তির মত, যে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য এবং সে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ প্রস্তরখণ্ডের মত, যার উপরে কিছু মাটি জমে ছিল। অতঃপর সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হ'ল ও তাকে পরিষ্কার করে রেখে গেল। এভাবে তারা যা কিছু উপার্জন করে, সেখান থেকে কোনই সুফল তারা পায় না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*। রাসূল (ছাঃ) লোক দেখানো আমল থেকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন *(মুসলিম হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২০৫)*। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির দান গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। কেননা এতে তার এই প্রকাশ্য দুষ্কর্মের প্রতি সমর্থন জানানো হয় এবং মাহফিলের মূল উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়।

প্রশ্ন (৮/৩২৮) : পরিবারকে সাথে নিয়ে গৃহাভ্যন্তরে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্য একজন হ'লে নারী সদস্য ইক্বামত দিতে পারবে কি? এছাড়া পুরুষ সদস্য কারণবশতঃ ইমামতি করতে না পারলে নারী সদস্য ইমামতি করতে পারবে কি?

-আব্দুল হালীম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : পুরুষের উপস্থিতিতে কোন নারী ছালাতে ইক্বামত দিতে পারবে না। বরং পুরুষ একা হ'লেও নিজেই ইক্বামত দিয়ে ছালাত শুরু করবে। আর কোন অবস্থাতেই নারীর জন্য পুরুষের ইমামতি করা সিদ্ধ নয়। যদি কোন পুরুষ নারীর ইমামতিতে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তাকে ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে *(ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/১৯১, ১/১৬৪; ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ২/১৬৭; নববী, আল-মাজমূ' ৪/১৫২; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/১৩০)*।

প্রশ্ন (৯/৩২৯) : হাশরের ময়দানে বিচারের পর সর্বপ্রথম জান্নাতী হবেন কোন ব্যক্তি?

-আল-আমীন ইসলাম, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : সর্বপ্রথম জান্নাতী হবেন শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজায় এসে দরজা খুলতে বলব। তখন দায়িত্বরত ফেরেশতা বলবে, আপনি কে? আমি বলব, মুহাম্মাদ! তখন সে বলবে, আমি এই মর্মে আদিষ্ট হয়েছি যে, আপনার পূর্বে কারো জন্য আমি এই দরজা খুলব না *(মুসলিম হা/১৯৭; ছহীহাহ হা/৭৭৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমিই হব সর্বাধিক অনুসারী উম্মতের নবী এবং আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাত করব *(মুসলিম হা/১৯৬; মিশকাত হা/৫৭৪২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আমরা পরবর্তীরাই প্রথম হব এবং আমরাই প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব *(মুসলিম হা/৮৫৫; মিশকাত হা/১৩৫৪)*।

প্রশ্ন (১০/৩৩০) : নফল ছালাতে কুরআন দেখে পাঠ করা যাবে কি?

-মাসঊদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তর : যাদের কুরআনের আয়াত তেমন মুখস্থ নেই তারা নফল ছালাতে দেখে দেখে কুরআন পাঠ করতে পারে। আয়েশা (রাঃ)-এর গোলাম যাকওয়ান রামাযান মাসে কুরআন দেখে আয়েশা (রাঃ)-এর ইমামতি করেছেন *(বুখারী, 'আযান' অধ্যায়, ৫৪ অনুচ্ছেদ ১/১৪০; বায়হাক্বী হা/৩১৮৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৯৯)*। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বলেন, ক্বিয়ামুল লায়লে কুরআন দেখে দেখে তেলাওয়াতে কোন দোষ নেই। তবে ফরয ছালাতের ব্যাপারে আমি কিছুই শুনিনি *(ইবনু কুদামা, মুগনী ১/৩৩৫)*। অতএব নফল ছালাতে দেখে দেখে কুরআন পাঠে কোন দোষ নেই। তবে এমতাবস্থায় কুরআন মুখস্থ পড়াই উত্তম। কারণ দেখে পড়লে ছালাতের খুশূ'-খুযূ বিনষ্ট হ'তে পারে *(নববী, আল-মাজমূ'৪/২৭; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১১৭)*।

প্রশ্ন (১১/৩৩১) : কালোজিরা কি সকল রোগের ঔষধ? তবে এতে অনেক ক্ষেত্রেই কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায় না কেন?

-রাজীবুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : মূলতঃ বিষয়টি ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। যখন আল্লাহ্র হুকুম হয়, তখনই এর কার্যকারিতা প্রকাশ পায়, নতুবা নয়। উল্লেখ্য যে, কালোজিরার সঠিক ব্যবহারের নিয়ম জানা না থাকার কারণেও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায় না। তাছাড়া কারো যদি কোন রোগে মৃত্যু নির্ধারিত থাকে তাহ'লে কোন ঔষধই কাজ করবে না *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৮/৬১)*। কোন কোন বিদ্বান বলেন, এটি সর্বরোগের জন্য নয়, মূলত ঠাণ্ডাজনিত যে কোন রোগের মহৌষধ *(ফাৎহুল বারী ১০/১৪৪-৪৫; যাদুল মা'আদ ৪/২৯৭)*। ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, আম দ্বারা খাছ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে এমন কোন উদ্ভিদ নেই যার মধ্যে সকল প্রকারের ঔষধি গুণ রয়েছে *(ফাৎহুল বারী ১০/১৪৫)*। কালোজিরা যেকোন মৌসুমী রোগেও উপকার করে। আর এজন্য জানতে হবে সঠিক ব্যবহার *(ফাৎহুল বারী ১০/১৪৫; উমদাতুল কারী ২১/২৩৭; তোহফাতুল আহওয়াযী ৬/১৬৩-৬৪)*। কালোজিরা রোগ ভেদে বিভিন্ন পদ্ধতিতে খাওয়া যায়। কখনো শুধুই দানা, কখনো ৫/৭টি বা ২১টি দানা পিষে মধুর সাথে, কখনো যয়তুন তেলের সাথে মিশিয়ে খাওয়া বা ড্রপ হিসাবে নাকে দেওয়া ইত্যাদি রূপে

ব্যবহার করা যেতে পারে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১০/১৪৪)*। এজন্য অধিকতর গবেষণা করে এর সঠিক প্রয়োগ ও পদ্ধতি আবিষ্কার করা যরূরী। একটি যুদ্ধাভিযানে গালিব বিন আবজার অসুস্থ হ'লে ইবনু আবী আতীক তাঁকে দেখতে আসেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা এই কালোজিরা সাথে রেখ। এথেকে পাঁচটি কিংবা সাতটি দানা নিয়ে পিষে ফেলবে, তারপর তন্মধ্যে যায়তুনের কয়েক ফোটা তেল ঢেলে দিয়ে তা নাকের উভয় ছিদ্র দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে প্রবেশ করাবে। কেননা আয়েশা (রাঃ) আমার নিকটে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'এই কালোজিরা মৃত্যু ছাড়া সব রোগের ঔষধ' *(বুখারী হা/৫৬৮৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৪৯; ছহীহাহ হা/১০৬৯)*। অতএব আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখে ঔষধ হিসাবে বিভিন্ন উপায়ে কালোজিরা ব্যবহার করতে হবে। তাহ'লেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (১২/৩৩২) : ছালাতের পর তাসবীহ গণনার সুন্নাতী পদ্ধতি কি?

-মুহাম্মাদ বিলাল, ওয়ারী, ঢাকা।

উত্তর : এক্ষেত্রে সুন্নাত হ'ল- (১) আঙ্গুলের মাধ্যমে গণনা করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তাসবীহ সমূহ আঙ্গুলে গণনা কর। কেননা আঙ্গুল সমূহ ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে এবং তারা কথা বলবে' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩১৬)*। (২) ডান হাতে গণনা করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতেন *(আবূদাঊদ হা/১৫০২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩-এর আলোচনা)*। তিনি যেকোন কাজ ডান দিক থেকে করা পসন্দ করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০০)*। (৩) গণনা কড়ে আঙ্গুল দিয়ে শুরু করা। কেননা ডান হাতের ডান পাশ কড়ে আঙ্গুল দিয়েই শুরু হয়েছে এবং এ আঙ্গুল দিয়ে গণনা শুরু করাটাই সহজ ও স্বভাবগত *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১৫০)*। আর ডান হাতে গণনা করতে অক্ষম হ'লে বাম হাতে গণনা করতে পারে। উল্লেখ্য যে, তাসবীহ গণনার জন্য পুঁথিদানা, ডিজিটাল গণনা মেশিন ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিৎ নয়। কেননা এতে স্বভাবতই রিয়া আসে। তাছাড়া বিভিন্ন বিদ'আতী যিকির-আযকারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার হয় তাসবীহদানা। এজন্য বিদ্বানগণ তাসবীহদানা ব্যবহারকে অপসন্দ করেছেন *(উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৩/৩০)*। এমনকি শায়খ আলবানী একে বিদ'আত আখ্যায়িত করেছেন, কেননা এটি বহু মানুষের কাছে ধর্মীয় প্রতীকে পরিণত হয়েছে *(সিলসিলা যঈফাহ ১/১১০)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৩৩) : মহামারীর কারণে কা'বা শরীফে ছালাত-তাওয়াফ বন্ধ রয়েছে এবং আসন্ন হজ্জ পালন বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এভাবে সকল ইবাদত বন্ধ করা কি জায়েয? ইতিপূর্বে কখনো হজ্জ বন্ধ হয়েছে কি?

-আবূ রাঈদ, গণকপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : মানুষের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট স্থানে ছালাত, তাওয়াফ এমনকি হজ্জ বন্ধ রাখা জায়েয। কেননা মানুষের জান ও মালের নিরাপত্তা রক্ষা করা ইসলামী শরীআ'তের অন্যতম মূলনীতি *(বাক্বারাহ ২/১৯৫; নিসা ৪/২৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না এবং নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না *(আহমাদ হা/২৮৬৭; ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*। অর্থাৎ নিজেকে দিয়ে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না। মহামারীর সময়ে জাতিকে সতর্ক করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, অসুস্থ প্রাণীকে যেন সুস্থ প্রাণীর মাঝে প্রবেশ করানো না হয় *(বুখারী হা/৫৭৭১; মুসলিম হা/২২২১)*। অতএব বর্তমান বিশ্ব মহামারী করোনার সময়ে হাজীদের জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনে হজ্জ বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা নেই। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে যুদ্ধ ও মহামারীসহ বিভিন্ন কারণে বহুবার হজ্জ ও তাওয়াফ বন্ধ হয়েছে। যেমন- (১) ৩১৭ হি./৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বাহরাইনের শাসক আবু তাহের কারামিয়ার নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী সর্ববৃহৎ হাজীদের কাফেলায় আক্রমণ করে এবং অনেক নারী-পুরুষকে হত্যা করে। ফলে ৩১৭ হিজরী থেকে ৩২৭ হিজরী পর্যন্ত হজ্জের কার্যক্রম বন্ধ ছিল' *(যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ২৩/৩৭৪)*। (২) ১০৩৮ হি./১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় ব্যাপক বন্যা হয়। ফলে কা'বার দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে। সুলতান চতুর্থ মুরাদের নির্দেশে কা'বা পুনর্নির্মাণের সময় হজ্জ ও ওমরাহর কার্যক্রম বন্ধ থাকে। ঐতিহাসিকদের মতে, এটি ছিল কা'বার সর্বশেষ নির্মাণ। (৩) ১৮১৪ সালে হেজাজ প্রদেশে প্লেগের কারণে ৮০০০ মানুষ মারা যাওয়ায় হজ্জ বাতিল করা হয়। (৪) ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রকাশ পাওয়া কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তিন-চতুর্থাংশ হাজী মারা যায়। ফলে সে বছর হজ্জ বাতিল হয়। এছাড়াও ১৮৩৭ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে মহামারীর কারণে তিনবারে মোট সাত বছর হজ্জ বন্ধ ছিল *(তথ্যসূত্র : হারামাইনের ওয়েবসাইট)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৩৪) : ইফতারের পর আমরা 'যাহাবায যামাউ' যে দো'আটি পাঠ করি, সেটি কি ছহীহ?

-তালিবুর রহমান, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি হাসান, যার উপর আমল করা যায়। শায়খ আলবানী ও শু'আইব আরনাঊত উভয়ে হাদীছের সনদকে হাসান বলেছেন *(আবূদাঊদ হা/২৩৫৭; ইরওয়া হা/৯২০; মিশকাত হা/১৯৯৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৬৭৮)*। এছাড়াও দারাকুৎনী, ইবনু হাজার, হাকেম, ইবনু হিব্বানসহ বহু মুহাদ্দিছ এর সনদকে হাসান বলেছেন *(ইরওয়া ৪/৩৯)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৩৫) : মসজিদের জন্য জমি ওয়াকফ করা কি শর্ত? সরকারী পতিত জমিতে কি স্থায়ীভাবে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে?

-রিযওয়ান, তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তর : এটি শর্ত নয়। বরং অনুমতি শর্ত। তবে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার স্বার্থে মসজিদের নামে স্থানটি ওয়াকফ করা যরূরী *(বুখারী হা/২৭৭৪; মুসলিম হা/৫২৪)*। কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে সরকারী জমিতে স্থায়ীভাবে মসজিদ নির্মাণ করা

যাবে। তবে অনুমতি না থাকলে স্থায়ীভাবে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না *(মুগনিল মুহতাজ ১০/১১৯; ইবনুল মুফলেহ, আল-মুবনি' শারহুল মুক্বনি' ৫/১৭৬-৭৭)*। তাছাড়া যেকোন পবিত্র ভুমিতে ছালাত আদায় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সমগ্র যমীনকে আমাদের জন্য মসজিদ এবং মাটিকে পবিত্র করা হয়েছে, যখন পানি না পাওয়া যায়' *(মুসলিম হা/৫২২; মিশকাত হা/৫২৬)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৩৬) : দো'আ কুনূতের শেষাংশে 'ওয়া নাসতাগফিরুকা ওয়া নাতূবু ইলাইক, ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলান নাবী'-অংশটি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

- আল-আমীন, পায়রাবন্দ সরকারী কলেজ, রংপুর।

উত্তর : উক্ত শব্দগুলো যোগ করে পাঠ করার ব্যাপারে যে বর্ণনা রয়েছে তা যঈফ *(নাসাঈ হা/১৭৪৬; ইরওয়া ২/১৭৬; বুলুগুল মারাম হা/৩০৮; মিরকাত ৩/৯৫০)*। তবে অধিকাংশ বিদ্বান মনে করেন, দো'আ কুনূতের শেষে এধরনের অর্থবোধক শব্দ যোগ করাতে কোন দোষ নেই। বরং শরী'আত সম্মত। কারণ এগুলোর উপর সালাফদের আমল রয়েছে *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৪৭৭-৭৮; তামামুল মিন্নাহ ১/২৪৩; মির'আত ৪/২৮৫; আশ-শারহুল মুমতে' ৪/৫২; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৬৩/৩৪)*। তাছাড়া হাসান (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক শিক্ষা দেওয়া দো'আতে যেমন শব্দের ভিন্নতা রয়েছে তেমনি হাসান ব্যতীত অন্যদের শিক্ষা দেওয়া কুনূতে দো'আর ভিন্নতা রয়েছে *(আবূদাঊদ হা/১৪২৭; ইবনু মাজাহ হা/১১৪৯; ছহীহুল জামে' হা/১২৮০; মিশকাত হা/১২৭৬)*। অতএব বিতরের কুনূতে বৃদ্ধি করা যায়। *(দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ১৬৮ টীকা ৭৬৮)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৩৭) : দশ বছর পূর্বে কোন ব্যক্তি তার বোনের একটি স্বর্ণালংকার চুরি করে। এখন সে এজন্য অনুতপ্ত এবং চুরির মাল ফেরৎ দিতে চায়। এক্ষেত্রে কি সে তার বোনকে না জানিয়ে তাকে কোন স্বর্ণালংকার বা তার অর্থমূল্য দিয়ে অপরাধমুক্ত হ'তে পারবে? আর এক্ষেত্রে কি চুরিকৃত বস্তুর অনুরূপই দিতে হবে না অর্থমূল্যই যথেষ্ট?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : চুরিকৃত স্বর্ণালংকার মজুদ থাকলে তাকে সেটাই ফেরত দিতে হবে। আর মজুদ না থাকলে অনুরূপ স্বর্ণালংকার বা সমমূল্য দিলেই দায় মুক্ত হবে। তবে বোনকে অবহিত করে অনুতপ্ত হয়ে স্বর্ণালংকার বা সমমূল্য ফেরত দেয়াই উত্তম হবে *(উছায়মীন, আল-লিক্বাউশ শাহরী ৩১; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৪/১৬২)*। বিশেষ কারণে চুরির কথা না জানিয়ে চুরিকৃত মাল ফেরত দেওয়াতেও কোন দোষ নেই (*ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৪/১৬৫*)।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৮) : চেয়ারে বসে কুরআন তেলাওয়াতের সময় সিজদার আয়াত আসলে কি বসে থাকা অবস্থাতেই কি সিজদা করা যাবে?

-জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা।

উত্তর : যার সামর্থ্য ও সুযোগ রয়েছে মাটিতে নেমে সিজদা করার সে মাটিতে সিজদা দিবে। আর যে চেয়ারে বসেই ছালাত আদায় করে সে মাথা নীচু করে ইশারায় সিজদা দিবে। আবার কেউ গাড়িতে থাকলে এবং তেলাওয়াত করলে বা শুনলে ইশারাতেই সিজদা দিবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/৭৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/১৬৭)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৯) : যাকাতের অর্থ অমুসলিমদেরকে প্রদান করা কি নিষিদ্ধ?

-আব্দুল লতীফ, পাঙ্গল, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : যাকাতের অর্থ থেকে কোন অমুসলিমকে দেওয়া যাবে না। রাসূল (ছাঃ) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণের সময় বলেছিলেন, তুমি তাদেরকে জানিয়ে দিবে এই মর্মে যে, আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে *(মুসলিম হা/১৯; মিশকাত হা/১৭৭২)*। এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেরকে যাকাতের মাল দেওয়া যাবে না *(নববী, শরহ মুসলিম হা/১৯-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। ইবনু কুদামা বলেন, যাকাতের মাল থেকে কাফেরদের দেওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের মতপার্থক্য আছে বলে আমার জানা নেই *(মুগনী ২/১৮৭)*। ইবনুল মুনযির বলেন, এ ব্যাপারে আলেমগণের ঐক্যমত রয়েছে যে, যাকাতের মাল কাফেরদের দেওয়া যাবে না *(আল-ইজমা' ১/৪৮)*। তবে অমুসলিম ফকীর-মিসকীনদের মাঝে সাধারণ ছাদাক্বা বিতরণে বাধা নেই *(বুখারী হা/১০৪৯; মুসলিম হা/৯০৩; মিশকাত হা/১২৮)*।

প্রশ্ন (২০/৩৪০) : সাহারী খাওয়ার সময় আযান দেয়া অবস্থায় প্লেট পূর্ণ থাকলে তা কি আর খাওয়া যাবে, না রেখে দিতে হবে? আর যদি খাওয়া যায়, তবে কতটুকু খেতে পারবে?

-ওয়ালিউল্লাহ, কাটাখালী, রাজশাহী।

উত্তর : নিয়ম হ'ল আযানের পূর্বেই খানা সম্পন্ন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা (রামাযানের রাতে) খানাপিনা কর, যতক্ষণ না (রাত্রির) কালো রেখা হ'তে ভোরের শুভ্ররেখা স্পষ্ট হয় *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। কোন কারণে পাত্রে খাবার অবশিষ্ট থাকলে তা দ্রুত খেয়ে নিবে। কিন্তু কোনক্রমেই নতুনভাবে খাবার নিতে পারবে না বা খাওয়া শুরু করবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ খাবার পাত্র অথবা পানির পাত্র হাতে নেয় আর এমতাবস্থায় আযান হয়ে যায়, তখন সে যেন তা রেখে না দেয়; বরং খাওয়া শেষ করে' *(আবূদাঊদ হা/২৩৫০; মিশকাত, হা/১৯৮৮ 'ছওম' অধ্যায়; নববী, আল-মাজমূ' ৬/৩৩৩; ইবনু হাযম, মুহাল্লা ৪/৩৬৭)*।

প্রশ্ন (২১/৩৪১) : করোনা থেকে বাঁচার জন্য সম্মিলিত দো'আ ও তওবার আয়োজন করা যাবে কি?

-আখতারুয্যামান, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : মহামারী পরিস্থিতিতে সম্মিলিত মুনাজাত বা তওবার আয়োজন করা যাবে না। কারণ ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের যুগে বহু মহামারী আঘাত হেনেছে। কিন্তু তাঁদের কেউ সম্মিলিত মুনাজাত ও তওবার আয়োজন করেননি। বরং এই বিদ'আতী পন্থায় ৮৩৩ হিজরী সনে

মিসরে সম্মিলিত দো'আ ও তওবার আয়োজন করার পর সেখানে মহামারীর প্রাদুর্ভাব অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল *(ইবনু হাজার, ইনবাউল গুমরি বিআবনাইল উমর ফিত-তারীখ ৮/২০০-২০৪; জামালুদ্দীন আতাবেগী, আন-নুজূমুয যাহেরা ফী মুলূকে মিসর ওয়াল ক্বাহেরা ৪/১৪২-১৪৫; মাক্বরীযী, আস-সুলূকু ৩/৩৩৩-৩৩৫)*। সুতরাং বিদ'আতী পন্থায় বালা-মুছীবত দূর করার কোন চেষ্টা নাজায়েয।

প্রশ্ন (২২/৩৪২) : লাইভে প্রচারিত জামা'আতের ইক্তিদা করা যাবে কি না?

-মুজাহিদুল ইসলাম, রেহাইরচর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : লাইভে প্রচারিত জামা'আতের ইক্তিদা করে ছালাত আদায় করা জায়েয নয়। এভাবে কেউ ছালাত আদায় করলে তার ছালাত বাতিল হবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/২৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/২৯-৩১)*। কারণ হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে আগামী কাল আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত হ'তে চায় সে যেন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যথাযথভাবে আদায় করে। যেখানেই উক্ত ছালাতের আযান দেয়া হোক' *(মুসলিম হা/৬৫৪; মিশকাত হা/১০৭২)*। এখানে মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। অতএব বাড়িতে বসে থেকে লাইভ সম্প্রচার দেখে ইমামের সাথে ফরয-নফল কোন ছালাতই পড়া যাবে না। তাছাড়া জামা'আত হওয়ার জন্য শর্ত হ'ল কাতারের সাথে কাতার মিলে থাকা এবং ইমাম বা অন্য মুছল্লীদের দেখতে পাওয়া বা ইমামের আওয়াজ শুনতে পাওয়ার মাধ্যমে স্থানিক ঐক্য সাধিত হওয়া, যা লাইভ সম্প্রচারে সম্ভব নয় *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/২০০; মুগনী ৩/৪৫; কাশশাফুল কেনা' ১/৪৯১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/২১৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৩১-৩২)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৪৩) : কারণবশতঃ একটি ছাগল দিয়ে পুত্র সন্তানের আক্বীক্বা করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কি? এছাড়া আক্বীক্বার নিয়তে ছাগল কিনে ইয়াতীমখানায় দান করলে আক্বীক্বা হবে কি?

-আব্দুর রহমান বিন ওবায়দুল্লাহ
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তর : সামর্থ্যহীন ব্যক্তির জন্য একটি পশু দ্বারাও পুত্র সন্তানের আক্বীক্বা দেয়া জায়েয। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে একটি করে দুম্বা আক্বীক্বা করেছেন' *(আবূদাঊদ হা/২৮৪১; মিশকাত হা/৪১৫৫; ইরওয়া হা/১১৬৭)*। ইমাম নববী বলেন, সুন্নাত হ'ল ছেলের জন্য দু'টি বকরী এবং মেয়ের জন্য একটি বকরী। কেউ একটি দিলে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে *(আল-মাজমূ' ৮/৪০৯)*। উছায়মীন (রহঃ) বলেন, যদি কারো নিকট একটি ছাগল থাকে তাহ'লে একটিই যথেষ্ট হবে। তবে সামর্থ্য থাকলে ছেলের জন্য দু'টি ছাগল আক্বীক্বা দেওয়াই উত্তম' *(আশ-শারহুল মুমতে' ৭/৪৯২)*। আর এর গোশত বণ্টনের বিষয়টি কুরবানীর গোশতের মত। অর্থাৎ তিন ভাগে ভাগ করে ফকীর-মিসকীন, প্রতিবেশীকে দিবে ও নিজে খাবে *(বাহুতী, আর-রওযুল মুরাব্বা' ১/১৯৮)*। আর আক্বীকার নিয়তে ছাগল কিনে ইয়াতীমখানায় দান করলেও আক্বীকা হয়ে যাবে। তবে সবটুকু দান না করে নিয়ম মাফিক বণ্টন করাই উত্তম *(মুগনী ২২/৪)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৪৪) : বেনামাযী মুসলিম কসাই আল্লাহ্র নামে পশু যবেহ করলে তা খাওয়া যাবে কি?

-তাওহীদুল ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : যেকোন মুসলিম কর্তৃক বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করা পশুর গোশত খাওয়া জায়েয। গাফলতির কারণে কেউ ছালাত পরিত্যাগ করলে তাকে ছালাত আদায়ের উপদেশ দিতে হবে। কারণ ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগ করা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত মহাপাপ *(মুসলিম হা/৮২; মিশকাত হা/৫৬৯)*। তবে সে যদি ছালাত অস্বীকারকারী হয়, তাহ'লে তার যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না। কারণ এমতাবস্থায় সে কাফির' *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/২৭৪-৭৬)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৪৫) : খালাতো বোনের সাথে আমার বিবাহ পারিবারিকভাবে ঠিক হয়ে আছে। এক্ষণে আমি কি তার সাথে প্রয়োজনীয় কথা বা সাক্ষাৎ করতে পারব?

-মুহীতুল হাসান, যশোর।

উত্তর : খালাতো বোন মাহরামদের অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ৪/২৪)*। সুতরাং বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত তার সাথে একাকী নিভৃতে যাওয়া যাবে না। তবে পর্দার মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় কথা বলা বা খোঁজ-খবর নেওয়ায় দোষ নেই *(বাহুতী, কাশশাফুল কেনা' ২/১৫৫; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৪৬) : নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নির্ধারিত যাকাতের অর্থ থেকে যাকাত ও ট্যাক্স পরিশোধ করতে পারবে কি?

-শামসুর রহমান, টিকাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : যাকাতের মাল থেকে ট্যাক্স পরিশোধ করতে পারবে না। কারণ যাকাত হ'ল ইবাদত, যা নির্দিষ্ট নিয়মে ও নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করতে হয়। আর ট্যাক্স সরকারী কর, যা মুসলিম-অমুসলিম সবার জন্য প্রযোজ্য। এটিই জমহূর ওলামায়ে কেরামের মত *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/৫৪২-৫৫০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/২৮৫, প্রশ্ন ৬৫৭৫; ফিক্বহুয যাকাত ২/১১৭৫-৭৮)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৪৭) : 'ছুরাইয়া তারকা উদিত হ'লে মহামারী দূরীভূত হয়'-এ বক্তব্যের সত্যতা কতটুকু?

-খায়রুল ইসলাম, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : ছুরাইয়া তারকা উদিত হ'লে মহামারী দূরীভূত হয় এমন কোন প্রমাণ নেই। কারণ যে সকল হাদীছে ছুরাইয়া উদিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে সেখানে মূলত ফসলের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ছুরাইয়া তারকা উদিত হ'লে খেজুরসহ অন্যান্য ফসলের উপর থেকে বিপদ উঠে যাবে। এতে ছুরাইয়া তারকার নিজস্ব কোন ক্ষমতা ও প্রভাবের কথা বলা হয়নি; বরং চন্দ্র-সূর্যের মত সময় নির্দেশক তারকা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ)

ছুরাইয়া তারকা উদিত হওয়ার পর ফলের হলুদ ও লাল রংয়ের পূর্ণ প্রকাশ না ঘটা পর্যন্ত তাঁর বাগানের ফল বিক্রি করতেন না *(বুখারী হা/২১৯৩; মুসলিম হা/২৫৪৬)*। আহমাদের বর্ণনায় এসেছে, ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বালা-মুছীবত দূর হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল কখন বালা-মুছীবত দূর হয়? তিনি বললেন, ছুরাইয়া উদিত হ'লে *(আহমাদ হা/৫০১২, সনদ ছহীহ)*। হাফেয ইবনু হাজার বলেন, ছুরাইয়া তারকা উদিত হয় গ্রীষ্মের শুরুতে, যখন প্রচণ্ড গরম পড়ে *(ফাৎহুল বারী ৪/৩৯৫; নায়ল ৫/২০৬)*। আর গরমের কারণেই মৌসুমী ফলগুলো পাকে। সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনাগুলো ফল পাকার সাথে সংশ্লিষ্ট। মহামারীর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

তবে একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, সকালে তারকা তথা ছুরাইয়া উদিত হ'লে সকল দেশ থেকে বালা-মুছীবত উঠে যায় *(আহমাদ হা/৮৪৭৬, ৫০১২, সনদ ছহীহ)*। উক্ত হাদীছের সনদকে শায়খ আরনাঊত্ব ছহীহ ও হাসান বললেও শায়খ আলবানী যঈফ বলেছেন *(যঈফাহ হা/৩৯৭)*। কোন কোন বর্ণনায় আছে, বালা উঠে যাবে বা প্রশমিত হবে *(আহমাদ হা/৯০২৭; যঈফুল জামে' হা/৫০৯৬)*। এই হাদীছটিকে ছহীহ ধরে নিয়ে কতিপয় ব্যাখ্যাকার বলেছেন, যেদিন সকালে ছুরাইয়া উদিত হবে সেদিন লোকদের উপর থেকে মহামারী ও রোগ-ব্যাধি উঠে যাবে এবং ফসলের উপর থেকে বিপদ কেটে যাবে *(মানাভী, আত-তায়সীর ২/৩৫২; ফায়যুল ক্বাদীর ৫/৪৫৪; তাফসীরে সাম'আনী ৬/৩০৬)*। সর্বোপরি নিঃসন্দেহে কোন তারকার নিজস্ব ক্ষমতার কারণে নয়; বরং একমাত্র আল্লাহ চাইলেই বিপদ দূর হ'তে পারে।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৮) : করোনা পরিস্থিতিতে যাকাতের টাকা থেকে কর্মচারীদের বেতন দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ ছালেহ, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : কর্মচারী তার পরিশ্রমের বিনিময়ে বেতন পাওয়ার হক্বদার। সুতরাং কোন অবস্থাতেই যাকাতদাতার জন্য যাকাতের অর্থ থেকে কর্মচারীদের বেতন দেওয়া সিদ্ধ নয় *(হাশিয়াতুল জামাল আলা শারহিল মানহাজ ২/২৪৮, ৭/৩৭৭, ৪/১৫৮)*। তবে যদি কর্মচারীরা যাকাতের হক্বদার হয় তাহ'লে তাদের যাকাত হিসাবে অর্থ দিতে পারে, বেতন হিসাবে নয় *(তওবাহ ৯/৬০)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৯) : জনৈক ব্যক্তির চার ভাই ও দু'বোন আছে। তিন ভাই ও দু'বোন আগেই মারা গেছে। এক্ষণে এক ভাই জীবিত আছে যার কোন সন্তান নেই। সেও মারা গেল কিছুদিন আগে। জীবিত আছে তার স্ত্রী, এক ভাইয়ের ৮ ছেলে, ১ মেয়ে; অন্য ভাইয়ের চার ছেলে ও ছয় মেয়ে এবং আরেক ভাইয়ের তিন ছেলে ও চার মেয়ে। কে কতটুকু সম্পদ পাবে?

-ইহসান এলাহী যহীর, কোরপাই, কুমিল্লা।

উত্তর : স্ত্রী ১/৪ অংশ পাবে। যেহেতু তার সন্তান বা পুত্রের সন্তান নেই। আর সহোদর ভাইয়ের পুত্ররা একমাত্র অবশিষ্টভোগী 'আছাবাহ' হিসাবে অবশিষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, সম্পদ অংশীদারদের মধ্যে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী বণ্টন কর। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষের প্রাপ্য *(বুখারী হা/৬৭৪৬; মুসলিম হা/১৬১৫)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৫০) : হাদীছে এসেছে যে, ১৫ই শা'বানের পর ছিয়াম রাখা যাবে না। আবার এসেছে রাসূল (ছা.) এ মাসের পুরোটাই প্রায় ছিয়াম রাখতেন। এর ব্যাখ্যা কি?

-আব্দুর রঊফ, রূপসা, খুলনা।

উত্তর : হাদীছে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার অর্থ হ'ল যারা শা'বান মাসের শুরু থেকে ছিয়াম রাখেন, তারা যেন ১৫ই শা'বানের পর আর না রাখেন। কেননা এতে শারিরীক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। তবে সামর্থ্যবান হ'লে ১৫ই শা'বানের পরও ছিয়াম পালন করা যাবে। এছাড়া যারা সাপ্তাহিক ছিয়াম পালন করেন তারা করতে পারেন *(বুখারী হা/১৯৭০; মুসলিম হা/১১৫৬; নববী, আল-মাজমূ' ৬/৩৯৯-৪০০; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৪/১২৯)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৫১) : টয়লেটে বালতি ভরে পানি রেখে সেই পানিতে পরের দিন ওযূ করা যাবে না। কেননা শয়তান তাতে প্রস্রাব করে দেয়- একথার সত্যতা আছে কি?

-সাইফুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। পানিতে প্রকাশ্য কোন অপবিত্রতা না থাকলে কোন সমস্যা নেই। তবে টয়লেট একটি অপবিত্র স্থান, যেখানে জিন-শয়তানেরা অবস্থান করে। সেজন্য বালতিতে পানি রাখলে ঢেকে রাখা উচিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এই সকল স্থানে সাধারণত শয়তান উপস্থিত হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাওয়ার ইচ্ছা করে তখন সে যেন বলে, 'আমি আল্লাহ্র নিকট স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শয়তানের অনিষ্ট হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(ইবনু মাজাহ হা/২৯৬; মিশকাত হা/৩৫৭; ছহীহাহ হা/১০৭০)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৫২) : জনৈক বক্তা বলেন, সূরা নিসার ৫৮-৫৯ আয়াতের আলোকে ভোট দেয়া ফরযে আইন। একথা কি সঠিক?

-মো'আয্যম হোসাইন, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : আয়াতের অর্থ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সর্বোত্তম উপদেশ দান করছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে

সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৮-৫৯)*।

এখানে 'আমানত' কথাটি বহুবচনে এসেছে। যার দ্বারা আমভাবে কথা ও কাজসহ সবধরনের আমানত বুঝানো হয়েছে। বিগত দিনের সবচেয়ে বড় আমানত হ'ল 'আহদে আলাস্তর আমানত। যেদিন রূহানী জগতে সকল মানুষকে সামনে রেখে আল্লাহ বলেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই। জবাবে সবাই বলেছিল, হ্যাঁ' *(আ'রাফ ৭/১৭২)*। অথচ দুনিয়াতে এসে মানুষ অনেকে কাফির-মুনাফিক হয়ে গেছে এবং ফেলে আসা সেই স্বীকৃতি দানের আমানতের কথা ভুলে গেছে। অনুরূপভাবে নেতৃত্বের আমানতও এর অন্তর্ভুক্ত। সে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে নেতৃত্ব সমর্পণ করা হবে, তখন তোমরা ক্বিয়ামতের অপেক্ষা কর' *(বুখারী হা/৫৯; মিশকাত হা/৫৪৩৯)*। অনুরূপভাবে শরী'আতের যাবতীয় বিধি-বিধানকেও বান্দার জন্য আমানত বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি এই 'আমানত' অর্পণ করতে চেয়েছিলাম। ওরা ভয়ে বহন করতে অস্বীকার করল। কিন্তু মানুষ তা বহন করল' *(আহযাব ৩৩/৭২)*। এখানে আমানত অর্থ আনুগত্য, শরী'আতের বিধি-বিধান, আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ প্রভৃতি *(তাফসীর ইবনু কাছীর ৬/৪৮৮-৮৯)*। সুতরাং প্রশ্নোল্লেখিত আয়াতের আলোকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচন বা ভোট প্রদান করা ফরযে আইন সাব্যস্ত করা কুরআনের অপব্যাখ্যার শামিল। পূর্বসূরী কোন মুফাস্সির এই আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেননি। উল্লেখ্য যে, নেতৃত্ব নির্বাচন, রাজনৈতিক সমর্থন বা ভোট প্রদান সকলের জন্য আমানত নয়। এটা শুধু বিশেষ কিছু ব্যক্তি বা শূরা সদস্যদের জন্য আমানত, যারা নেতা নির্বাচনের জন্য আদিষ্ট।

প্রশ্ন (৩৩/৩৫৩) : নিজের অজান্তে ব্যক্তি কোন শিরক করে ফেললে তার জন্য ক্ষমা পাওয়ার কোন সুযোগ আছে কি?

-খলীলুল্লাহ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : নিজের অজান্তে কেউ শিরক করে ফেললে এবং তওবা না করলে আল্লাহ তাকে মাফ করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। আল্লাহ বলেন, অতএব তোমরা জেনে-শুনে কাউকে আল্লাহ্র সাথে সমকক্ষ নির্ধারণ করো না *(বাক্বারাহ ২/২২)*। সুতরাং যখনই সে শিরকের বিষয় জানবে তখনই সে তওবা করবে। তাহ'লে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন *(যুমার ৫৩; মায়েদাহ ৫/৭৩-৭৪; মুসলিম হা/১২১)*। রাসূল (ছাঃ) অজ্ঞাতসারে কৃত শিরকসহ যাবতীয় শিরক থেকে বাঁচার জন্য দো'আ শিখিয়েছেন এ মর্মে যে, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি তোমার সাথে জেনে-শুনে শিরক করা থেকে এবং সেই শিরক থেকে ক্ষমা চাচ্ছি যে সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই' *(ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৬৬; ছহীহুত তারগীব হা/৩৬)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৫৪) : গর্ভবতী ও বাচ্চাওয়ালা প্রাণীকে শিকার করা যাবে কি?

-হযরত আলী, সাভার ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

উত্তর : সাধারণভাবে গর্ভবতী ও ছোট বাচ্চাওয়ালা প্রাণী শিকার করা জায়েয। তবে যদি কোন প্রাণী সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, প্রাণীটি এখন গর্ভবতী বা এমন ছোট বাচ্চা রয়েছে মায়েদের শিকার করলে বাচ্চার জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হবে তাহ'লে উক্ত প্রাণীকে শিকার করা হ'তে বিরত থাকাই উত্তম *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২২/৫১২; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৭৫/১; ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ১২/২২৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শনকে আবশ্যক করেছেন। অতএব কাউকে (প্রাণী) হত্যা করলে উত্তম পন্থায় হত্যা করবে এবং কোন কিছু যবেহ করলে উত্তম পন্থায় যবেহ করবে *(মুসলিম হা/১৯৫৫; মিশকাত হা/৪০৭৩)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫৫) : কারো নিকটতম আত্মীয় মরে যাওয়ার কারণে বলল, হে আল্লাহ তুমি আমার সাথে এটা করলে কেন? এমন কথা বলা যাবে কি?

-ছফিউল্লাহ, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : এমন কথা বলা তাক্বদীরের প্রতি আস্থাহীনতার বহিঃপ্রকাশ। কোন মানুষের বা সৃষ্টজীবের অধিকার নেই আল্লাহ্র কর্মের ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা। আল্লাহ বলেন, তিনি যা করেন, সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না। বরং তারাই জিজ্ঞাসিত হবে *(আম্বিয়া ২১/২৩)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ যা করেন, সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না। বরং মানুষই জিজ্ঞাসিত হবে। এটি কেবল তার ক্ষমতা বা পরাক্রমশীলতার কারণে নয়; বরং তার প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান, ক্ষমতা, অনুগ্রহ ও প্রজ্ঞার কারণে। কারণ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, সর্বাধিক দয়ালু এমনকি সন্তানের প্রতি পিতার দয়ার চেয়েও তিনি বান্দার প্রতি দয়ালু। তিনি সবকিছুকে সর্বোত্তমভাবে সৃষ্টি করেছেন *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৮/৭৯)*। অতএব তাক্বদীরের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে যে কোন বিপদকে আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত মনে করে মেনে নিতে হবে। এর মধ্যেই তার জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে *(মুসলিম হা/২৯৯৯)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৫৬) : আল্লাহ রূহ সৃষ্টি করার পর কাউকে জান্নাতী কাউকে জাহান্নামী হিসাবে আগেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। এক্ষণে কোন জান্নাতী স্বীয় বদআমলের কারণে যেমন আত্মহত্যা করার কারণে জাহান্নামে যেতে পারে কি?

-আব্দুল কুদ্দূস, যুগীপোতা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : প্রত্যেকে নিজ নিজ অপকর্মের কারণে শাস্তি পাবে। কেউ আত্মহত্যা করলে তাকে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী করে সৃষ্টি করার ব্যাখ্যা আলাদা। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের ও কেউ মুমিন। আর তোমরা যা কিছু কর, সবই আল্লাহ দেখেন' *(তাগাবুন ৬৪/২)*। অত্র আয়াতে বিশ্বাসগত দিক দিয়ে মানুষকে

দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হয় সে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মুমিন হবে, অথবা অবিশ্বাসী কাফের হবে। আল্লাহর উপর বিশ্বাসী হ'লে তার সার্বিক জীবন আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী গড়ে উঠবে। আর অবিশ্বাসী হ'লে তার সার্বিক জীবন শয়তানী খেয়াল অনুযায়ী গড়ে উঠবে। পরিণতির দিক দিয়েও এক দল জান্নাতী হবে, এক দল জাহান্নামী হবে *(শূরা ৪২/৭)*।

অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের ও কেউ মুমিন বলার মধ্যে একটি মৌলিক দর্শনের সন্ধান রয়েছে যে, আল্লাহ কাফের-মুমিন এবং কুফর ও ঈমান সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু বান্দা তার ইচ্ছামত কুফর বা ঈমানকে বেছে নেয় ও সেমতে সে কাজ করে। যেটি আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'আর তোমরা যা কর, সবই আল্লাহ দেখেন। আর সে হিসাবে তার পুরস্কার অথবা শাস্তি হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক কিংবা অকৃতজ্ঞ হৌক' *(দাহর ৭৬/৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই, যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লেখা হয়নি। একথা শুনে একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাহ'লে সকল আমল ত্যাগ করে আমাদের লিখিত ভাগ্যের উপর ভরসা করব না? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা সৎকর্ম করে যাও। কেননা যাকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পক্ষে সে কাজ সহজসাধ্য হবে। যারা সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত, তাদের জন্য সেরূপ আমল এবং যারা দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত তাদের জন্য সেরূপ আমল সহজ করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি কুরআন থেকে পাঠ করলেন, অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে (তাওহীদকে) সত্য বলে বিশ্বাস করে, অচিরেই আমরা তাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দেব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, অচিরেই আমরা তাকে কঠিন পথের জন্য সহজ করে দেব *(লায়েল ৯২/৫-৭, বুখারী হা/৪৯৪৯; মিশকাত হা/ ৮৫)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৫৭) : রাতে পশু শিকার করা যাবে কি?

-আব্দুল হামীদ, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : রাতে প্রাণী শিকারে কোন বাধা নেই। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। তবে অনেক ক্ষেত্রে শিকারীর জন্য রাতে শিকার বিপদজনক হ'তে পারে। সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে। আর 'তোমরা রাতে পাখিদের বাসায় আক্রমণ করে শিকার করো না' মর্মে প্রচলিত কথাটির কোন শারঈ ভিত্তি নেই *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নুরুন আলাদ-দারব ১১১/৯৪-৯৫)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৫৮) : ভুলবশতঃ তিন তাকবীরে জানাযার ছালাত আদায় করা হয়ে গেলে করণীয় কী?

-আবরার, নন্দীগ্রাম, বগুড়া।

উত্তর : জানাযার ছালাত চার তাকবীরে আদায় করা সুন্নাত। এছাড়া পাঁচ থেকে নয় তাকবীর পর্যন্তও আদায় করা যায় *(বুখারী হা/১৩৩৩; আবুদাঊদ হা/৩১৯৭; তালখীছু আহ্কামিল জানায়েয ১/৫৪, ৭৫)*। কিন্তু ইমাম ভুলবশতঃ তিন তাকবীরে সালাম ফিরালে মুছল্লীরা ইমামকে লোকমা দিবে। আর বিষয়টি সালাম শেষে জানা গেলে ইমাম সবাইকে কাতারবদ্ধ করে আরেকবার তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাবে। আনাস (রাঃ) তিন তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরালে তাকে লোকমা দেওয়া হয়। তখন তিনি লোকদের কাতারবদ্ধ করে আরেক তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরান *(বুখারী ৫/২৩৭; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৬৪১৭; ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৩০৮০)*। তবে যদি না দেয়, তাতেও দোষ নেই *(দ্র. ছালাতুর রাসূল ২১৩ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৫৯) : রাসূল (ছাঃ) ছাওমে বেছাল তথা দু'দিন একটানা ছিয়াম পালন করতেন এবং তাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাকে খাওয়ান ও পান করান। এক্ষণে এই খাওয়া ও পান করা আত্মিক নাকি বাস্তবিক?

-মামূনুর রশীদ
সি এ্যান্ড বি ঘাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-কে খাওয়ানোর অর্থ তিনটি হ'তে পারে। প্রথমতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর পাকস্থলীতে খাদ্য ও পানীয়ের যোগান দেওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-এর পাকস্থলীতে খাদ্য ও পানীয়ের যোগান দিতেন, যার কারণে তিনি ক্ষুধার্ত হ'তেন না। দ্বিতীয়তঃ বাস্তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতী খাবার দিতেন যেমন কারামত হিসাবে অন্যান্য নবী ও মরিয়ামকে জান্নাতী খাবার দিয়েছিলেন *(ইমরান ৩/৩৭; ফাৎহুল বারী ৪/২০৬-৭)*। জান্নাতী খাদ্য গ্রহণের কারণে তিনি ক্ষুধার্ত হ'তেন না। আর এভাবেই তিনি একাধারে কয়েক দিন ছিয়াম পালন করতে পারতেন। তবে প্রথম অর্থটি সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন ইমাম নববীসহ একদল বিদ্বান *(শারহু মুসলিম ৭/২১২-১৩; ফাৎহুল বারী ৪/২০৭; মিরকাত ৪/১৩৮২; মির'আত ৬/৪০৭)*। তৃতীয়তঃ আত্মিক খাদ্য যা আল্লাহ্র সাথে গভীর সম্পর্কের কারণে ক্ষুধা নিবারণের কাজ করে। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র ইবাদতে এমনভাবে মশগূল হয়ে পড়তেন যে ক্ষুধার কথা ভুলে যেতেন *(ফাৎহুল বারী ৪/২০৭)*।

প্রশ্ন (৪০/৩৬০) : করোনা ভাইরাসের সাথে ইমাম মাহদীর আগমনের সম্পর্ক আছে কি?

-রামাযান আলী, মহেশপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : করোনা ভাইরাসের সাথে ইমাম মাহদীর কোন সম্পর্ক শরী'আত দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং এটাই সঠিক যে, আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির আমল সংশোধনের জন্য মাঝে-মধ্যেই মহামারী পাঠিয়ে থাকেন *(ছহীহুত তারগীব হা/১৪০৮; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৩৮৬৯)*। উল্লেখ্য যে, একটি বর্ণনায় এসেছে যে, 'ইমাম মাহদী আগমনের পূর্বে পৃথিবী বালা-মুছীবত বা মহামারীতে ভরে যাবে' যার সনদ অত্যন্ত যঈফ *(হাকেম হা/৮৪৩৮ ; মিশকাত হা/৫৪৫৭, সনদ যঈফ)*। এই যঈফ বর্ণনার ভিত্তিতে করোনা ভাইরাসকে ইমাম মাহদী আগমনের পূর্ব লক্ষণ ধারণা করা গ্রহণযোগ্য নয়।

ডা. নাসরীন সুলতানা

এমবিবিএস, এমসিপিএস, ডিজিও
প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
সহকারী অধ্যাপক, গাইনী (অবঃ)
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

চেম্বার :
পদ্মা ক্লিনিক
সিএন্ডবি মোড়, কাজিহাটা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৮১০৮০৭
ফোন : ০৭২১-৭৭৪১৪৬ (ক্লিনিক)
দুপুর ১২-টা থেকে ২-টা

চেম্বার :
আমানা হাসপাতাল
ঝাউতলা মোড়, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২৬৮৬
মোবাইল : ০১৭০৫-৪০৩৬১০-১১
বিকাল ৫-টা থেকে রাত্রি ৮-টা

ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন

এমবিবিএস, ডি. আর্থো (ডি.ইউ)
অর্থোপেডিক সার্জন
হাড়-জোড় রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

চেম্বার :
মেডিপ্যাথ ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স
শুভেচ্ছা ভিউ, কাজিহাটা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫২৯৭, ফোন : ০৭২১-৭৭৪৩৩৩
সিরিয়ালের জন্য : ০১৯৭১-৮১০৮০৬
দুপুর ১২-টা থেকে ২-টা, বিকাল ৫-টা থেকে রাত্রি ৯-টা (শুক্রবার বন্ধ)

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :
- জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
- রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
- স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
- রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
- কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.৩০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : (০৭২১) ৭৭৮৯৭৫-৭৬, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত্রি ৮.৩০ পর্যন্ত।

এফ. আর. ইলেকট্রনিক্স
এফ. আর. থাই এ্যালুমিনিয়াম

F. R. ELECTRONICS
F. R. THAI ALUMINIUM

সব ধরনের ইলেকট্রনিক ও থাই এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রীর খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা

১২০, শাহমখদুম মার্কেট, সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২১৬৫, মোবা: ০১৭১১-৮১৫৯০১, ০১৭১১-৩৪০৫৮৩,
০১৭১১-৮১৫৯০২। ই-মেইল : r_faridur@yahoo.com

রেজিঃ নং রাজ-১৬৪ মাসিক আত-তাহরীক MONTHLY AT-TAHREEK ২৩/৯ম সংখ্যা, জুন ২০২০ মূল্য : ২৫.০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

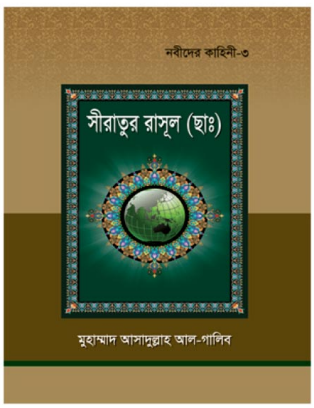

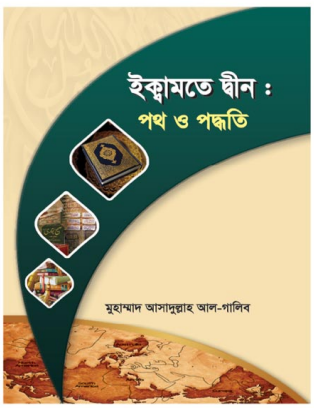

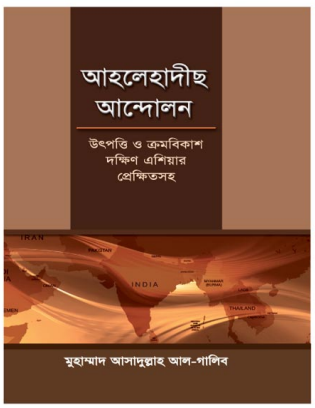

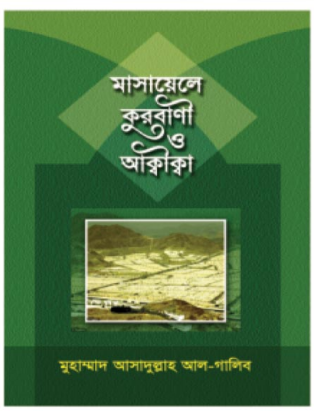

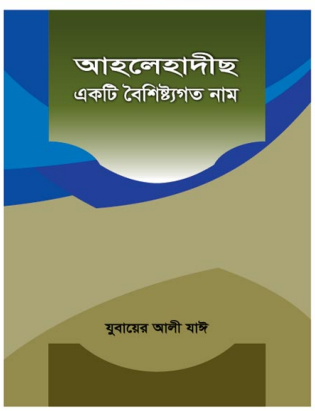

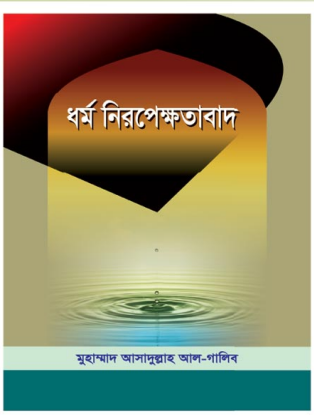

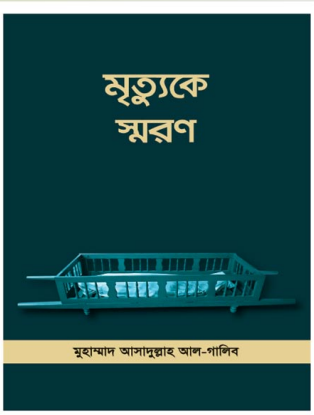

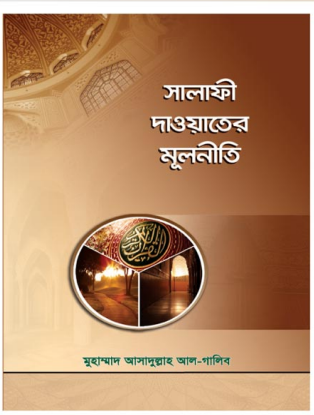

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)
একাউন্ট নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।